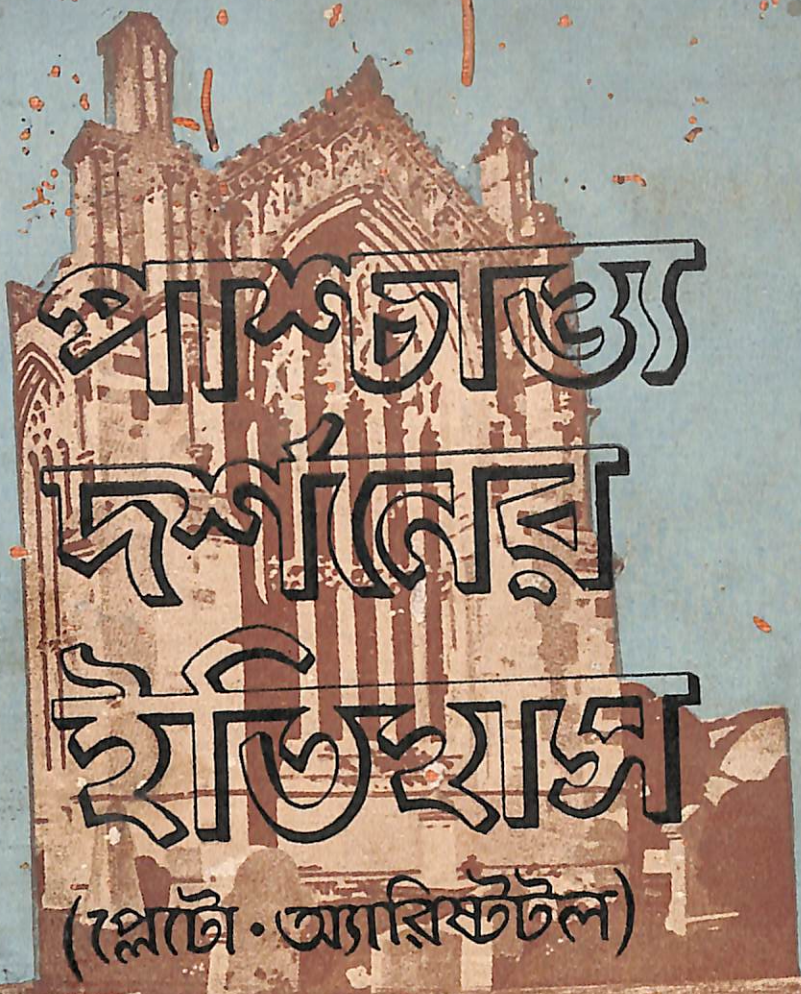

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

(প্লেটো · অ্যারিস্টটল)

ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

(History of Western Philosophy)

(প্লেটো * অ্যারিষ্টটল)

ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, এম এ., পি. এইচ. ডি.
ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিনিয়র এডুকেশানেল সার্ভিস।
দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক,
মৌলানা আজাদ কলেজ এবং অধ্যাপক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

© West Bengal State Book Board.

October, 1974

Jangipur College Library
12543

Acc. No. 12543
Date 6.7.15
Call No.

Published by Shri Abani Mitra, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi and printed by D. P. Mitra, at the Elm Press, 63, Beadon Street, Calcutta-6.

পূজনীয় পিতা স্বর্গীয় রেবতীচরণ চক্রবর্তীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে—

ভূমিকা

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উৎপত্তি প্রাচীন গ্রীসদেশে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে গ্রীসদেশের দর্শনের কথা বলেই আলোচনা শুরু করা উচিত। আমরা তা-ই করছি। আমরা সমস্ত দার্শনিকদের মত আলোচনা করবোনা। গ্রীসদেশের সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত দুজন দার্শনিক—প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটল আমাদের আলোচ্য। সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের ওপর এ দুজন দার্শনিকের প্রভাব অপরিসীম। এঁদের বক্তব্য না জানলে পাশ্চাত্ত্যদর্শনের ইতিহাস বোঝা যায়না।

দর্শনের ইতিহাস যখন আলোচনা করা হয় তখন বিভিন্ন দার্শনিকদের মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বা অন্য নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা হয়না। কালানুক্রমে দার্শনিকদের পর পর স্থাপন করে তাঁদের মত আলোচনার সময় একজন আর একজনের দ্বারা যেভাবে প্রভাবান্বিত হ'ন এবং একজনের চিন্তা আর একজনের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তার ফলে তাঁর মতের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেসব কথা আলোচনা করা হয়। ফলে বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে যে চিন্তার বিবর্তন হয় তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পারস্পরিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ফলে দার্শনিক চিন্তার বিবর্তন-প্রদর্শনই দর্শনের ইতিহাসের মুখ্য কাজ।

কোন দার্শনিক-চিন্তাই হঠাৎ আবির্ভূত হয় বলে মনে হয়না। ভৌগোলিক এবং সামাজিক পরিবেশের দ্বারা দার্শনিক-চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হতেই সাধারণতঃ দেখা যায়। সামাজিক পরিবেশ বলতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক (moral) পরিবেশ এবং পূরবর্তী দার্শনিকদের ধ্যান-ধারণার পরিমণ্ডল বোঝায়। কোন দেশের দার্শনিক-চিন্তায় সেই দেশের মাটি ও সংস্কৃতি দুইই প্রভাব বিস্তার করে। সেইজন্যই বিভিন্ন দেশের দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবার কোন একজন দার্শনিকের মত অন্য দার্শনিকের মতের পরিণতি অথবা সমালোচনাত্মক প্রতিক্রিয়া বলে মনে হয়। দর্শনের ইতিহাস দার্শনিক-চিন্তার বিবর্তন প্রকাশ করার সময় এই সমস্ত দিকগুলি তুলে ধরতে চেষ্টা করে।

এইজন্য অনেকে বলেন, দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করতে হ'লে সমগ্র দর্শনের ইতিহাসই আলোচনা করা উচিত। কোন একটি দেশের

মাত্র দুজন দার্শনিকের মত আলোচনা করলে তাকে দর্শনের ইতিহাস বলা যায়না। হিরাক্লাইটাস (Heraclitus), পারমেনাইডেস (Parmenides) এবং পিথাগোরিয়ানসদের (Pathagoreans) মত আলোচনা না করলে প্লেটোর মত ভাল বোঝা যায়না। সুতরাং প্লেটোর কথা বলতে হ'লে আগে তাঁর পূর্বসূরীদের কথা বলা উচিত।

এই আপত্তিতে যে যুক্তি আছে, তা অস্বীকার করা যায়না। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা পূর্বনির্ধারিত বলে এইরূপ দীর্ঘ আলোচনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা সেইজন্য প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটল আলোচনাকালে প্রাসঙ্গিকস্থলে তাঁদের পূর্বসূরীদের কথা অতি সংক্ষেপে কিছু বলবো।

আমরা প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের মত আলোচনায় মুখ্যত: Frederick Copleston, S. J. লিখিত 'A History of Philosophy' Vol, I অনুসরণ করেছি। তবে Bertrand Russell লিখিত 'History of Western philosophy' থেকেও আমরা প্রয়োজনীয় অনেক কথা গ্রহণ করেছি। প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের লিখিত গ্রন্থাবলীর যে সমস্ত ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যায় আমরা তা প্রয়োজন অনুসারে বার বার আলোচনা করেছি। প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের উপর লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকেও সাহায্য নিয়েছি। আমার পূজনীয় অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থ-রচনার পদ্ধতি এবং আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ-দানে আমাকে ধন্য করেছেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অধ্যাপক শ্রীপ্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ-এর মুখ্য প্রশাসক শ্রীঅবনী মিত্র এবং এল্‌ম প্রেসের শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মিত্রকে পুস্তক-প্রকাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করি।

অক্টোবর, 1974

মৌলানা আজাদ কলেজ,
কলিকাতা।

নীরদ বরণ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রথম খণ্ড (প্লেটো)—	
প্রথম অধ্যায়—প্লেটোর জীবন ও রচনা	1
দ্বিতীয় অধ্যায়—প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্ব (Plato's theory of knowledge)	10
তৃতীয় অধ্যায়—প্লেটোর জাতিবাদ বা আকারবাদ (Plato's doctrine of Forms)	19
চতুর্থ অধ্যায়—প্লেটোর মনোবিজ্ঞান (The Psychology of Plato)	28
পঞ্চম অধ্যায়—প্লেটোর নীতিশাস্ত্র (Plato's Ethics)	34
ষষ্ঠ অধ্যায়—প্লেটোর রাষ্ট্রতত্ত্ব (Plato's theory of the State)	37
সপ্তম অধ্যায়—প্লেটোর পদার্থবিদ্যা (Physics of Plato)	51
অষ্টম অধ্যায়—প্লেটোর সৌন্দর্য্যতত্ত্ব (Plato's Aesthetics)	55
দর্শনের ইতিহাসে প্লেটোর প্রভাব	58
দ্বিতীয় খণ্ড (অ্যারিষ্টটল)	
প্রথম অধ্যায়—অ্যারিষ্টটলের জীবন ও রচনা	63
দ্বিতীয় অধ্যায়—অ্যারিষ্টটলের প্রমাণশাস্ত্র (Logic of Aristotle)	65
তৃতীয় অধ্যায়—অ্যারিষ্টটলের অধিবিদ্যা (The Metaphysics of Aristotle)	73
চতুর্থ অধ্যায়—অ্যারিষ্টটলের প্রাকৃতিক দর্শন এবং মনোবিজ্ঞান (Aristotle's Natural Philosophy and Psychology)	85
পঞ্চম অধ্যায়—অ্যারিষ্টটলের নীতিশাস্ত্র (Aristotle's Ethics)	92
ষষ্ঠ অধ্যায়—অ্যারিষ্টটলের রাষ্ট্রতত্ত্ব (Aristotle's Politics)	104
সপ্তম অধ্যায়—ললিতকলা সম্পর্কে অ্যারিষ্টটলের মত (Aesthetics of Aristotle)	111
অষ্টম অধ্যায়—প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটল	118

প্রথম খণ্ড

প্লেটো

(আনুমানিক 428/7 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে 348/7 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

প্রথম অধ্যায়

প্লেটোর জীবন ও রচনা

পৃথিবীর মহত্তম দার্শনিকদের অন্যতম প্লেটো খুব সম্ভবতঃ 428/7 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অ্যাথেন্স বা অ্যাইজিনা (Athens or Aegina) নগরে এক প্রসিদ্ধ অ্যাথেনীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল অ্যারিসটন (Ariston) এবং প্যারিসটিয়ন (Perictione) ছিলেন তাঁর মা। প্লেটো না-কি প্রথমতঃ অ্যারিসটোক্লেস (Aristocles) নামে পরিচিত ছিলেন। পরে সুস্বাস্থ্যের জন্য তাঁর নাম হয় প্লেটো। অবশ্য অনেকে একথা অস্বীকার করেছেন।

প্লেটোর ছিল দু' ভাই অ্যাডিয়াইম্যানটাস (Adeimantus) এবং গ্লৌকন (Glaucon) আর এক বোন পোটোন (Potone)। দু ভাই ই 'রিপাবলিক' (Republic) গ্রন্থে স্থান পেয়েছেন। অ্যারিসটনের মৃত্যুর পর প্লেটোর মা প্যারিসটিয়ন দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁর এই পক্ষের পুত্র অ্যান্টিফন (Antiphon) প্লেটোর পারমেনাইডেস (Parmenides) গ্রন্থে স্থান পেয়েছেন। প্লেটো তাঁর সৎপিতার বাড়ীতে লালিতপালিত হয়েছিলেন। প্লেটো জন্মেছিলেন অভিজাত পরিবারে এবং লালিতপালিতও হয়েছিলেন অভিজাত পরিবারেই। বহু গ্রন্থকার বলেছেন, প্লেটোর গণতন্ত্রের প্রতি বিরূপতা কেবলমাত্র তাঁর আভিজাত্যের জন্যই নয়, তাঁর ওপর সক্রেটিসের প্রভাব এবং বিশেষ করে সক্রেটিস যেভাবে গণতন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন, তার জন্যই। কিন্তু, সক্রেটিসের মৃত্যুর পূর্বেই প্লেটো গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, একথা মনে করাও সম্ভব। পিলোপোন্নেসিয়ান যুদ্ধের (Peloponnesian War) শেষের দিকে প্লেটো বুঝতে পেরেছিলেন, গণতন্ত্রে যোগ্য এবং দায়িত্বশীল নেতার আবির্ভাব সম্ভব নয়, আর যদিও বা কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব দেবার কিছু যোগ্যতা থাকে তবু জনগণকে খুশী করতে গিয়ে সেও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এইক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, প্লেটো এই যুদ্ধে বোধ হয় 406 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্লেটোর গুরু সক্রেটিসের মৃত্যুর পরই তিনি স্থানীয় রাজনীতিতে সমস্ত উৎসাহ হারিয়েছিলেন। তবে তাঁর যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল—রাষ্ট্রতরণী পরিচালনার জন্য একজন সুদক্ষ কর্ণধার দরকার এবং কর্ণধার এমন একজন ব্যক্তি হবেন যিনি চলার

যথার্থ পথ জানেন ও তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সততার সঙ্গে কাজ করেন, অ্যাথেন্স-শক্তির পতনের অভিজ্ঞতা থেকেই বোধ হয় তাঁর এই ধারণা জন্মেছিল।

ডায়োজিনিস ল্যারসিয়াস (Diogenes Laertius)-এর বিবরণ অনুসারে প্লেটো চিত্রশিল্পশাস্ত্র পাঠ করেছেন এবং কবিতা রচনা করেছেন।[1] এই বিবরণ কতটা সত্য তা বলা শক্ত। তবে প্লেটো অ্যাথেনীয় সংস্কৃতির গৌরবময় দিনগুলিতে বেঁচে ছিলেন বলে তিনি সাংস্কৃতিক শিক্ষা যে যথেষ্ট পরিমাণেই লাভ করেছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্লেটো যৌবনে ক্র্যাটিলাস (Cratylus) নামে একজন হিরাক্লাইটাসপন্থী দার্শনিকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এ সংবাদ আমরা অ্যারিষ্টটলের 'মেটাফিজিকস' (Metaphysics) গ্রন্থ থেকে পাই।[2] তাঁর কাছ থেকেই প্লেটো হয়ত শিখেছিলেন যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত জগৎ পরিবর্তনশীল জগৎ এবং তা সত্য ও নিশ্চিত জ্ঞানের বিষয় হ'তে পারেনা। সত্য এবং নিশ্চিত জ্ঞান প্রত্যয়াত্মক জ্ঞান (Conceptual Knowledge), একথা প্লেটো শিখেছিলেন সক্রেটিসের কাছ থেকে। সক্রেটিস ছিলেন প্লেটোর গুরু। তাঁদের সম্পর্ক সক্রেটিসের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল।

প্রথমতঃ প্লেটো ভেবেছিলেন যে তিনি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবেন। কিন্তু, রাজনীতির হালচাল লক্ষ্য করে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। সক্রেটিস যে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁকে যে অন্যায়ভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, একথা ভেবে প্লেটো রাজনীতি সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েন এবং রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার চিন্তা পরিত্যাগ করেন।

প্লেটোর অনেক জীবনীকার বলেছেন, তিনি সক্রেটিসের মৃত্যুর পর সিরিন (Cyrene), ইটালী এবং মিশরদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। মিশর ভ্রমণের ফলেই না-কি তিনি মিশরের গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। অনেকে অবশ্য এসমস্ত কাহিনীর সত্যতা অস্বীকার করেছেন। তবে প্লেটো যে অন্ততঃ ইটালী এবং সিসিলি ভ্রমণ করেছিলেন, একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। পাইথাগরিয়ান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার মানসেই বোধ হয় প্লেটো দেশ-ভ্রমণে বের হয়েছিলেন।

1 Diog. Lairt, 3.5.
2 Metaph., A6 987a 32-5.

অ্যাথেন্সে প্রত্যাবর্তন করে প্লেটো 'অ্যাকাডেমি' (Academy) স্থাপন (খ্রীঃ পূঃ 388/7) করেছিলেন বলে মনে হয়। অ্যাকাডেমিকে বোধ হয় সঙ্গতভাবেই য়ুরোপের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় বলে মনে করা যেতে পারে। এখানে শুধু দর্শন-চর্চা হ'ত না, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরও চর্চা হ'ত। এখানে কেবলমাত্র অ্যাথেন্স থেকেই ছাত্র আসতো না, ছাত্র আসতো দূর দূরান্ত থেকেও। প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ ইউডোক্সাস তাঁর বিদ্যায়তন সিজিকাস (Cyzicus) থেকে অ্যাকাডেমিতে স্থানান্তরিত করেন। এতে বোঝা যায় যে, তৎকালে অ্যাকাডেমির খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-গঠন অ্যাকাডেমি-শিক্ষার আদর্শ ছিল। অবশ্য প্লেটো রাজনীতিবিদ এবং শাসক-সৃষ্টির দিকে সব সময়ই লক্ষ্য রাখতেন। কিন্তু, তিনি মনে করতেন, সার্থক রাজনীতিবিদ এবং দক্ষ শাসক হ'তে হলে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং দর্শন সবই খোলা মনে পাঠ করা উচিত। সেজন্যই তিনি অ্যাকাডেমিতে এই সব বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্লেটো নিজে অ্যাকাডেমিতে বক্তৃতা দিতেন এবং শ্রোতারা তার সারকথা লিখে নিতেন। কিন্তু, এই সমস্ত বক্তৃতা প্রকাশিত হয়নি। 'ডায়ালগস' (Dialogues) নামে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা সর্বসাধারণের জন্য লেখা। এই ক্ষেত্রে প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থের পার্থক্য লক্ষণীয়। অ্যারিষ্টটলের যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই অ্যাকাডেমিতে প্রদত্ত অ্যারিষ্টটলের বক্তৃতা। সর্বসাধারণের জন্য লিখিত অ্যারিষ্টটলের অধিকাংশ গ্রন্থেরই অংশ মাত্র পাওয়া যায়। প্লেটোর বক্তৃতা প্রকাশিত হয়নি বলে প্লেটোর যথার্থ সাহিত্য-প্রতিভা বা দৃষ্টিভঙ্গী সম্যক অবগত হওয়া যায় না। অ্যাকাডেমিতে প্লেটোর আলোচনার গভীরতা ও গাম্ভীর্য্য কিছুই আজ জানার উপায় নেই।

শিক্ষক এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতারূপে প্লেটোর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার জন্যই তাঁকে 367 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয়বার সাইরাকজ (Syracause) যেতে হয়েছিল। এই বৎসর প্রথম ডায়োনিসিয়াস (Dionysius I) মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। তখন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় ডায়োনিসিয়াসের শিক্ষার ভার গ্রহণের জন্য প্লেটোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। প্লেটো এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সাইরাকজ যান এবং দ্বিতীয় ডায়োনিসিয়াসকে জ্যামিতির পাঠ দেন। কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যেই ডায়োনিসিয়াস এবং তাঁর খুল্লতাত ডায়োন (Dion)-এর মধ্যে কলহের সৃষ্টি হ'ল। প্লেটো তখন অ্যাথেন্সে চলে এলেন। তবে অ্যাথেন্সে চলে এসেও প্লেটো দ্বিতীয়

ডায়োনিসিয়াসকে পত্র মারফৎ শিক্ষাদান করতে থাকেন। কিন্তু, শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্লেটো দ্বিতীয় ডায়োনিসিয়াস এবং তাঁর খুল্লতাতের কলহ দূর করতে পারেন নি। 361 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় ডায়োনিসিয়াসের সনির্বন্ধ অনুরোধে প্লেটো তৃতীয়বার সাইরাকজ যাত্রা করেন। এই সময় দ্বিতীয় ডায়োনিসিয়াস প্লেটোর কাছ থেকে দর্শন বিষয়ে পাঠ নেবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্লেটো বিভিন্ন গ্রীক নগর-রাষ্ট্র নিয়ে একটি সুসংহত প্রতিষ্ঠান (Confederation) গড়ে তোলার জন্য শাসনতন্ত্র-প্রণয়নের কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু, নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। 360 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্লেটো অ্যাথেন্সে ফিরে আসেন এবং অ্যাকাডেমিতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ 348/7) পঠন-পাঠনে নিযুক্ত থাকেন।

প্লেটোর রচনাবলী—ডায়ালগস (Dialogues) নামে পরিচিত প্লেটোর বিভিন্ন গ্রন্থ পাওয়া যায়। কিন্তু, প্লেটো অ্যাকাডেমিতে যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন (তা অ্যারিষ্টটলের লেখায় কোথায়ও কোথায়ও সংক্ষেপে পরিবেশিত হলেও) তা সম্পূর্ণরূপে এবং বিস্তারিতভাবে পাওয়ার কোন উপায় নেই। ডায়ালগ কথার অর্থ কথোপকথন। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ডায়ালগ শ্রেণীর গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। ডায়ালগগুলিতে প্লেটোর বক্তব্য তাঁর গুরু সক্রেটিসের জবানীতে প্রকাশিত হয়েছে।

প্লেটোর নামে মোট ছত্রিশটি ডায়ালগ প্রচলিত আছে। কিন্তু, সবগুলিই প্লেটোর লেখা কি-না, এই বিষয়ে পণ্ডিতেরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ডায়ালগ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ নিম্নে পরিবেশিত হ'ল।

(1) অ্যালসিবিয়াডেস (দ্বিতীয় খণ্ড), হিপ্পারকাস, অ্যামাটোরস বা রাইভ্যাইলস্, থিয়াগেস, ক্লিটোফোন, মাইনাস (Alcibiades II, Hipparchus, Amatores or Rivales, Theages, Clitophon, Minus) প্রভৃতি গ্রন্থ প্লেটোর লিখিত নয় বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

(2) অ্যালসিবিয়াডেস (প্রথম খণ্ড), আইয়ন, মেনেক্সেনাস, হিপ্পিয়াস ম্যায়িয়র, এপিনোমিস, এপিসিলস্, (Alcibiades I, Ion, Menexenus, Hippias Maior, Epinomis, Epistles)—এই ছয়টি ডায়ালগ প্লেটোর লেখা কি-না, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। অধ্যাপক টেলর (Professor Taylor) মনে করেন যে, অ্যালসিবিয়াডেস (প্রথম খণ্ড) প্লেটোর কোন সাক্ষাৎ শিষ্যের লেখা।[1] 'আইয়ন' সম্বন্ধে তিনি

1 Taylor ; Plato, p. 13

বলেন, প্লেটোর লেখা নয় বলে সঙ্গত কোন কারণ দেখাতে না পারলে 'আইয়ন' প্লেটোর লেখা বলেই গ্রহণ করা উচিত।[1] 'মেনেক্সেনাস' প্লেটোরই লেখা বলে অ্যারিষ্টটল স্বীকার করেছেন এবং আধুনিক সমালোচকেরা এমত সমর্থন করেন।[2] 'হিপ্পিয়াস ম্যায়িয়র' খুব সম্ভব প্লেটোরই লেখা, কারণ, অ্যারিষ্টটল নাম না করে 'টপিকস' (Topics) গ্রন্থে এই পুস্তকটির আভাষ দিয়েছেন।[3] 'এপিনোমিস' অপাসের ফিলিপ্পাস লিখেছেন বলে অধ্যাপক যেইগের (Professor Jaeger) মনে করেন। অবশ্য প্র্যাইচটের (Praechter) এবং টেলর (Taylor) উভয়ই 'এপিনেমিস' প্লেটোরই লেখা বলে উল্লেখ করেছেন। 'এপিসিলস্' গ্রন্থে প্লেটোর জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায় বলে অনেকেই এই গ্রন্থ প্লেটোর লেখা নয়, একথা স্বীকার করতে প্রস্তুত ন'ন।

(3) এই বারটি 'ডায়ালগ' ছাড়া বাকী চব্বিশটি ডায়ালগ যে প্লেটোরই লেখা, এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং প্লেটোর চিন্তাধারা উপলব্ধি করার জন্য প্লেটোরই লেখা অনেক গ্রন্থের সাহায্য যে আমরা পেতে পারি, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

কোন একজন দার্শনিকের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থের কালানুক্রমিক সন্নিবেশ তাঁর চিন্তার বিবর্তন অনুসরণ করার জন্য অপরিহার্য্য। প্লেটোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কতগুলো সঙ্কেতের ভিত্তিতে রচনাবলীর কালানুক্রম নির্দেশ করা যেতে পারে।

(1) প্লেটোর গ্রন্থের কালানুক্রমিক বিচারের ক্ষেত্রে ডায়ালগের ভাষা একটি মূল্যবান উপাদান। 'ল'স' (Laws) গ্রন্থটি প্লেটোর বৃদ্ধবয়সের লেখা বলে মনে করা হয়। কিন্তু, 'রিপাবলিক' (Republic) অনেক আগের লেখা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে। 'ল'স' গ্রন্থে এমন গদ্যশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায় যা আইসোক্রেইটস (Isocrates) প্রথম প্রবর্তন করেন। 'রিপাবলিক' লেখার সময় এই গদ্যশৈলী প্রচলিত ছিলনা। এই গদ্য-শৈলীর ব্যবহারের তারতম্যানুসারে আমরা প্লেটোর ডায়ালগগুলিকে কালানুক্রমে সাজাতে পারি।

(2) প্রাচীন গ্রন্থকারদের প্রামাণ্যের ভিত্তিতেও প্লেটোর ডায়ালগগুলির কালানুক্রমিক বিন্যাস সম্ভব। যেমন অ্যারিষ্টটল যখন বলেন, 'ল'স' 'রিপাবলিক'-এর অনেক পরে লেখা হয়েছে, তখন এটি যে একটি মূল্যবান

1 Taylor : Plato, p13.
2 Arist., Rhet., 1415 b 30
3 Topics A5, 102a6.

সংবাদ তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য সর্বত্রই প্রাচীন গ্রন্থকারদের বক্তব্যের ভিত্তিতে প্লেটোর গ্রন্থের কালানুক্রমিক বিন্যাস সম্ভব কি-না, এবিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যেমন ডায়োজেনেস ল্যাইরসিয়াস (Diogenes Lairtius) যখন বলেন, ফিড্রাস (Phaedrus) প্লেটোর ডায়ালগগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন, তখন একথা গ্রহণ করা যায়না। ল্যাইরসিয়াসের বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, ফিড্রাস গ্রন্থে প্লেটো কাব্যশৈলী গ্রহণ করেছেন এবং প্রেম নিয়ে আলোচনা করেছেন; কাব্যশৈলী-গ্রহণ এবং প্রেম নিয়ে আলোচনা মানুষের যৌবনেই সম্ভব, সুতরাং ফিড্রাস প্লেটোর যৌবনেই লেখা। কোন গ্রন্থে কাব্যশৈলী অনুসৃত হলে এবং প্রেম নিয়ে আলোচনা হলে তা লেখকের যৌবনের লেখা হ'বে, এমন কথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায়না।

(3) ডায়ালগে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনার উল্লেখ থাকলে তার ভিত্তিতে ডায়ালগ রচনার কাল-নির্ণয় করা অনেক সময় সম্ভব হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, সক্রেটিসের মৃত্যুর প্রসঙ্গ যদি কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় (যেমন প্লেটোর ফিডো—Phaedo-তে) তবে সেই গ্রন্থ যে সক্রেটিসের মৃত্যুর পর লেখা তা সঙ্গতভাবেই বলা যায়। তবে কত পরে লেখা তা বলা মুশকিল।

(4) কোন ডায়ালগে যদি অন্য কোন ডায়ালগের উল্লেখ থাকে তবে যে ডায়ালগের উল্লেখ থাকবে তা যে আগে লেখা, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যেমন 'টাইম্যায়িয়ুস' (Timaeus) গ্রন্থে 'রিপাবলিক' গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, 'টাইম্যায়িয়ুস' 'রিপাবলিক'-এর পরে লেখা। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, 'পলিটিকাস' (Politicus) 'সফিসটেস' (Sophistes) গ্রন্থের পরে লেখা; কারণ, পলিটিকাস গ্রন্থে সফিসটেস গ্রন্থের প্রসঙ্গের অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

(5) ডায়ালগের বক্তব্য বিচক্ষণতার সঙ্গে অনুসরণ করলে তাদের কালানুক্রম জানা যায়। প্লেটোর ধারণাবাদ বা জাতিবাদ (The doctrine of Ideas) অনুসরণ করে বলা যায় যে, থিয়্যায়িটিটাস, পারমিনাইডেস, সোফিসটেস, পলিটিকাস, ফাইলিবাস, টাইম্যায়িয়ুস (Theaetetus, Parmenides, Sophistes, Politicus, Philebus, Timaeus প্রভৃতি একই শ্রেণীভূক্ত। আবার ইলিয়াটিক দ্বান্দ্বিকবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে পারমিনাইডেস, সোফিসটেস এবং পলিটিকাস (Parmenides, Sophistes, Politicus) পরস্পর ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত।

(6) বক্তব্য উপস্থাপন-পদ্ধতি এবং বক্তব্য এই দুয়ের গুরুত্বের তার-

ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়

সক্রেটিস মুখ্যতঃ মানুষের আচরণ এবং নীতিশাস্ত্র বিষয়ে উৎসাহিত ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, নৈতিক আচরণ (ethical conduct) অবশ্যই জ্ঞান-ভিত্তিক হ'বে এবং জ্ঞান হ'বে নিত্য মূল্যের জ্ঞান (knowledge of eternal values); ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ থেকে প্রাপ্ত পরিবর্তনশীল এবং নশ্বর বস্তু জ্ঞানের যথার্থ বিষয় নয়। জ্ঞান নিত্য। সর্বদেশে, সর্বকালে এবং সকলের কাছেই তা এক। জ্ঞান যে নিত্যবস্তু বিষয়ক, এই মত প্লেটো তাঁর গুরু সক্রেটিসের কাছ থেকে শিক্ষা করেছিলেন।

থিয়্যায়িটিটাস (Theaetetus) গ্রন্থে প্লেটো মুখ্যতঃ জ্ঞান সম্পর্কিত ভ্রান্ত মতবাদগুলো খণ্ডন করেছেন। প্রত্যক্ষই জ্ঞান এবং যার কাছে যা সত্য বলে প্রতিভাত হয় তা-ই তাঁর কাছে সত্য, প্রোটাগোরাসের (Protagoras) এই মত তিনি খণ্ডন করেছেন। প্লেটোর মতে জ্ঞান অবশ্যই অভ্রান্ত হ'বে এবং সৎবস্তু বিষয়ক হ'বে। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ অভ্রান্তও নয়, সৎবস্তু বিষয়ক ও নয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়।

প্লেটোর এই বক্তব্য থিয়্যায়িটিটাস এবং সক্রেটিসের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমতঃ তিনি প্রত্যক্ষই জ্ঞান, এই মত খণ্ডন করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর দু'টি যুক্তি—(1) প্রত্যক্ষ ছাড়াও জ্ঞান সম্ভব এবং (2) প্রত্যক্ষ স্বক্ষেত্রেও জ্ঞান নয়।

(1) প্রত্যক্ষ ছাড়াও জ্ঞান সম্ভব: প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয়ক যে জ্ঞান তাও সম্যক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, মনে করা যাক্, কোন লোক মরীচিকা দেখ্ছে। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য মরীচিকার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে জানা যায় না। একমাত্র বিচারের বা মননের মাধ্যমেই তা জানা সম্ভব। গণিতশাস্ত্রে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তা প্রত্যক্ষ নয়। ব্যক্তি-চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষভিত্তিক নয়। সুতরাং প্রত্যক্ষই জ্ঞান নয়।

(2) ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ স্বক্ষেত্রেও জ্ঞান নয়: কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু না জানলে বস্তুর সত্যতা জানা যায় না। আর বস্তুর সত্যতা না জানলে বস্তু যথার্থভাবে জানাও হয় না। কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে জানা যায়না, একথা আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে বস্তুর যথার্থ জ্ঞান হয় না।

প্লেটো তারপর 'মানুষই সমস্ত কিছুর নিয়ামক' প্রোটাগোরাসের এই মত খণ্ডন করেছেন। সক্রেটিসের কথায় প্লেটোর বক্তব্য প্রকাশ করা

হয়েছে। তিনি বলেছেন, মনুষ্যসমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই জ্ঞান এবং অজ্ঞান দুয়েরই সম্ভাবনা স্বীকার করে এবং মনে করে যে, তারা বা অন্যেরা যা সত্য বলে ভাবে তা বস্তুতঃ সত্য নাও হ'তে পারে। এইরূপ বাস্তব অবস্থা প্রোটাগোরাসের মতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করে। তদুপরি প্রোটাগোরাসের মত যদি সত্য হয় তবে যে ব্যক্তি প্রোটাগোরাসের মত মিথ্যা বলে মনে করে তার কথাও সত্য হ'বে।

জ্ঞান শুধুমাত্র সত্যবচন[1] নয়

থিয়্যায়িটিটাস বলেন, যে কোন বচনই জ্ঞান নয়। কারণ, মিথ্যা বচনও সম্ভব। মিথ্যাবচন মানুষ নানা কারণে করতে পারে। তার মধ্যে একটি কারণ এই যে, প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতির মধ্যে গোলমাল হয়ে গেলে মানুষ মিথ্যা বচন রচনা করে। মানুষ দূরের একজন ব্যক্তিকে দেখে তাকে কোন একজন বন্ধু বলে ভুল করতে পারে। এই ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের বিষয় একজন ব্যক্তি, স্মৃতির বিষয় একজন বন্ধু। প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতির মধ্যে গোলযোগের ফলে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ব্যক্তিটিকে ভুল করে বন্ধু (যথার্থতঃ যা স্মৃতির বিষয়) বলে মনে করা হয়েছে।

তারপর থিয়্যায়িটিটাস বলেন, তাহ'লে সত্যবচনই জ্ঞান, একথাই সঙ্গত। এই প্রসঙ্গে সক্রেটিস বলেন, একটি বচন সত্য হ'তে পারে, কিন্তু বচনের সত্যতা যে ব্যক্তি বচনটি রচনা করেছেন তার জ্ঞান নাও বোঝাতে পারে। বক্তব্যের নিহিতার্থ দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে। আমি যদি মিঃ কোসিগিন টেলিফোনে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে কথা বলছেন, এমন একটি বচন রচনা করি, তবে এই বচনটি সত্য হ'তে পারে। কিন্তু, তাতে এই বচনটি আমার কোন জ্ঞান বোঝাবে না। কারণ, এই বচন আসলে আমার আন্দাজ বা আন্দাজে ঢিল ছোড়ার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

জ্ঞান সত্য বচন এবং একটি ব্যাখ্যানও নয় (Knowledge is not True Judgment Plus an 'Account')

সত্যবচন বড়জোর একটি সত্য বিশ্বাস বোঝাতে পারে। কিন্তু সত্য বিশ্বাসই জ্ঞান নয়। থিয়্যায়িটিটাস বলেন, তা হ'লে সত্যবচনের সঙ্গে

1 সত্য বচন=True judgment.

যদি একটি ব্যাখ্যান (account or explanation) জুড়ে দেওয়া যায় তবেই জ্ঞান হ'বে।

এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে সক্রেটিস বলেন, 'ব্যাখ্যান' বলতে যদি উপাদানগত অবয়বের গণনা বোঝায় (enumeration of elementary parts) তবে এই অবয়বগুলি জ্ঞাত বা জ্ঞানগম্য (known or knowable) হবে। কারণ, তা না হ'লে জ্ঞান বলতে অজ্ঞাত উপাদানগত অবয়বের সমাহার বোঝাবে এবং এটা একান্তই অসম্ভব।

'ব্যাখ্যান' কথার অর্থ যদি হয় জ্ঞাত বা জ্ঞানগম্য উপাদানগত অবয়বে বিশ্লেষণ তবে সত্য বচন বা বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাখ্যান জুড়ে দিলেই কি জ্ঞান হ'য়ে যাবে? সক্রেটিস বলেন, তা হ'বে না। যদি তা হ'ত তবে যে ব্যক্তি রেলওয়াগনের বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ করতে পারে তারই রেলওয়াগন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকতো বা যে কোন শব্দের বর্ণগুলো যে ব্যক্তি বিশ্লেষণ করতে পারে তারই শব্দ সম্বন্ধে ব্যাকরণসম্মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকতো। সক্রেটিস এখানে না বুঝে অবয়বগুলোর বিশ্লেষণ বা গণনার কথা বলেছেন।

তারপর সক্রেটিস 'ব্যাখ্যান' কথাটির অন্য অর্থের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ব্যাখ্যান বলতে যদি কোন বিশেষ বস্তুর এমন বৈশিষ্ট্য বা লিঙ্গ-নির্ণয় বোঝায় যা তাকে অন্য বিশেষ বস্তু থেকে ভিন্ন করে তা হ'লেও সত্য বচন বা বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাখ্যান মিলিয়ে দিলেই জ্ঞান হ'বেনা।

তিনি বক্তব্য একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, মনে করা যাক্, আমার থিয়্যায়িটিটাস সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা (correct notion) আছে। এই নির্ভুল ধারণাকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করতে হ'লে আমাকে থিয়্যায়িটিটাসের এমন কোন বিশিষ্ট লিঙ্গ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে হ'বে যা অন্য কোন ব্যক্তির নেই। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে থিয়্যায়িটিটাস সম্বন্ধে যখনই নির্ভুল ধারণা থাকে তখনই ত তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও ধারণা থাকবে, কারণ কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে তার সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা থাকা কি সম্ভব? যদি থিয়্যায়িটিটাসের বৈশিষ্ট্যের ধারণা ছাড়াই তার সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করা সম্ভব হয় তবে এই ধারণা থিয়্যায়িটিটাস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযোজ্য হ'বে এবং ফলে তা আর থিয়্যায়িটিটাস সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা হবেনা।

আর যদি থিয়্যায়িটিটাস সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা বলতেই তার বৈশিষ্ট্যের ধারণাও বোঝায় তবে এই নির্ভুল ধারণার সঙ্গে বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে থিয়্যায়িটিটাস সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, একথা বলার কোন অর্থই হয় না। কোন ব্যক্তি

সম্বন্ধে কেবলমাত্র নির্ভুল ধারণা বা সত্য বিশ্বাসই জ্ঞান, একথা বললে চলে। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে, সত্য বিশ্বাস এবং জ্ঞান অভিন্ন নয়।

যথার্থ জ্ঞান (True Knowledge)

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, প্লেটোর মতে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয় এবং জ্ঞানের বিষয় কোন নশ্বর বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিও নয়। তা হ'লে প্রশ্ন হ'বে—প্লেটোর মতে জ্ঞান কি? প্লেটো জ্ঞানের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন—(1) জ্ঞান অভ্রান্ত (infallible) এবং (2) জ্ঞান সৎবিষয়ক (of the real)। এই দুটি বৈশিষ্ট্য না থাকলে কোন মানসিক অবস্থাকেই জ্ঞান বলা যায় না। প্লেটোর মতে যথার্থ জ্ঞানের বিষয় অবিনশ্বর এবং নিত্য। কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিই নিত্য নয়। সুতরাং তা যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ও নয়। জাতি (universal)ই একমাত্র নিত্য। সুতরাং যথার্থ জ্ঞানের বিষয় একমাত্র জাতিই হ'তে পারে।

সক্রেটিস বলেন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষ্য লক্ষণ[1]-নির্ণয়। কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির লক্ষণ (definition) হ'তে পারে না। জাতি বা সামান্যেরই (universal) লক্ষণ সম্ভব। সুতরাং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান একমাত্র জাতিরই হ'তে পারে।

জ্ঞান সম্বন্ধে প্লেটোর সদর্থক মতবাদ (Plato's positive doctrine of knowledge) রিপাবলিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিষয় অনুসারে প্লেটো জ্ঞানের স্তরভেদ (levels of knowledge) স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, এই সব বিষয়ে তাঁর বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয় এবং সেজন্যই বোঝাও মুশকিল।

প্লেটো বলেন, কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হ'ন তবে তিনি দু'টি সুস্পষ্ট ক্ষেত্র পাবেন—(1) মত (opinion) এবং (2) জ্ঞান (knowledge)। মত যথার্থ জ্ঞান নয়। মত এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি? প্লেটোর মতে পার্থক্য বিষয়গত। মত প্রতিরূপ (image) বা নকলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জ্ঞান আসল বা আদর্শের (original or archetype) সঙ্গে যুক্ত। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, মত বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি প্রকাশ করে আর জ্ঞান প্রকাশ করে জাতি। প্লেটোর মতে ব্যক্তি জাতির আদর্শে বা আদলে গঠিত জাতির প্রতিরূপ বা নকল মাত্র; জাতিই আসল বা আদর্শ। আমরা একথা প্লেটোর অধিবিদ্যা প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

1 লক্ষণ=definition.

কোন ব্যক্তিকে যদি ন্যায়পরায়ণতা কি তা জিজ্ঞাসা করা হয় এবং সে যদি ন্যায়পরায়ণতার বিভিন্ন অপূর্ণ প্রকাশ বা আদর্শ থেকে ন্যূন ন্যায়-পরায়ণতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তবে তার মনের অবস্থাকে বলা হ'বে মত। এই ব্যক্তি বস্তুতঃ ন্যায়পরায়ণতার নকলকেই আসল বলে ভুল করছে। কিন্তু, কোন ব্যক্তি যদি ন্যায়পরায়ণতার স্বরূপ বুঝতে পারে, যদি সে নকল বা প্রতিরূপ বর্জন করে আসলটিকে গ্রহণ করতে পারে তবে তার মনের অবস্থাকে বলা হ'বে জ্ঞান। মনের প্রথম অবস্থাটি থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় উন্নীত হওয়া সম্ভব। যদি কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, যাকে সে পূর্বে আসল বলে মনে করেছিল তা বস্তুতঃ নকল মাত্র এবং আসল কি তা ও কোন প্রকারে বুঝতে পারে তবে তার মনের অবস্থা মত থেকে জ্ঞানে উন্নীত হয়।

প্লেটো রিপাবলিক (Republic) গ্রন্থে একটি রেখার উপমা (The simile fo the Line)[1] ব্যবহার করে জ্ঞানের স্তরভেদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একটি লাইনকে দু'টি অসমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি ভাগ যা দৃশ্য (visible) তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অন্যটি যা বুদ্ধিগ্রাহ্য (intelligible) তার সঙ্গে যুক্ত। আবার এদুটি ভাগই স্পষ্টতা এবং অস্পষ্টতা (clearness and want of clearness) অনুসারে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে ভাগ যা দৃশ্য তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা প্রতিরূপ (image)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রতিরূপ বলতে প্লেটো প্রথমতঃ বোঝেন ছায়া (shadows), দ্বিতীয়তঃ বোঝেন জলে বা শক্ত, মসৃণ এবং চকচকে (solid, smooth and polished) বস্তুতে পতিত প্রতিবিম্ব (reflection)। যা দৃশ্য তার সঙ্গে যুক্ত এই ছায়া বা প্রতিবিম্বের মত (opinion) সর্ব নিম্নস্তরের অন্তর্গত। মতের অন্তর্গত আর একটু উচ্চস্তরে প্রতিরূপেরই জ্ঞান হয় তবে তা দৃশ্য বস্তুর ছায়া বা প্রতিবিম্ব-সম্পর্কিত নয়, তা দৃশ্যবস্তু (যা জাতি বা আদর্শের প্রতিরূপ) সম্পর্কিত। দৃশ্য বস্তুর উদাহরণ রূপে প্লেটো প্রাণী এবং যা কিছু বর্দ্ধনশীল তার উল্লেখ করেছেন।

প্লেটো এরপর বুদ্ধিগ্রাহ্য (intelligible) নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, বুদ্ধিগ্রাহ্য দ্বিবিধ—(1) গণিত শাস্ত্রে ব্যবহৃত ত্রিভুজের প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ, যুগ্ম ও অযুগ্ম সংখ্যা (even and odd numbers) প্রভৃতি একপ্রকার বুদ্ধিগ্রাহ্য (2) জাতি (universal) বা আদর্শ (archetype) আর একপ্রকার বুদ্ধিগ্রাহ্য।

প্রথম প্রকারের বুদ্ধিগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। কারণ, গণিত শাস্ত্রে

1 Plato's Republic (510)

ত্রিভজের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাতে অ কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'তে পারে না। বোঝানোর জন্য যে ত্রিভুজ আকা হয় তা যথার্থ ত্রিভুজ নয়। ত্রিভুজের লক্ষণ অনুসারে কোন ত্রিভুজই আঁকা যায় না। গণিতে যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয় তা বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে হয়, ইন্দ্রিয় দিয়ে সংখ্যার প্রকৃতি বোঝা যায় না। কিন্তু, এই শ্রেণীর বুদ্ধিগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও জাতি বা আদর্শের মত বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। জাতি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে মাত্র একটি, কিন্তু আমরা জ্যামিতিতে যে ত্রিভুজের কথা বলি তা এক নয়, বহু। জ্যামিতির ত্রিভুজ যদিও বা এঁকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে, জাতি ত্রিভুজ বা যে কোন জাতিই এঁকে বোঝার প্রশ্ন উঠতে পারেনা। অ্যারিষ্টটল মেটাফিজিকস গ্রন্থে বলেছেন, প্লেটোর মতে গণিতশাস্ত্রবিদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বা জাতি নিয়ে আলোচনা করে না, আলোচনা করে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় নিয়ে।[1] অ্যারিষ্টটলের কথায় প্লেটোর বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

প্লেটো বলেন, গণিতের বুদ্ধিগ্রাহ্য জাতি বা আদর্শরূপ বুদ্ধিগ্রাহ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট, যদিও তা যা কিছু দৃশ্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই সব কথা বলে প্লেটো সিদ্ধান্ত করেন যে, ওপরে আলোচিত একটি লাইনের চতুর্বিভাগের সঙ্গে মনের চারটি বৃত্তি জড়িত। প্রজ্ঞা (Reason) জাতি বা আদর্শ রূপ উচ্চস্তরের বুদ্ধিগ্রাহ্যের সঙ্গে যুক্ত। প্রজ্ঞাই সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান। গণিতের বুদ্ধিগ্রাহ্য বুদ্ধি (understanding) নামক বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। জাগতিক বস্তু বিশ্বাস (faith) বা দৃঢ় প্রত্যয় (Conviction) নামক বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং ছায়া বা প্রতিবিম্ব ছায়ার প্রত্যক্ষ (Perception of shadows) নামক বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত।

প্লেটো তাঁর জ্ঞানসম্পর্কিত মত রিপাবলিক গ্রন্থেই প্রসিদ্ধ গুহার রূপকের মাধ্যমে[2] আরও ব্যাখ্যা করেছেন। প্লেটো আমাদের একটি মাটির নীচের গুহা কল্পনা করতে বলেছেন। আলোর দিকে এই গুহার মুখ। এই গুহার মধ্যে শিশুকাল থেকে হাত পা ও গলা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে জীবন্ত মানুষের দল। নড়ার ক্ষমতা তাদের নেই। এরা গুহার ভেতরের দেয়াল দেখতে পায়, কিন্তু সূর্যের আলো দেখতে পায় না কখনই। তাদের পেছনে, ওপরের দিকে খানিকটা দূরে জ্বলছে একটা আগুন। এই আগুন এবং বন্দী মানুষদের মাঝখানে রয়েছে একটা উঁচু পথ এবং এই পথ বরাবর রয়েছে পর্দার মত একটি অনুচ্চ প্রাচীর। এই উঁচু পথ দিয়ে বিভিন্ন

---

1 Metaph., 1083 a 35-5

2 Republic, Book VII (514-518)—Allegory of the Cave.

পাত্র, মূর্তি প্রভৃতি নিয়ে চলেছে মানুষ। এরা এমন ভাবে চলেছে যে তারা যা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখা যাচ্ছে অনুচ্চ প্রাচীরের ওপর দিয়ে। গুহার ভেতরের দেয়ালের দিকে মুখকরা বন্দীর দল একজন আর একজনকে দেখতে পায় না, দেখতে পায় না তাদের পেছনে বয়ে নিয়ে যাওয়া নানা জিনিষ। তারা দেখে শুধু তাদের নিজেদের ছায়া এবং তাদের মুখের সামনের দেয়ালে পড়া (তাদের পেছনে বয়ে নিয়ে যাওয়া) নানা জিনিষের ছায়া। অর্থাৎ, তারা ছায়া ছাড়া আর কিছুই দেখে না।

এই বন্দীরাই হচ্ছে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ। এরা দেখে ছায়া আর শোনে প্রতিধ্বনি; না দেখে সত্য বস্তু, না শোনে সত্যধ্বনি। কিন্তু, এতেই তারা তুষ্ট। বন্দীদশা-মোচনের কোন বাসনা তাদের নেই। যদি তাদের কখনও মুক্তি দেওয়া হয় এবং এতদিন যাদের ছায়া দেখেছে সেই সমস্ত সত্য বস্তুর দিকে তাকাতে বলা হয় তবে বাইরের উজ্জ্বল আলোয় তাদের চোখে লাগে ধাঁধা, পরিষ্কার কিছুই তারা দেখতে পায় না এবং ভাবে এর চেয়ে গুহায় বন্দীদশাই ছিল ভালো।

কিন্তু মুক্ত কোন বন্দী যদি আলোয় অভ্যস্ত হয়ে যায় তবে সে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জাগতিক বস্তু দেখতে পায় সুস্পষ্ট ভাবেই। এতদিন বন্দীদশায় সে শুধু এদের ছায়াই দেখেছে। সে এবার ছায়ার জগৎ ছেড়ে এসেছে কায়ার জগতে। এই কায়ার জগৎই আমাদের বাইরের জগৎ। যদি সে অধ্যবসায়ী হয় এবং চেষ্টা করে তবে সে সূর্য্যালোকিত সুস্পষ্ট বস্তু (বুদ্ধিগ্রাহ্য সত্য, জাতি বা আদর্শ) দেখতে পায় এবং আরও চেষ্টার ফলে সর্বশেষে সে দেখতে পায় স্বয়ং সূর্য্যকেই (যাকে প্লেটো বলেছেন শুভ বা কল্যাণের ধারণা—the Idea of the Good)। সূর্য্যই সমস্ত সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের উৎস।

প্লেটো আরও বলেছেন, কেউ যদি সূর্য্যালোক থেকে আবার গুহায় ফিরে যায় তবে সে অন্ধকারের জন্য কিছুই ভালো দেখতে পায় না এবং উপহাসাস্পদ হয়ে ওঠে। যদি সে অন্য কোন বন্দীকে মুক্ত করে আলোয় আনতে চায় তবে বন্দীরা ধরতে পারলে তাকে নিশ্চয়ই পাঠাবে যমদ্বারে। এখানে সক্রেটিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। সক্রেটিস অজ্ঞ লোকদের সত্য কথা বলতে গিয়েই প্রাণ দিয়েছিলেন।

এই রূপক একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, প্লেটো অধ্যবসায় এবং সাধনার ফলে ছায়ার জগৎ থেকে কায়ার জগতে, কায়ার জগৎ থেকে আদর্শের জগতে এবং সর্বশেষে সমস্ত আদর্শের উৎসলোকে উত্তরণের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই উত্তরণের জন্যই তিনি শিক্ষার

ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। প্লেটোর মতে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন তাদের জন্যই শিক্ষা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। রাষ্ট্র পরিচালকেরা যদি শিক্ষা লাভ না করেন তবে তারা হবেন অন্ধ নাগরিকদের অন্ধ পরিচালক এবং তারা অবশ্যই রাষ্ট্রতরণিকে সর্বনাশের তীরে এনে ভিড়িয়ে দেবেন। যিনি কল্যাণের যথার্থ প্রকৃতি জানেন না তিনি কখনই নাগরিকদের সত্যিকারের কল্যাণ করতে পারেন না। যিনি সমস্ত আদর্শের উৎস কল্যাণের জ্ঞান লাভ করে প্রাজ্ঞ হয়েছেন তিনিই সার্থক শাসক হ'তে পারেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই প্লেটো বলেছেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বা দার্শনিকই হবেন রাষ্ট্রের পরিচালক।

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, প্লেটো রাষ্ট্রের কল্যাণ তথা ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সেজন্য অনেকে বলেন, প্লেটো জ্ঞানের ঔপপত্তিক দিকের (theoretical aspect) চেয়ে তার প্রয়োগের দিকেই (practical aspect) যেন বেশী উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন।

প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্বের কোন ধর্মীয় নিহিতার্থ (religious implication) আছে কি-না, এই বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। নব্য প্লেটোপন্থীরা (Neo-Platonists) যে প্লেটোর মতের ওপর ধর্মের রঙ চড়িয়েছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনেকে প্লেটোর কল্যাণের ধারণা (The Idea of the Good) কে ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। কিন্তু প্লেটোর কল্যাণের ধারণার আধিবিদ্যক প্রকৃতি (Ontological nature) আলোচনা না করে এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করা অযৌক্তিক। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে প্লেটোর মতে কল্যাণের আধিবিদ্যক প্রকৃতি আলোচনা করবো।

তৃতীয় অধ্যায়

প্লেটোর জাতিবাদ বা আকারবাদ

(Plato's doctrine of Forms)

আমরা এই অধ্যায়ে প্লেটোর জাতিবাদ বা আকারবাদ নিয়ে আলোচনা করবো। প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা-কালে আমরা দেখেছি যে, প্লেটোর মতে যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং নিত্য। প্লেটো অধিবিদ্যা (Metaphysics) আলোচনায় যথার্থ জ্ঞানের বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং নিত্য বিষয়ের নাম দিয়েছেন জাতি বা আকার (Form)। কখনও তিনি জাতিকে বলেছেন 'ধারণা' (Idea)। এই জাতিকে সামান্য (Universal)ও বলা যায়। প্লেটো সামান্য (Universal) নিয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন পরবর্তীকালের বহু দার্শনিক এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে তা নানাভাবে বিস্তারিত বা সংশোধন করেছেন।

প্লেটোর আকারবাদ অংশতঃ প্রমাণশাস্ত্রভিত্তিক (partly logical) এবং অংশতঃ অধিবিদ্যাভিত্তিক (partly metaphysical)। প্রমাণশাস্ত্রের ভিত্তি সাধারণ বা জাতিবাচক শব্দের অর্থের সঙ্গে জড়িত। অনেক বিশেষ প্রাণী সম্বন্ধে সঙ্গতভাবেই বলা হয় যে, 'এটি একটি বিড়াল'। এই 'বিড়াল' শব্দটির দ্বারা আমরা কি বুঝি? নিশ্চয়ই বিশেষ বিড়াল থেকে স্বতন্ত্র কিছু। একটি বিশেষ প্রাণীকে যে বিড়াল বলা হয় তার কারণ এই যে, সমস্ত বিড়ালের মধ্যে বর্তমান একটি সাধারণ প্রকৃতিতে সে অংশ গ্রহণ করে। 'বিড়াল'-এর মত সাধারণ বা জাতিবাচক শব্দ বাদ দিয়ে কোন ভাষাই থাকতে পারে না এবং এই সব শব্দ অর্থহীনও নয়। কিন্তু, 'বিড়াল' শব্দটির যদি অর্থ থাকে তবে ইহা এই বা ঐ বিড়াল না বুঝিয়ে বিড়ালত্ব নামে কোন সাধারণ ধর্ম বোঝাবে। কোন একটি বিড়ালের জন্মের বা মৃত্যুর সঙ্গে এর জন্ম বা মৃত্যু হয় না। দেশে বা কালে এই সামান্য থাকে না, সামান্য বা জাতি নিত্য।

অধিবিদ্যার ভিত্তির দিক থেকে প্লেটোর জাতিবাদের তাৎপর্য্য নিম্নরূপ। 'বিড়াল' শব্দটির অর্থ একটি আদর্শ বিড়াল। বিশেষ বিশেষ বিড়ালগুলো এই আদর্শ বিড়ালের প্রকৃতিতে অংশ গ্রহণ করে, অর্থাৎ, আদর্শ বিড়ালের

প্রকৃতি প্রকাশ করে। এই প্রকাশ ত্রুটিপূর্ণ। আদর্শ বিড়াল বা জাতি বিড়ালই সত্য, কারণ তা অবিনশ্বর। বিশেষ বিশেষ বিড়াল আদর্শ বিড়ালের ত্রুটিপূর্ণ প্রকাশ মাত্র। বিশেষ বিশেষ বিড়াল নশ্বরও বটে।

'রিপাবলিক' গ্রন্থের শেষ খণ্ডে প্লেটো তাঁর জাতিবাদ বা আকারবাদের একটি সুস্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে প্লেটো বলেছেন যে, যখনই কতগুলো বস্তু বা ব্যক্তির কোন সাধারণ নাম (common name) থাকে, তখনই তাদের একটি জাতি বা আকার বা আদর্শও (Form or Idea) থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, যদিও অনেক শয্যাই থাকতে পারে কিন্তু শয্যার ধারণা বা আদর্শ বা আকার বা জাতি একটিই। আরসিতে পতিত শয্যার প্রতিবিম্ব যেমন আসল শয্যা নয়, শয্যার প্রতিরূপ মাত্র; তেমনি বিশেষ বিশেষ শয্যা আদর্শ শয্যার প্রতিরূপ (copy) মাত্র। ঈশ্বর আদর্শ শয্যার স্রষ্টা। আদর্শ শয্যা বিষয়েই জ্ঞান হ'তে পারে, বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান (knowledge) হয় না, যা হ'তে পারে তার নাম মত (opinion)। এ বিষয় আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

প্লেটোর মতে আকার বা আদর্শের তিনটি বৈশিষ্ট্য। প্রথমতঃ প্রত্যেক আকার বা আদর্শই এক, বহু নয়। সুন্দর বস্তু অনেক, কিন্তু সুন্দরের আকার বা আদর্শ এক। সমস্ত সুন্দর বস্তু এক 'সুন্দর' আকার বা আদর্শের প্রতিরূপ (copy)। দ্বিতীয়তঃ আকার অপরিণামী ও অনাদি। অর্থাৎ আকার নিত্য। প্রত্যেক আকার বা জাতির বহু বিশেষ আছে। বহু রূপে একটি আকার এই জগতে অভিব্যক্ত হ'তে পারে। বিশেষের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, কিন্তু আকার নিত্য। তৃতীয়তঃ আকার আদর্শ এবং পূর্ণ। যে যে বিশেষে কোন আকার অভিব্যক্ত হয় সে সে বিশেষে আকারে উপস্থাপিত আদর্শ রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, এই রূপায়ণ কখনই সম্পূর্ণ হয়না, সব সময়ই অপূর্ণ বা ত্রুটিপর্ণ থেকে যায়। আদর্শ কখনই ত্রুটিপূর্ণ বা অপূর্ণ নয়।

প্লেটো আকার বা জাতিকে ধারণা (Idea) বলেও অভিহিত করেছেন। সাধারণতঃ ধারণা বলতে বিষয়ীগত প্রত্যয় (subjective concept) বোঝায় এবং এই প্রত্যয় মানুষের মনে থাকে। ইংরেজীতে যখন আমরা 'That is only an idea and nothing real' বলি, তখন 'Idea' শব্দটির এই অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু, প্লেটো ধারণা (Idea) শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করেননি। তিনি ধারণা বলতে বিষয়গত বস্তু-স্বরূপ (objective essence) বুঝেছেন। এই বস্তু-স্বরূপ (essence) মানুষের মনে থাকে না, মনাতিরিক্ত তাদের সত্তা আছে। তবে তা বিশেষ বিশেষ

জাগতিক বস্তু বা ব্যক্তির মত দেশে কালে থাকেনা। কোন কোন ডায়ালগে (Dialogue) যেমন সিমপোসিয়াম (Symposium)-এ ধারণা (Idea) শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, তবে ধারণা (Idea) শব্দটির তাৎপর্য্য ঠিকই প্রকাশিত হয়েছে। সিমপোসিয়ামে প্লেটো স্বরূপগত বা পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের (Essential or Absolute Beauty) কথা বলেছেন। কিন্তু, প্লেটো সৌন্দর্য্যের ধারণা (The Idea of Beauty) এবং পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য (Absolute Beauty) অভিন্ন অর্থেই ব্যবহার করেছেন। দুই-ই বিষয়গত বস্তু-স্বরূপ (objective essence) বোঝায়।

প্লেটো আকার বা জাতি বলতে বিষয়গত বস্তু স্বরূপ বোঝায় সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠে—এই আকার বা জাতির সঙ্গে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির সম্বন্ধ কি? বিভিন্ন আকার বা জাতির পারস্পরিক সম্বন্ধই বা কি? কোন কোন ডায়ালগের ভাষা অনুসরণ করলে মনে হয়, প্লেটো এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমান্তরাল এই জগদতিক্রান্ত এক আধ্যাত্মিক জগতের (Transcendental spiritual world) অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং তাঁর মতে সমস্ত আকার বা জাতি এই আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়। কোপলস্টোন (Copleston) এই ক্ষেত্রে আমাদের সাবধান করে বলেন, আমরা মানুষ এবং আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি তা মানবিক ভাষা, মানবিক ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা আমাদের জানা নেই। সুতরাং প্লেটো আধিবিদ্যক বক্তব্য (Metaphysical points) প্রকাশ করতে মানবিক ভাষাই ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য যথার্থভাবে বুঝতে হ'লে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তার প্রচলিত অর্থ-গ্রহণই যথেষ্ট নয়, তার যথার্থ তাৎপর্য্য বোঝা দরকার।

পারমেনাইডেস এবং সিমপোসিয়াম গ্রন্থে (Parmenides and Symposium)[1] প্লেটো জাতি বা আকার বা ধারণার সঙ্গে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির সম্বন্ধ-বিষয়ে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন। এই সম্বন্ধ দুভাবে বোঝা যায়—(1) বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির জাতি বা ধারণায় অংশ গ্রহণরূপে (As a participation of the particular object in the Idea) এবং (2) বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি জাতি বা ধারণার নকলরূপে (As an imitation of the Idea by the particular object)। যে কোন অর্থেই জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ গ্রহণ করা হোক্ না কেন তা যে খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় তা মনে হয়না। তা ছাড়া দু'টি অর্থই একসঙ্গে গ্রহণ করা যায় কি-না, তাও সন্দেহের বিষয়। যে ব্যক্তি জাতিতে অংশ গ্রহণ করে সে ব্যক্তি

Jangipur College Library
12543
Acc. No. 12543
Date 6.7.15
Call No.

জাতির নকল হ'বে কি করে? নকল কি কখনও আসলের অংশভাক্ হয়? অবশ্য সাধারণ অর্থে গ্রহণ না করে কাব্যিক দৃষ্টিতে যদি গ্রহণ করা যায় তবে হয়ত বক্তব্য কিছুটা বোঝা যেতে পারে। কিন্তু, কাব্যিক দৃষ্টি ও দার্শনিক দৃষ্টি এক নয়। দার্শনিক দৃষ্টি স্পষ্ট ও স্বচ্ছ; কিন্তু, কাব্যিক দৃষ্টি অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ। ব্যক্তির সঙ্গে জাতির যে কি সম্বন্ধ, এ বিষয়ে প্লেটোর কথা কাব্যিক দৃষ্টি-সঞ্জাত বলে অস্পষ্ট।

প্লেটোর সাক্ষাৎ শিষ্য অ্যারিষ্টটল 'মেটাফিজিকস' গ্রন্থে[1] বলেছেন, প্লেটো জাতিকে ব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে মনে করেছেন এবং তাঁর মতে জাতি ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে। অ্যারিষ্টটল প্লেটোর এই মতের সমালোচনাও করেছেন। আমরা পরে অ্যারিষ্টটলের অধিবিদ্যা আলোচনা প্রসঙ্গে এই সমালোচনা পরিবেশন করবো।

প্লেটোর সাক্ষাৎ শিষ্যই প্লেটোর কথা বুঝতে পারেন নি, এমন বলা সঙ্গত কি-না, তা ভেবে দেখতে হ'বে। কোপলস্টোন বলেন, 'জাতি ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্রভাবে থাকে' প্লেটোর এই কথা জাতি ও ব্যক্তির দেশগত স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে পারে না। কারণ, জাতির প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন (আমরা তা পূর্বেই আলোচনা করেছি) তাতে জাতির দেশগত অবস্থানের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তা'হলে প্রশ্ন উঠবে—জাতি ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র, একথার অর্থ কি? জাতির সত্তা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু বা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, কোপলস্টোনের মতে এটাই পূর্বোক্ত কথার একমাত্র অর্থ হ'তে পারে। ঈশ্বরের জগদতিক্রান্তি (Transcendence of God) যেমন ঈশ্বরের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র কোন দেশে অবস্থান বোঝায় না, জাতির জগদতিক্রান্তিও সেভাবেই বুঝতে হ'বে।

জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কি, এ বিষয়ে প্লেটোর বক্তব্য যে স্পষ্ট নয়, বোধ হয় প্লেটো নিজেও এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। সেজন্য প্লেটো পারমেনাইডিস (Parmenides) গ্রন্থে আত্মসমালোচনা করেছেন। রাসেল তাঁর পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে একথার উল্লেখ করেছেন।[2]

ব্যক্তি জাতিতে অংশ গ্রহণ করে (An Individual participates in the Idea), সক্রেটিসের মুখে-বলা প্লেটোর এই মতবাদের বিরুদ্ধে

1 Metaphysics 987 এবং 1078

2 'He (Plato) himself, at a later date, began to see this difficulty, as appears in the Parmenides, which contains one of the most remarkable cases in history of self-criticism by a Philosopher.' Russell: History of Western Philosophy, p. 149.

পারমেনাইডিস প্রশ্ন তুলেছেন—ব্যক্তি সমগ্র জাতিতেই অংশ গ্রহণ করে কি, না, জাতির অংশ বিশেষে মাত্র অংশ গ্রহণ করে? যদি প্রথম বিকল্পটি গ্রহণ করা যায় তবে যে জাতি এক তা অনেক ব্যক্তির প্রত্যেকের মধ্যেই থাকবে। আর যদি দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করা যায় তবে জাতি একই সঙ্গে এক এবং বিভাজ্য বলে বহু। যে কোন বিকল্পই গ্রহণ করা যাক্ না কেন তাতেই স্ববিরোধীতা আছে।

সক্রেটিসের মুখ দিয়ে প্লেটো ব্যক্তি এবং জাতির সম্বন্ধ সম্পর্কে এরপর একটি নূতন প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ব্যক্তিকে জাতির নকল (copy) বলে মনে করা যেতে পারে। জাতি যেন একটি আদর্শ (pattern) এবং ব্যক্তি যেন তার ত্রুটিপূর্ণ বা অপূর্ণ রূপায়ণ। এই মতের বিরুদ্ধে পারমেনাইডেস বলেন, শ্বেতবস্তু যদি শ্বেতত্ব সদৃশ হয়, শ্বেতত্বও তবে শ্বেত-বস্তু সদৃশ হবে। সুতরাং বিভিন্ন শ্বেতবস্তুর সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য যদি শ্বেতত্ব জাতি স্বীকার করতে হয়, তবে শ্বেতত্ব ও শ্বেতবস্তুর সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য আর একটি জাতি স্বীকার করতে হ'বে এবং এইভাবে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। অ্যারিষ্টটলও পরবর্তীকালে প্লেটোর জাতি-বাদের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ উথাপন করেছিলেন। এই সমালোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জাতি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির মত বিশেষ হ'তে পারে না এবং একটি জাতির সঙ্গে অন্য আরেকটি জাতির যে সম্পর্ক তাও দুই ব্যক্তির সম্পর্কের মত হওয়া সম্ভব নয়।

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠ্‌বে—একটি জাতির সঙ্গে অন্য আরেকটি জাতির সম্বন্ধ কি? সোফিষ্ট (Sophist) গ্রন্থে প্লেটো পরজাতি (Genera) এবং উপজাতি (Species) অনুসারে জাতিদের ক্রম বিন্যাস করেছেন এবং সত্তাকে (Being) সর্বাপেক্ষা ব্যাপক জাতি বলে মনে করেছেন। এই গ্রন্থে সত্তা ভিন্ন সমস্ত জাতিই সত্তা জাতির অন্তর্গত বলে প্লেটো মত প্রকাশ করেছেন।

'রিপাবলিক' গ্রন্থে প্লেটো কল্যাণ (The Idea of the God)কেই সমস্ত জাতির উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। কল্যাণকে তিনি সূর্য্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সূর্য্য যেমন এই জগতের সমস্ত প্রাণের উৎস, কল্যাণও তেমনি সমস্ত জাতির উৎস।[1]

'সোফিষ্ট' গ্রন্থে যাকে সত্তা (Being) বলা হয়েছে 'রিপাবলিক' গ্রন্থে তা-ই কল্যাণ (The Idea of the Good)। আবার আমরা পূর্বেই বলেছি,

1 The Idea of the Good 'is the universal author of all things beautiful and right, parent of light and of the lord of light in this world, and the source of truth and reason in the other.'—Republic 517.

'রিপাবলিক' গ্রন্থে 'শয্যা' প্রভৃতি জাতির স্রষ্টাকে বলা হয়েছে ঈশ্বর। এখানে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন—প্লেটোর মতে জাতি ত নিত্য, তবে আবার তার সৃষ্টি হ'বে কি করে? প্লেটো হয়ত এবিষয় চিন্তা করেন নি। তা যা-ই হোক না কেন, প্লেটোর বিভিন্ন গ্রন্থ অনুসরণ করলে মনে হয়, প্লেটো জাতিদের মধ্যে এক জাতির বা 'একম্'-এর (One) প্রাধান্য স্বীকার করেছেন এবং এই 'একম্'কে' সত্তা, কল্যাণ, ঈশ্বর প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করেছেন। ইউডিমিয়ান এথিকস[1] গ্রন্থে অ্যারিষ্টটল বলেছেন, প্লেটোর মতে যা 'একম্' (One) তা-ই 'কল্যাণ,' (The Good)। আবার সিম্পোসিয়াম (Symposium) গ্রন্থে প্লেটো 'সুন্দর' (The Beauty)কে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলে অভিহিত করেছেন। কোপলষ্টন (Copleston) বলেন, মনে হয় প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থের 'কল্যাণ' সিম্পোসিয়াম গ্রন্থের 'সুন্দর'এর সঙ্গে অভিন্ন। সুতরাং যদি কেউ বলেন, প্লেটোর 'একম্' 'সত্যং শিবম্ সুন্দরম' এবং তা-ই ঈশ্বর তবে তিনি খুব অসঙ্গত কথা বলেন বলে মনে হয় না।

এই 'একম্' থেকে অন্যান্য জাতি কি ভাবে এসেছে, এই প্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গে নব্য প্লেটোনিষ্টরা (Neo-Platonists) 'emanation' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। একটি প্রদীপ-শিখা থেকে যেমন আলোর নিঃসরণ (emanation) হয় তেমনি বিভিন্ন জাতি 'একম্' থেকে এসেছে বলে মনে করতে হ'বে। কিন্তু, প্লেটোর কোন ডায়ালগে এমন কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

এইক্ষেত্রে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে—প্লেটোর 'একম্'কে যে ঈশ্বর বলা যেতে পারে তা কি ধর্মের ঈশ্বর? তাঁর কি ব্যক্তিত্ব (Personality) আছে? এই প্রশ্নের উত্তর 'ফাইলিবাস' (Philebus)[2] গ্রন্থে পাওয়া যেতে পারে। এখানে বিশ্বের শৃঙ্খলাবিধানকারী ঈশ্বরের আত্মা আছে, তিনি জীবন্ত, বুদ্ধিমান এবং স্বর্গ-মর্ত্যের অধীশ্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[3]

কিন্তু, 'টাইম্যারিয়ুস' (Timaeus) গ্রন্থে প্লেটো 'Demiurge' (ডেমিয়ার্জ) নামক একটি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির কথা বলেছেন। এই ডেমিয়ার্জ বিশ্বে শৃঙ্খলা স্থাপন করে এবং বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি জাতির (Form) আদর্শ অনুসারে গঠন করে। অনেকে ডেমিয়ার্জকে

1 Endemian Ethics, 1218
2 Philebus 30 ; 8
3 Philebus 28

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা (Divine Reason) বলে উল্লেখ করেছেন। প্লেটোর মতে এই জগতে ঈশ্বরের প্রজ্ঞার বিধান ক্রিয়াশীল ; অর্থাৎ, এই জগৎ ঈশ্বরের বিধানে চলে।

'ফাইলিবাস' এবং 'টাইম্যায়িয়ুস' গ্রন্থ দু'টি পাশা-পাশি রেখে পড়লে মনে হ'বে ঈশ্বর এবং ডেমিয়ার্জ বোধ হয় অভিন্ন। কারণ, দুইই বিশ্বের বিধান দেন এবং বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু, নব্য প্লেটোপন্থীরা বলেন, ডেমিয়ার্জ ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, ঈশ্বর ন'ন। 'একম্' বা ঈশ্বর থেকেই ডেমিয়ার্জ এসেছে, ডেমিয়ার্জ চরম বা পরম (The Ultimate) নয়। চরম বা পরম হচ্ছে 'একম্' এবং তা সমস্ত কিছুর উৎস হয়েও সমস্ত কিছুর মধ্যেই একান্ত-ভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তিনি প্রজ্ঞার উর্দ্ধেও আছেন। এইভাবে নব্য প্লেটোপন্থীরা প্লেটোর 'একম্' সম্বন্ধে একটি মিষ্টিক ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন। তবে এই ব্যাখ্যার সমর্থন প্লেটোর ডায়ালগে কতটা আছে তা বিতর্কের বিষয়।

অ্যারিষ্টটল বলেছেন,[1] প্লেটোর মতে জাতি বা আকার সংখ্যার সঙ্গে অভিন্ন (The forms are Numbers) এবং বিশেষ বিশেষ বস্তু সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করেই থাকে (Things exist by participation in numbers)।[2] এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা গণিত শাস্ত্রে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য না থাকলে করা সম্ভব নয়। আমরা এই সম্বন্ধে কোন বিশদ আলোচনা করবো না। শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, সংখ্যা যেমন বুদ্ধিগ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়-বেদ্য নয়, তেমনি জাতি বা আকার বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়বেদ্য নয়। এই দিকটার উপর গুরুত্ব দিয়েই হয়ত প্লেটো জাতি বা আকারকে সংখ্যা বলেছেন। প্লেটোর মতে ব্যক্তি জাতিতে অংশ গ্রহণ করে। আমরা একথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। জাতি এবং সংখ্যা যদি অভিন্ন হয় তবে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করবে, এটাই ত স্বাভাবিক।

প্লেটো বলেন, জাতির ধারণা মানুষের মনে প্রথম থেকেই সুপ্ত ভাবে থাকে। কিন্তু, তখন জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের কোন জ্ঞান হয় না। শিক্ষাদ্বারা এই ধারণা ক্রমশ জাগরিত হয়। প্রজ্ঞালাভই শিক্ষার আদর্শ। একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। প্রজ্ঞালাভ হলেই জাতির ধারণা সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে—জাতির ধারণা প্রথম

1 Metaphysics, A., 6, 9
2 অধ্যাপক টেলর (Professor Taylor) এই বিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনা পরিবেশন করেছেন 'Mind' পত্রিকায় (Oct., 1926 and Jan., 1927)।

থেকেই মানুষের মনে সুপ্ত ভাবে থাকে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে প্লেটো বলেন, পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের পূর্বে বিভিন্ন জাতির সঙ্গে মানবাত্মার পরিচয় থাকে এবং জন্মগ্রহণের পর তারা ক্রমে ক্রমে স্মরণে আসে। প্রজ্ঞা স্মৃতির উদ্ধারমাত্র। প্লেটোর এইমত 'জ্ঞান স্মরণরূপ' (Knowledge as reminiscence) নামে খ্যাত। মেনো (Meno) গ্রন্থে এক দাস বালকের সঙ্গে কথোপকথন বিবৃত হ'য়েছে। একটির পর একটি প্রশ্ন করে সক্রেটিস একটি বালককে জ্যামিতির একটি সরল প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করতে সাহায্য করছেন। বালকের মনে যা সুপ্ত অবস্থায় আছে সক্রেটিসের প্রশ্নে তা জাগরিত হ'য়ে উঠছে। এইভাবে সক্রেটিস দেখাচ্ছেন যে, জ্ঞান সুপ্ত ধারণার জাগরণ মাত্র। প্লেটো আরও বলেন যে, জগতের বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ দ্বারা জাতি বা আকারের স্মৃতি উদ্বোধিত হয় এবং তখন মানুষ জাতি বা আকারের জ্ঞানলাভের জন্য উৎসুক হ'য়ে উঠে। জ্ঞানলাভ প্লেটোর মতে নতন কিছু লাভ বা পাওয়া নয়। যা পূর্বেও ছিল, কিন্তু কোন কারণে ভুলে গিয়েছিলাম তার পুনর্প্রাপ্তির নামই জ্ঞান। একে প্রাপ্ত-প্রাপ্তিও বলা যায়। পরবর্তীকালের বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের (Rationalists) সহজাত ধারণা (Innate Idea)র বীজ প্লেটোর এইমতবাদে নিহিত আছে বলে মনে হয়।

প্লেটোর জাতিবাদের বিরুদ্ধে মুখ্য যে দু'টি অভিযোগ সাধারণতঃ উত্থাপন করা হয় (প্রথমতঃ জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ প্লেটো বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে প্লেটোর বক্তব্য স্পষ্ট নয়) তা অসঙ্গত বলে মনে হয়না। তবে প্লেটো যে জাতিবাদ প্রচার করে তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের চিন্তার অনেক উন্নতি বিধান করেছিলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্লেটো অজড় এবং অদৃশ্য অস্তিত্ব স্বীকার করে প্রাক্‌সক্রেটীয় দার্শনিকদের জড়বাদ পরিহার করেছিলেন। হিরাক্লাইটাস (Heraclitus)-এর সঙ্গে একমত হয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় পরিবর্তনশীলও নশ্বর (in a state of flux), একথা প্লেটো স্বীকার করেও একেই একমাত্র সত্য বলে মনে করেননি। তিনি স্থির ও নিত্য জাতিতেও বিশ্বাসী ছিলেন এবং এদেরই জ্ঞানের যথার্থ বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে প্লেটো পারমেনাই-ডেসের মত 'একম্' স্বীকার করেও তাঁর মত পরিবর্তন এবং গতি অস্বীকার করেননি। প্লেটোর মত্যে দৃশ্য জগতে পরিবর্তন ও গতির অস্তিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। এই জগতে যেমন বৈচিত্র্য ও ঐক্য দুইই আছে, জাতির জগতেও তেমনি যেমন আছে বিচিত্র জাতি, তেমনি আবার আছে

'একম্'। প্লেটোর মতে ডেমিয়ার্জ বিশ্বে ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এই জগতে অন্তঃস্যূত। এইভাবে তিনি অ্যানাক্সাগোরাস (Anaxagoras)-এর বহিঃস্থিত চেতনা (Nous)-স্বীকৃতির দোষত্রুটি দূর করেছেন। সোফিষ্টরা সমস্ত জ্ঞানের সাপেক্ষতা[1] প্রচার করেছিলেন। প্লেটো সংবেদনের[2] সাপেক্ষতা স্বীকার করেও অন্যত্র বিশেষ করে যথার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাপেক্ষতা অস্বীকার করেছেন। সক্রেটিস নৈতিক আদর্শ এবং লক্ষণ[3] নিয়েই বিশেষ আলোচনা করেছেন। কিন্তু, প্লেটো অধিবিদ্যা[4] নিয়েও বিশদ আলোচনা করেছেন। সক্রেটিস সত্তার ঐক্যবিধানের কোন চেষ্টা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু, প্লেটোর মধ্যে আমরা এই চেষ্টা প্রবল-ভাবেই লক্ষ্য করি। তিনি 'একম্' নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, প্লেটো তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মূল্যবান সমস্ত মতই স্বীকার করেছেন, কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ তাঁদের কোন মতই গ্রহণ করেননি।

নীট্‌শে প্লেটোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছেন, তিনি জগতের প্রতি শত্রুতাবশত আর একটি অজর ও অমর জগতের কল্পনা করেছিলেন। সক্রেটিসের প্রতি তৎকালীন রাষ্ট্রের রূঢ় ব্যবহারে প্লেটো যে ক্ষুব্ধ ছিলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, সেজন্য তিনি জগতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তিনি আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য আদর্শ রাষ্ট্রপরিচালক-সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন। প্লেটোর শিক্ষা-সম্পর্কিত মতবাদ মুখ্যতঃ আদর্শ রাষ্ট্রপরিচালক সৃষ্টির জন্যই প্রচার করা হয়েছিল। প্লেটো বলেছেন, এই জগৎ ঈশ্বরের বিধানে পরিচালিত হয়, এই বিধানের সহায়ক হয়ে রাষ্ট্রপরিচালনা করা রাষ্ট্রনেতাদের কর্তব্য। জগতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোন ব্যক্তি এসব কথা বলতে পারেন না।

---

1 সাপেক্ষকতা=Relativism

2 সংবেদন=Sensation

3 নৈতিক আদর্শ এবং লক্ষণ=Ethical standards and definitions

4 অধিবিদ্যা=Ontology

চতুর্থ অধ্যায়

প্লেটোর মনোবিজ্ঞান

(The Psychology of Plato)

প্লেটো ছিলেন অধ্যাত্মবাদী। প্লেটোর মতে আত্মা দেহ থেকে স্বতন্ত্র এবং মানুষের অতি মূল্যবান একটি সম্পদ। ফিড্রাস (Phaedrus) গ্রন্থের শেষে[1] সক্রেটিস অন্তরের বা আত্মার দিক থেকে সুন্দর হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন দেবতাদের কাছে। একমাত্র প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদেরই যাতে তিনি সম্পন্ন লোক বলে মনে করতে পারেন, সেজন্যও তিনি প্রার্থনা করেছেন। ল'স (Laws) গ্রন্থে[2] প্লেটো আত্মাকে বলেছেন, 'স্বয়ং-প্রবর্তিত গতি' (Self-initiating motion) বা 'গতির উৎস' (The source of motion)। প্লেটোর এই সমস্ত কথা থেকে মনে হয়, তিনি আত্মাকে দেহ থেকে উন্নত এবং দেহের নিয়ন্ত্রণকারী বলে মনে করতেন। টাইম্যায়িয়ুস (Timaeus) গ্রন্থে প্লেটো বলেছেন, একমাত্র যে জিনিষের বুদ্ধি (intelligence) আছে তা আত্মা। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ দৃশ্য ; কিন্তু, আত্মা অদৃশ্য।[3] ফিডো (Phaedo) তে প্লেটো বলেন, আত্মা দেহের গৌণসৃষ্টিমাত্র হ'তে পারে না। আত্মা দেহ এবং কামনা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।[4]

প্লেটো যদিও আত্মা ও দেহের স্বরূপগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন, তবু বিভিন্ন দেহের দ্বারা বা দেহের মাধ্যমে আত্মার প্রভাবান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করেন নি। 'রিপাবলিক' গ্রন্থে তিনি ব্যায়ামচর্চাকে যথার্থ শিক্ষার অঙ্গীভূত করেছেন এবং কোন কোন সঙ্গীতের প্রভাব আত্মার পক্ষে ক্ষতিকর বলে তা বর্জন করেছেন। টাইম্যায়িয়ুস (Timaeus) গ্রন্থে তিনি দুষ্ট দৈহিক শিক্ষায় এবং বদ অভ্যাসের ফলে যে আত্মিক অবনতি হয়, তা স্বীকার করেছেন।[5] ল'স (Laws) গ্রন্থে তিনি বংশের প্রভাবের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।[6] প্লেটোর মতে কেউই স্বেচ্ছায় খারাপ

1 Phaedrus 279
2 Laws 896
3 Timaeus 46
4 Phaedo 85
5 Timaeus 86
6 Laws 775

হয় না, দৈহিক কোন বদ অভ্যাস বা দুষ্ট বংশে খারাপ ভাবে মানুষ হওয়ার জন্যই মানুষ খারাপ হয়।[1] সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, প্লেটো আত্মাকে দেহ অপেক্ষা উন্নত মনে করেও আত্মা ও দেহের পারস্পরিক প্রভাবের কথা অস্বীকার করেন নি।

'রিপাবলিক' গ্রন্থে প্লেটো আত্মার ত্রিধাবিভাগের কথা স্বীকার করেছেন।[2] অনেকে বলেন, প্লেটো না-কি এই মত পিথাগোরিয়ান দার্শনিকদের (Pythagoreans) কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। টাইম্যায়িয়ুস (Timaeus) গ্রন্থে আত্মার ত্রিধা বিভাগ স্বীকৃত।[3] এতে মনে হয় প্লেটো কখনই এই মত পরিত্যাগ করেন নি। আত্মার ভাগ তিনটি বা অংশ তিনটি হ'ল—প্রজ্ঞাংশ (The rational part), বীর্য্যাংশ (the courageous or spirited part) এবং অন্নাংশ (the appetitive part)। যদিও এখানে 'অংশ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তবু আত্মা জড় বা আয়তন যুক্ত এমন কোন ইঙ্গিত এই মতে নেই। অনেকে এই অংশগুলোকে আত্মার বিভিন্ন ক্রিয়া (functions) বলে মনে করেছেন।

আত্মার প্রজ্ঞাংশ মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে দেয়। এই অংশই আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। এই অংশের জন্যই আত্মা দেব-স্বভাব এবং অবিনশ্বর। আত্মার বীর্য্যাংশ এবং অন্নাংশ নশ্বর। অন্নাংশ অপেক্ষা বীর্য্যাংশ শ্রেষ্ঠ। পশুদের মধ্যেও বীর্য্যাংশ বর্তমান। টাইম্যায়িয়ুস (Timaeus) গ্রন্থে প্লেটো মস্তিষ্ক, বক্ষ এবং মিডরিফ্ পেশীর নিম্নদেশ (below the midriff) কে যথাক্রমে প্রজ্ঞাংশ, বীর্য্যাংশ এবং অন্নাংশের অধিষ্ঠান বলে উল্লেখ করেছেন।[4] হৃৎপিণ্ডকে বীর্য্যাংশের অধিষ্ঠান মনে করার ঐতিহ্য হোমারের সময় থেকে প্রচলিত।

এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে—প্লেটো আত্মার ত্রিধা বিভাগ স্বীকার করেছেন কেন? বোধ হয় আত্মার অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিত্তিতেই তাঁর এই স্বীকৃতি। 'ফিড্রাস' (Phaedrus) গ্রন্থে প্লেটো আত্মার প্রজ্ঞাংশকে রথ-চালকের সঙ্গে এবং বীর্য্যাংশ ও অন্নাংশকে দুটি অশ্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[5] তিনি আরও বলেছেন, এদের মধ্যে একটি অশ্ব শান্ত (বীর্য্যাংশ, প্রজ্ঞাংশের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই) এবং অপরটি

1 Timaeus 86
2 Republic Book 4
3 Timaeus 69
4 Timaeus 69
5 Phaedrus 246

অশান্ত (অন্নাংশ, সমস্ত অশান্তির নিদান)। শান্ত[1] অশ্বটি নির্বিবাদে রথ-চালকের নির্দেশ মেনে চলে; কিন্তু, অশান্ত[2] অশ্বটি শাসন মানতে চায় না, তাকে আঘাত দিয়ে সংযত করতে হয়। প্লেটো আত্মার এই যে তিনটি অংশ স্বীকার করেছেন তারা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কি ভাবে আত্মার অভিন্নতা অক্ষুন্ন থাকতে পারে, এই বিষয়ে প্লেটো কিছু বলেন নি।

আত্মার প্রজ্ঞাংশের রথ চালকরূপে শাসনের অধিকার স্বীকার করে প্লেটো তাঁর নৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন। টাইম্যায়িয়ুস (Timaeus) গ্রন্থে তিনি বলেছেন, আত্মার প্রজ্ঞাংশ অবিনশ্বর এবং দেব-স্বভাব; বিশ্বাত্মা (The World-Soul) যে উপাদানে গঠিত সেই উপাদান থেকেই 'ডেমিয়ার্জ' (Demiurge) প্রজ্ঞাংশ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু, দেহ এবং আত্মার নশ্বর অংশ এভাবে গঠিত নয়।[3] প্রজ্ঞাংশ অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু আত্মার অন্য অংশ দেহের সঙ্গে যুক্ত।

এই দ্বৈতবোধ নব্য প্লেটোবাদে এবং সেণ্ট অগাসটিন্, ডেকার্তে প্রভৃতি দার্শনিকদের চিন্তায় পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। মানুষের প্রজ্ঞাংশ এবং অপ্রজ্ঞাংশের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে বটে, কিন্তু মানুষের আত্মা যে এক ও অবিভাজ্য তাও ত সত্য। প্লেটো আত্মার একত্ব ও অবিভাজ্যতার প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি।

প্লেটো আত্মার অবিনশ্বরতা স্বীকার করতেন। অবশ্য অবিনশ্বরতা আত্মার প্রজ্ঞাংশেই সীমাবদ্ধ। ধার্মিক পুরস্কৃত হ'বে এবং অধার্মিক তিরস্কৃত হ'বে, এটা আমাদের নৈতিক জীবনের দাবী। এই দাবী পুরণের জন্যই প্লেটো আত্মার অবিনশ্বরতা স্বীকার করেছেন বলে মন্তব্য করছেন কোপলষ্টোন।[4]

আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে প্লেটো নিম্নলিখিত প্রমাণগুলো পরিবেশন করেছেন।

(i) ফিডো (Phaedo) গ্রন্থে[5] সক্রেটিস বলেছেন, বিপরীত থেকে বিপরীত সৃষ্ট হয় (contraries are produced from contraries)। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেছেন, অধিকতর বলশালী থেকে অধিকতর দুর্বল, অথবা নিদ্রা থেকে জাগরণ, অথবা জাগরণ থেকে নিদ্রার উদ্ভব হয়। তারপর

1 শান্ত=Good
2 অশান্ত=Bad
3 Timaeus 41
4 Copleston : A History of Philosophy Vol. I, p. 212
5 Phaedo 70

তিনি বলেন, জীবন এবং মৃত্যু পরস্পরের বিপরীত; জীবন থেকেই মৃত্যু হয়। সুতরাং আমাদের মনে করা উচিত যে মৃত্যু থেকেও জীবন হ'বে।

এই প্রমাণটি 'নিত্য চক্রগতির' (Eternal cyclic process) অপ্রমাণিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তদুপরি 'বিপরীত থেকে বিপরীত সৃষ্ট হয়' এটিও এই প্রমাণের আর একটি অপ্রমাণিত ভিত্তি। সে জন্যই এ প্রমাণ সন্তোষজনক নয়। তদুপরি মৃত্যুর পর জীবন বলতে প্লেটো কি বোঝাতে চান তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। এই জীবনে পূর্ববর্তী ব্যক্তি-জীবনের স্মৃতি থাকে কি? এ প্রশ্নের কোন উত্তর এখানে নেই।

(2) ফিডো গ্রন্থে[1] আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, আদর্শ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান আছে। তারা যে বিভিন্ন বিষয়ের তুলনাত্মক মূল্য নির্ণয় করে তা এই জ্ঞানের জন্যই সম্ভব। কিন্তু, এই আদর্শ ত এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে নেই। সুতরাং মানুষ এই জীবনের পূর্ববর্তী কোন অবস্থায় (in a state of pre-existence) এই আদর্শের পরিচয় পেয়েছে, একথাই ভাবতে হয়। অনুরূপভাবে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নিশ্চিত এবং সঠিক জ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু, যে যুবকের গণিতের কোন জ্ঞান নেই তার কাছ থেকেও প্রশ্ন করে করে গাণিতিক সত্য উদ্ধার করা যায়। মেনো (Meno) গ্রন্থে[2] এপ্রসঙ্গ আলোচনা করে সক্রেটিস বলেছেন, এই জীবনের পূর্ববর্তী কোন অবস্থায় যুবকটির যদি গণিতের জ্ঞান না থাকতো তবে তার কাছ থেকে গাণিতিক সত্য উদ্ধার করা কখনই সম্ভব হ'তনা।

যে যুবকের গণিত সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই তার কাছে থেকে গাণিতিক সত্য উদ্ধার করা কি আদৌ সম্ভব? সক্রেটিস এ বিষয়ে যা-ই বলুন না কেন, আমাদের অভিজ্ঞতা তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেনা। তাছাড়া একথা সত্য বলে ধরে নিলেই তাতে ব্যক্তির পূর্বাস্তিত্ব প্রমাণিত হয়না। কাণ্ট প্রাক্ অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান (apriori knowledge)-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা-ও-ত গ্রহণ করা যেতে পারে। আর তর্কের খাতিরে যদি প্রমাণটি যুক্তিযুক্ত বলেও মনে করা হয় তবে এই প্রমাণের সাহায্যে আত্মার পর্বাস্তিত্ব (pre-existence) সিদ্ধ হ'লেও উত্তরাস্তিত্ব (survival) সিদ্ধ হ'বেনা। সেজন্যই সক্রেটিস বলেছেন, অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ একসঙ্গে গ্রহণ করতে হ'বে।

1 Phaedo 72
2 Meno 84

(3) ফিডো (Phaedo) গ্রন্থে অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে যে তৃতীয় প্রমাণ দেওয়া হ'য়েছে তার ভিত্তি আত্মার অবিমিশ্রতা এবং আধ্যাত্মিকতা।[1] এই পৃথিবীতে যা কিছু নশ্বর তা সবই মিশ্র (compounded) এবং জড় (material)। কিন্তু, আত্মা অবিমিশ্র এবং অজড় বা আধ্যাত্মিক। সুতরাং আত্মা অবিনশ্বর।

যদি কেউ আত্মাকে আধ্যাত্মিক এবং অবিমিশ্র বলে স্বীকার না করেন তবে তাঁর কাছে এই যুক্তির কোন মূল্য নেই।

(4) ফিডো (Phaedo) গ্রন্থে সেবেস (Cebes)-এর একটি অভিযোগের উত্তরে সক্রেটিস অনিশ্বরতা সম্বন্ধে চতুর্থ প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।[2] সেবেস প্রশ্ন করেছেন—আত্মা বার বার বিভিন্ন দেহ গ্রহণ করতে করতে ক্রমশঃ জীর্ণ হ'য়ে যাবে না-কি এবং তাতে তা নশ্বর হ'বে না-কি? সক্রেটিস এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, জাতি বা আকার (Form)-এর অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হ'বে। একটি আকার তার বিপরীত আকারে প্রবেশ করতে পারেনা অথবা একটি বিষয় যা একটি আকারে অংশ গ্রহণ করে তা আবার তার বিপরীত আকারে অংশ নিতে পারেনা। আত্মা জীবনের আকারে অংশ গ্রহণ করে, সুতরাং তা জীবনের বিপরীত আকার মৃত্যুতে অংশ নিতে পারেনা।

এই প্রমাণ প্লেটোর জাতিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যে জাতিবাদ মানেনা তার কাছে এই প্রমাণের মূল্য বিশেষ কিছু নেই।

(5) 'রিপাবলিক' (Republic) গ্রন্থে[3] সক্রেটিস ধরে নিয়েছেন যে কোন বস্তুই অন্তর্নিহিত কোন ত্রুটি ছাড়া ধ্বংস হ'তে পারেনা। তারপর তিনি বলছেন, অধর্ম, ভীরুতা, অজ্ঞতা প্রভৃতি আত্মার ত্রুটি; কিন্তু এরা আত্মাকে ধ্বংস করতে পারেনা। কারণ, পাপী লোকেরা পুণ্যবান লোকেদের মতই বা তাদের চেয়ে বেশীও বাঁচে। যদি আত্মার অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্য আত্মার নাশ না হয় তবে বাহ্য ত্রুটির জন্য তার নাশ হ'বে, এমন মনে করা অযৌক্তিক।

সক্রেটিস যে কথা ধরে নিয়েছেন তার সত্যতা অনেকেই অস্বীকার করতে পারেন। বাইরের আঘাত কি কোন বস্তুর ধ্বংস সাধন করতে পারেনা? আসলে আত্মা আধ্যাত্মিক, একথা ধরে নিলেই এই প্রমাণ অর্থযুক্ত হয়। কিন্তু, কেউ যদি একথা না মানে তবে তার কাছে এই প্রমাণ মূল্যহীন।

1 Phaedo 78
2 Phaedo 86, 103
3 Republic 608

(6) ফিড্রাস (Phaedrus) গ্রন্থে[1] প্লেটো বলেছেন, আত্মা নিজস্ব গতি সম্পন্ন, গতির উৎস এবং আরম্ভ; যা আরম্ভ তা নিশ্চয়ই অস্পষ্ট হবে, অস্পষ্ট না হ'লে কোন কিছুকে আরম্ভ বলা যায়না। যা অস্পষ্ট তা আবার অধ্বংসশীল। যে আত্মা সমস্ত গতির উৎস তা-ই যদি ধ্বংস হয়ে যেত তবে সমস্ত বিশ্ব ধ্বংস হ'য়ে গতিহীন অবস্থায় পেঁছাতো।

তর্কের খাতিরে এপ্রমাণ মেনে নিলেও এতে ব্যক্তি-আত্মার অমরতা প্রমাণিত হয় কি-না, তা সন্দেহের বিষয়। যে আত্মা অবিনশ্বর তা আমারই আত্মা, এই বোধ যদি না থাকে তবে আত্মার অমরতায় আমার লাভ কি? আমি মরে গিয়ে চীন দেশের রাজা হ'য়েছি, এ জ্ঞান যদি আমার না থাকে তবে মৃত্যুর পর চীনদেশের রাজা হ'য়েও আমার কিছু লাভ নেই। এমন কথা বলেছিলেন অনেক পরবর্তীকালে দার্শনিক লাইবনিজ। ফিডো, জর্জিয়াস, রিপাবলিক প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করলে আমাদের মনে হয় প্লেটোও ব্যক্তি আত্মার অমরতায় (Personal Immortality) বিশ্বাসী ছিলেন, তিনিও এমন কথায় সম্মতি দেবেন। কিন্তু, তিনি আত্মার অবিনশ্বরতার যে সমস্ত প্রমাণ দিয়েছেন তাতে একথা প্রমাণিত হ'য়েছে, এমন বলা যায়না। প্লেটো জন্মান্তরবাদে (transmigration of soul) বিশ্বাসী ছিলেন। এই জগতের কর্মানুসারে জীবের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, একথাও তিনি বলেছেন। তবে প্রাজ্ঞ দার্শনিক জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হ'তে পারেন, এমন ধারণাও তাঁর ছিল। বিভিন্ন ডায়ালগে তিনি যে কাহিনী (myth) সন্নিবেশিত করেছেন তা থেকেই এসব কথা জানা যায়। অনেকে বলেন, প্লেটো এই জাতীয় চিন্তায় প্রাচ্যদেশীয় দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়েছিলেন।

একথা ঠিক যে, প্লেটো মনোবিজ্ঞানে এমন অনেক সমস্যার আলোচনা করেছেন যার সুনির্দিষ্ট সমাধান তিনি করতে পারেননি। তা না পারলেও আত্মার ত্রিধা বিভাগ, আত্মা ও দেহের দ্বৈতবোধ, আত্মার অবিনশ্বরতা প্রভৃতি প্লেটো যা স্বীকার করেছেন তা পরবর্তীকালের দার্শনিকদের যে গভীর চিন্তার বিষয় হ'য়ে উঠেছিল, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। থিয়েটিটাস গ্রন্থে[2] প্লেটো স্মরণ ও বিস্মরণ-প্রক্রিয়ার যে বিশ্লেষণ করেছেন বা ফাইলিবাস (Philebus) গ্রন্থে[3] স্মৃতি ও স্মরণের[4] যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছেন তা তাঁর গভীর ও সূক্ষ্ম মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিচায়ক।

1 Phaedrus 245
2 Theaetetus 191
3 Philebus 33, 34
4 Memory and recollection

পঞ্চম অধ্যায়

প্লেটোর নীতিশাস্ত্র

(Plato's Ethics)

পরম পুরুষার্থ (The Summum Bonum)

প্লেটোর নীতিশাস্ত্রে আনন্দকেই পরম পুরুষার্থ বলা হয়েছে। একজন মানুষ যখন তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হ'ন, অর্থাৎ, যখন একজন মানুষ পরিপূর্ণতা (perfection) লাভ করেন, তখনই তিনি পরম কল্যাণ (The highest good) প্রাপ্ত হ'ন। পরম কল্যাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি আনন্দ লাভ করেন। আনন্দকে Eudaemone বলা হয়। সেইজন্য প্লেটোর এই মতবাদ আনন্দবাদ বা Eudaemonism নামে খ্যাত।

প্লেটো বলেন, মধু এবং জলের সুষম মিশ্রণে যেমন একটি সুমিষ্ট পানীয় তৈরী হ'তে পারে, তেমনি সুখানুভূতি এবং প্রাজ্ঞতার সংমিশ্রণে মানুষের কল্যাণময় জীবন (The good life of man) গড়ে উঠতে পারে। প্লেটোর মতে কল্যাণময় জীবন অবশ্যই হ'বে প্রাজ্ঞ জীবন। প্রাজ্ঞ জীবন বলতে তিনি নিত্য আকার বা জাতির (Eternal forms) জ্ঞানযুক্ত জীবন বুঝেছেন। অবশ্য প্লেটো একথাও বলেছেন যে, কল্যাণময় জীবনযাপন করতে হ'লে জড় জগতের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করতে হ'বে, এমন কোন কথা নেই। তবে যিনি কল্যাণময় জীবনযাপন করতে চান তাকে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হ'বে যে, এই জড়জগৎই একমাত্র বা সর্বশ্রেষ্ঠ জগৎ নয়, এ জগৎ আদর্শ জগতের সামান্য নকল মাত্র। সুখানুভূতি প্রসঙ্গে প্লেটো বলেন, যে সুখ পূর্ববর্তী দুঃখের সঙ্গে জড়িত নয়, অর্থাৎ বুদ্ধিজাত সুখ (Intellectual pleasure) এবং কামনা-পরিতুষ্টি-জনিত সুখ যদি নির্দোষ এবং সুমিত হয় তবে সেই সুখই হ'বে কল্যাণময় জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

প্লেটো 'রিপাবলিক' গ্রন্থে ঈশ্বরকে আকার বা জাতির স্রষ্টা বলেছেন, আবার টাইম্যায়িয়ুস (Timaeus) গ্রন্থটি যদি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যায় তবে সেখানে প্লেটোর মত এই যে, আকার বা জাতি ঈশ্বরের মননের বিষয়। সুতরাং প্লেটোর মতে আকার বা জাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ গভীর ও নিবিড়। মানুষের কল্যাণময় বা আনন্দময় জীবন জাতি বা আকারের

জ্ঞান সূচনা করে বলে এবং জাতি ও আকার ঈশ্বরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত বলে প্লেটো বলেন, মানুষের আনন্দময় জীবনের পক্ষে ঈশ্বরের জ্ঞান অপরিহার্য্য। তিনি আরও বলেন, যে মানুষ জগৎ ঈশ্বরের বিধানে চলে, একথা মানেনা সে কখনই সুখী হ'তে পারেনা। তাঁর মতে মানবিক আনন্দের আদর্শ ভূমানন্দ[1]। পুণ্যানুশীলন করেই আনন্দ লাভ করা যায়।[2] মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা ঈশ্বরের মত হয়েই প্রজ্ঞার মাধ্যমে পুণ্যবান এবং আনন্দময় হওয়া সম্ভব[3]। ল'স (Laws) গ্রন্থে প্লেটো বলেছেন, যে কোন মানুষ যতটা সমস্ত বিষয়ের পরিমাপক হওয়ার আশা করতে পারে তার চেয়ে অনেক উন্নততর অর্থে ঈশ্বর সমস্ত বিষয়ের পরিমাপক। যিনি যত ঈশ্বরের মত হবেন তিনি তত ঈশ্বরের প্রিয় হবেন। সংযত ব্যক্তি ঈশ্বরের মত বলে ঈশ্বরের বন্ধু। তিনি আরও বলেন, ঈশ্বরের কাছে কিছু উৎসর্গ করা বা তাঁর কাছে প্রার্থনা করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু নেই এবং আনন্দলাভেরও এর চেয়ে অব্যর্থ কোন উপায় নেই[4]। পুণ্যানুশীলন বা পুণ্যময়জীবন যাপন আনন্দলাভের উপায় হ'লেও পুণ্য আনন্দের অঙ্গ বিশেষ, বাইরের কোন জিনিষ নয়। মানুষের কল্যাণ মুখ্যতঃ আত্মার একটি বিশেষ অবস্থা। যথার্থ পুণ্যবান ব্যক্তি যথার্থতঃই সৎ ব্যক্তি এবং যথার্থতঃই আনন্দিত ব্যক্তি।

পুণ্য (Virtue)

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে, সক্রেটিসের মতই প্লেটো পুণ্য এবং জ্ঞানের একীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রোটোগোরাস (Protagoras) গ্রন্থে[5] সক্রেটিসের জবানীতে প্লেটো বলেছেন, সংযত বা মিতাচারী মানুষ যা যথার্থ কল্যাণকর তা-ই অনুসরণ করে। যে ব্যক্তি যা যথার্থ কল্যাণকর তা-ই অনুসরণ করে, সে জ্ঞানী। সুতরাং সংযততা বা মিতাচার এবং প্রজ্ঞা পরস্পর সম্পর্কশূন্য নয়। সাহসিকতাও প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত।

প্লেটো বিষয়ের বিভিন্নতা এবং আত্মায় অবস্থানের তারতম্যানুসারে পুণ্যের বিভিন্নতা স্বীকার করেছেন। তিনি আবার এদের ঐক্যও স্বীকার

1 Divine happiness is the pattern of man's happiness—Theaetetus 176.
2 Happiness must be attained by the pursuit of virtue.
3 Theaetetus 176
4 Law 715—717
5 Protagoras 330

করেন। কারণ, এরা সকলেই প্রজ্ঞার বিভিন্ন প্রকাশ। মেনো গ্রন্থে প্লেটো বলেছেন, পুণ্য যদি জ্ঞান হয় তবে তা শিক্ষা দেওয়া যায় এবং রিপাবলিক গ্রন্থে তিনি বলেছেন, একমাত্র দার্শনিকই মানুষের কল্যাণের যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং দার্শনিকই কল্যাণ বা পুণ্য শিক্ষাদানের উপযুক্ততম ব্যক্তি। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, প্লেটোর মতে যথার্থ জ্ঞানের বিষয় নিত্য। পুণ্য বা কল্যাণ যথার্থ জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত বলে তাও নিত্য।

পুণ্য জ্ঞান, পুণ্য শিক্ষা দেওয়া যায় এবং মানুষ স্বেচ্ছায় ও জ্ঞানতঃ অন্যায় করেনা, প্লেটো এসব কথা বিশ্বাস করতেন। মানুষ স্বেচ্ছায়ও জ্ঞানতঃ অন্যায় করেনা, একথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্লেটো বলেন, কেউ স্বেচ্ছায় এমন কাজ নির্বাচন করেনা যা সে সর্বাংশে নিজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে জানে।[1]

'রিপাবলিক' গ্রন্থে[2] প্লেটো চারটি মুখ্য পুণ্য (Cardinal virtues) নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রজ্ঞা (Wisdom), সাহস (Courage), মিতাচার (Temperance) এবং ন্যায়পরায়ণতা (Justice) প্লেটোর মতে মুখ্য পুণ্য। প্রজ্ঞা আত্মার প্রজ্ঞাংশের সঙ্গে যুক্ত পুণ্য, সাহস বীর্য্যাংশের (Spirited part) সঙ্গে যুক্ত, মিতাচার প্রজ্ঞার নিয়ন্ত্রণাধীনে বীর্য্যাংশ এবং অন্নাংশের (Appetitive part) সম্মিলনের ফল। আত্মার বিভিন্ন অংশ তাদের যথাযথ কাজ যদি পরিপূর্ণ ঐক্যের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন করে তবে যে পুণ্য হয় তার নাম ন্যায়পরায়ণতা।[3]

জর্জিয়াস (Gorgias) গ্রন্থে প্লেটো নীতির ক্ষেত্রে 'অতিমানব' (Superman) বলে কিছু মানতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, অন্যায় করে কেউই রেহাই পেতে পারেনা। মৃত্যুর পরে হ'লেও অন্যায়ের শাস্তি পেতেই হবে[4]। 'বন্ধুদের ভাল করবে এবং শত্রুদের ক্ষতি করবে' এ নীতিও প্লেটো অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ক্ষতি করা সব সময়েই অন্যায়।

---

1 No one deliberately chooses to do what he knows to be in all respects harmful to himself.

2 Republic Book 4

3 Justice is a general virtue consisting in this, that every part of the soul performs its proper task in due harmony.

4 Gorgias 523

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্লেটোর রাষ্ট্রতত্ত্ব

(Plato's theory of the State)

প্লেটোর রাষ্ট্রতত্ত্ব তাঁর নীতি-সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে যুক্ত। প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটল উভয়েই মনে করতেন যে, রাষ্ট্রীয় জীবন মানুষের স্বাভাবিক জীবন এবং মানুষ স্বরূপতঃ সামাজিক জীব। যে মানুষ রাষ্ট্রে বা সমাজে বাস করেনা তার পক্ষে যথার্থ কল্যাণ লাভ করা অসম্ভব। সুতরাং মানুষের কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করতে হ'লে রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক।

ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের নৈতিকতা (Morality) ভিন্ন, একথা প্লেটো স্বীকার করেননি। ব্যক্তি নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত এবং ব্যক্তি যাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে তার জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। 'রিপাবলিক' গ্রন্থে প্লেটো বলেছেন, আমরা প্রথমতঃ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা (Justice) বলতে কি বোঝায় এবং পরে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা কথার অর্থ কি, তা আলোচনা করবো। রাষ্ট্রের ন্যায়পরায়ণতা ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা অপেক্ষা বৃহত্তর এবং অধিকতর সহজে বোধগম্য। এই সমস্ত কথার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার নীতি অভিন্ন। ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা এবং রাষ্ট্রের ন্যায়পরায়ণতা উভয়ই আদর্শ ন্যায়-পরায়ণতা (Ideal Justice) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং ন্যায়পরায়ণতার নিত্য নীতি (The eternal code of Justice) উভয়ই মানতে বাধ্য।

প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে 'রিপাবলিক' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনা করে আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা রাজনীতিজ্ঞদের মনে সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বাস্তবে রাষ্ট্রের অবস্থা দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আধুনিক সমস্ত রাষ্ট্রই খারাপ এবং তাদের শাসনব্যবস্থা খুবই ত্রুটিপূর্ণ। এদের কাছে আশা করার কিছু নেই। একমাত্র দার্শনিকেরাই, অর্থাৎ, যথার্থ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাই ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের যথার্থ কল্যাণ কি, তা জানতে পারেন। তাঁরাই আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং আদর্শ শাসন ব্যবস্থার রীতি জানেন।

তাঁদের হাতে যদি রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তবেই আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে।

আমরা প্লেটোর রাষ্ট্রতত্ত্ব 'রিপাবলিক' গ্রন্থে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা প্রথমতঃ আলোচনা করবো, পরে এই রাষ্ট্রতত্ত্ব 'স্টেটসম্যান' (Statesman) এবং ল'স (Laws) গ্রন্থে যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে তা উপস্থাপিত করব।

দি রিপাবলিক

মানুষের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিশেষতঃ জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য তাদের একজনকে আর একজনের উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং তারা বন্ধুদের এবং সাহায্যকারীদের একই বাসস্থানে এনে জড়ো করে এবং একত্র হ'য়ে বাস করার স্থানের নাম দেয় নগর[1]। নগরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য জীবনের প্রয়োজন মেটানো, অর্থাৎ নগরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক। এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সাধনের জন্য কর্মবিভাগ-নীতি[2] অনুসৃত হয়। মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রতিভা বিভিন্ন বলে তারা বিভিন্নভাবে সমাজের সেবা করার উপযুক্ত। তদুপরি একজন মানুষ যদি তার স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রতিভা অনুযায়ী কাজ করে তবে তার কাজ গুণ ও পরিমাণ দুই দিক থেকেই উৎকৃষ্ট হ'বে। লাঙ্গল প্রভৃতি কৃষকের যে সমস্ত যন্ত্রপাতি দরকার তা কৃষক উৎপাদন করবেনা। এই সমস্ত জিনিষ তৈরী করবে অন্যেরা যাদের এসব বিষয়ে দক্ষতা আছে। এমনিভাবে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিক থেকে নগরে কৃষক, তাঁতি, মুচি, মিস্ত্রী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি কত শ্রেণীর লোক দরকার। তারপর যখন নগর হ'য়ে ওঠে সমৃদ্ধ তখন প্রয়োজন হয় সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, শিক্ষক, নার্স, নাপিত, পাচক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের। নাগরিক জীবনে যখন বিলাসিতা দেখা দেয় এবং নগরের লোকসংখ্যা যায় বেড়ে তখন নগরের প্রয়োজনের তুলনায় নগরের এলাকা অপর্য্যাপ্ত বলে মনে হয় এবং তখন প্রতিবেশীদের এলাকা নগরের অধীনস্থ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইভাবেই যুদ্ধ বাধে।

কিন্তু, যুদ্ধ যদি করতে হয় তবে কর্মবিভাগের নিয়মানুসারে যুদ্ধ

1 Republic 369 (প্লেটোর আমলে নগরকেই রাষ্ট্র বলা হ'ত এবং রাষ্ট্রের নামই ছিল নগর-রাষ্ট্র বা City State)

2 The principle of the division of labour.

করার জন্য রাষ্ট্রের এক বিশেষ অভিভাবকশ্রেণী[1] দরকার। এই অভিভাবকেরা নিশ্চয়ই বীর্যবান হ'বেন, তাঁদের আত্মার বীর্য্যাংশ নিশ্চয়ই হ'বে প্রবল। তবে তাঁদের দার্শনিকদৃষ্টিসম্পন্নও হ'তে হ'বে, নইলে তাঁরা প্রকৃত শত্রু কে তা নির্ণয় করতে পারবেননা। অভিভাবকত্ব যথার্থভাবে পরিচালনা করতে হ'লে যদি দার্শনিক প্রজ্ঞা দরকার হয় তবে অভিভাবকদের নিশ্চয়ই কোন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হ'বে। এই শিক্ষাপদ্ধতি শুরু হ'বে সঙ্গীত দিয়ে এবং তাতে কাহিনীর (narrative)-ও স্থান থাকবে। কিন্তু প্লেটো বলেছেন, শৈশবের মত অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয় অবস্থায় শিশুকে এমন কোন কাহিনী শোনান উচিত হ'বেনা যার বিপরীত কথা তারা বড় হ'য়ে শিখবে।[2] হেসিয়ড এবং হোমার (Hesiod and Homer) রচিত কাহিনীতে দেবতাদের অনৈতিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত বলে দেখান হ'য়েছে। এসমস্ত কাহিনী শিশুদের শোনান চলবেনা। অনুরূপভাবে দেবতারাই প্রতিজ্ঞা এবং চুক্তিভঙ্গের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন, এমন সব কাহিনী একেবারেই অসহ্য। ঈশ্বর কল্যাণ এবং অকল্যাণ উভয়েরই স্রষ্টা বলে না দেখিয়ে তিনি শুধু কল্যাণের স্রষ্টা এমন-ভাবে তাঁর সম্বন্ধে কাহিনী রচনা করতে হ'বে।[3]

অর্থনৈতিক প্রয়োজনে রাষ্ট্রের উদ্ভবের কথা বলেই প্লেটো শিক্ষা-সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। প্লেটোর মতে মানুষ শুধু অর্থনৈতিক জীব নয়। অর্থনৈতিক জীবনের চাহিদা মেটানোই রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য হ'তে পারেনা। ন্যায়পরায়ণতার নীতি অনুসারে নাগরিকেরা যাতে কল্যাণময় জীবনযাপন করে আনন্দিত হ'তে পারে তা দেখাই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইজন্যই নাগরিকদের শিক্ষা দরকার। কিন্তু এই শিক্ষা যেমন তেমন হ'লে চলবেনা, সত্য এবং কল্যাণবিষয়ক হওয়া চাই। যাঁরা রাষ্ট্রীয় জীবনের নিয়ন্তা, শিক্ষাদর্শের প্রবক্তা এবং বিভিন্ন নাগরিকদের কর্তব্য-নির্ধারণ-কর্তা তাঁরা নিশ্চয়ই দার্শনিক হ'বেন, অর্থাৎ, তাঁদের সত্য এবং কল্যাণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সত্যের উপর এতটা গুরুত্ব দেবার জন্যই প্লেটো মহাকবি এবং নাট্যকারদের (Epic poets and dramatists) আদর্শ রাষ্ট্র থেকে নির্বাসন দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। তৎকালীন মহাকবি এবং নাট্যকারেরা দেবতাদের অনৈতিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত বলে দেখিয়েছিলেন। সেজন্যই অত্যন্ত নীতিবিদ প্লেটো তাঁদের ক্ষমা করতে পারেননি। তদুপরি প্লেটোর ধারণা ছিল,

1 A special class of guardians of the State.

2 Republic 377

3 তদ্রূপ 380

জাগতিক বস্তু এবং ব্যক্তি জাতির নকলমাত্র, জাতিই একমাত্র সত্য। কবি এবং নাট্যকারেরা এই জাগতিক বস্তু বা ব্যক্তির আবার নকল সৃষ্টি করেন। সুতরাং তাঁদের সৃষ্টি আসল বা সত্য থেকে বহুদূরে অবস্থিত। এই সৃষ্টিকে বলা যায় নকলের নকল (copy of the copy)। সত্যসন্ধ প্লেটোর কাছে এই নকলের কারবারীরা মানুষের সত্য এবং কল্যাণলাভের পথে অন্তরায়-স্বরূপ বলে মনে হ'য়েছে। সেজন্যই আদর্শ রাষ্ট্রে তিনি তাঁদের স্থান দিতে রাজী হ'ননি।

প্লেটোর মতে সঙ্গীত ছাড়া ব্যায়াম রাষ্ট্রের তরুণ নাগরিকদের শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। যাঁরা রাষ্ট্রের অভিভাবক হবেন এবং যোদ্ধা হবেন তাঁদের পক্ষে শরীরচর্চা বা ব্যায়াম অলস ক্রিয়াবিদ (sluggish athletes) তৈরী করার জন্য হ'বেনা, বরং যোদ্ধা ক্রিয়াবিদ (Warrior athletes) তৈরী করার জন্য হ'বে। প্লেটোর মতে অলস ক্রিয়াবিদেরা কিছু শরীরচর্চা করার পর বাকী সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়; কিন্তু, যোদ্ধা ক্রিয়াবিদেরা প্রহরী কুকুরের মত অত্যন্ত সজাগভাবে সব কিছু দেখে এবং শোনে।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের দুটি শ্রেণীর নাগরিকের পরিচয় পেয়েছি—(1) নিম্নশ্রেণীর কারিকর (The inferior class of artisans) এবং (2) উচ্চশ্রেণীর অভিভাবক (The superior class of guardians)। এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—রাষ্ট্রের পরিচালক বা শাসক হ'বেন কারা? প্লেটো বলেছেন, অভিভাবক শ্রেণীর মধ্য থেকে খুব সতর্কতার সঙ্গে শাসকদের বেছে নিতে হ'বে। শাসকেরা তরুণ হ'বেন না, তাঁরা হ'বেন তাঁদের শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁরা হবেন বুদ্ধিমান এবং ক্ষমতাবান। তাঁরা রাষ্ট্রকে ভালবাসবেন, রাষ্ট্রের স্বার্থ সবচেয়ে বড় করে দেখবেন এবং নিজেদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা চিন্তা না করে সর্বদা রাষ্ট্রের যথার্থ স্বার্থ রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন।[1] যাঁরা শৈশব থেকে শুধু রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা চিন্তা করেছেন এবং এর অন্যথা কখনই করেননি তাঁদেরই শাসকরূপে নির্বাচন করতে হ'বে। এঁরাই হ'লেন পরিপূর্ণ অভিভাবক এবং এঁরাই যথার্থতঃ 'অভিভাবক' (Guardian) নামের উপযুক্ত। বাকী যাঁরা এতদিন অভিভাবক নামে পরিচিত ছিলেন তাঁরা হবেন সাহায্যকারী (auxiliaries)। এঁদের কাজ হ'ল শাসকদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করা।[2]

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, আদর্শ রাষ্ট্রে তিনটি শ্রেণী

1 Republic 412-413
2 Republic 414

থাকবে—(1) সর্বনিম্নে থাকবে কারিকর শ্রেণী (2) সাহায্যকারী বা যোদ্ধা শ্রেণী থাকবে তাদের ওপরে এবং সর্বোপরি থাকবে (3) অভিভাবক বা অভিভাবকেরা। সাহায্যকারী বা যোদ্ধারা কারিকর শ্রেণী অপেক্ষা উচ্চতর এবং অধিকতর বলশালী হ'লেও তারা অত্যাচারী হবেনা। বরং তারা হ'বে নিম্নশ্রেণীর বন্ধু। সুতরাং তাদের শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন আছে। প্লেটো বলেছেন, তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকবেনা। তারা সাধারণ পাকশালায় ভোজন করবে, সৈন্যেরা যেমন শিবিরে বাস করে তেমনি তারা একসঙ্গে বাস করবে। তারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য স্পর্শও করবেনা। এতে তাদেরও মুক্তি, রাষ্ট্রেরও মুক্তি।[1] যদি একবার তারা সম্পত্তি আহরণ করতে আরম্ভ করে, তবে শীঘ্রই তারা স্বৈরাচারী (tyrants) হ'য়ে উঠবে।

রাষ্ট্রের তিনশ্রেণীর নাগরিকদের কথা বলার পর প্লেটো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার প্রকৃতি (The nature of Justice) নির্ধারণ করতে অগ্রসর হ'ন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের প্রজ্ঞা (Wisdom) শাসক বা অভিভাবক শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান, রাষ্ট্রের বীর্য্য বর্তমান সাহায্যকারী বা যোদ্ধা শ্রেণীর মধ্যে। শাসিত শ্রেণী যদি স্বেচ্ছায় শাসক শ্রেণীর অধীনতা মেনে নেয় তবে দেখা দেয় রাষ্ট্রীয় মিতাচার (The temperance of the State)। আর যখন একজন আর একজনের কাজে হস্তক্ষেপ না করে যার যা কাজ তা মনোযোগ দিয়ে করে যায় তখনই পাওয়া যায় রাষ্ট্রের ন্যায়পরায়ণতা (The Justice of the State)। একজন ব্যক্তির আত্মার বিভিন্ন অংশ যখন সুসমঞ্জসভাবে এবং নিম্নাংশ উচ্চাংশের নিয়ন্ত্রণ মেনে কাজ করে তখন যেমন ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হয়, তেমনি যখন রাষ্ট্রের সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা যথাযথভাবে তাদের যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন করে তখন রাষ্ট্র হয় ন্যায়-পরায়ণ। যখন একশ্রেণীর লোকের কাজে অন্য শ্রেণীর লোকেরা অযথা হস্তক্ষেপ করে তখনই দেখা দেয় রাজনৈতিক অন্যায় (Political Injustice)।[2]

'রিপাবলিক' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে[3] প্লেটো বনিতা এবং সন্তানদের সামাজিক মালিকানা বিষয়ক প্রখ্যাত প্রস্তাব[4] নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্লেটো বলেছেন, মেয়েদেরও পুরুষদের মতই শিক্ষিত করে তুলতে হ'বে। আদর্শ রাষ্ট্রে তাঁরা শুধু

1 Republic 417
2 Republic 433
3 In the fifth Book of the Republic.
4 The famous proposal as to community of wives and children.

গৃহবন্দী হয়ে সন্তান পালন করবেননা। সঙ্গীতে এবং ব্যায়ামে শিক্ষিত হওয়ার অধিকার তাঁদেরও পুরুষদের মতই। তাঁরাও পুরুষদের মতই যোদ্ধাদের নিয়মানুবর্তিতা শিখবেন। প্রজনন-ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ভূমিকায় পার্থক্য বর্তমান। একথাও ঠিক যে, পুরুষের চেয়ে মেয়েরা দুর্বল। কিন্তু, প্লেটো এসব কথা স্বীকার করেও বলেন, নারীর প্রকৃতি যেমন তাতে যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে পরুষেরা যে সমস্ত কাজ করে সে সমস্ত কাজই নারীরা করতে পারে। প্লেটোর মতে প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীদের রাষ্ট্র পরিচালনার কাজেও নিযুক্ত করা যেতে পারে। প্লেটো বলেন, রাষ্ট্রের উচ্চ শ্রেণীর নর-নারীদের বিবাহ-সম্পর্ক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা উচিত। অভিভাবক এবং সাহায্যকারী শ্রেণীর নরনারীর বিবাহ সুদক্ষ ভাবে রাষ্ট্রীয় কর্ম সম্পাদনের এবং সুসন্তান লাভের জন্য অবশ্যই রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। এই শ্রেণীর নরনারীর সন্তানেরা রাষ্ট-পরিচালনাধীন ধাতৃগৃহে (State nursery) লালিত পালিত হ'বে, এই ছিল প্লেটোর ইচ্ছা। এইক্ষেত্রে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, প্লেটো অনিয়ন্ত্রিত যৌন-কামনা-চরিতার্থ (Promiscuous free love) করার কথা কোথায়ও বলেননি। বনিতাদের সামাজিক মালিকানা (Community of wives) বলতে প্লেটো যা বোঝাতে চেয়েছেন তার এমন কদর্থ করা অসঙ্গত। কারিকর শ্রেণীর লোকেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে প্লেটো কখনই আপত্তি করেননি। উচ্চস্তরের দুই শ্রেণীর লোকেদেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক জীবন রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন প্লেটো। এই শ্রেণীর লোকেদের বিবাহ ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়ন্ত্রণ করবেন। তিনি ঠিক করে দেবেন কোন পুরুষ কোন নারীকে বিবাহ করবেন, তাঁর নির্দেশেই গর্ভাধানকাল স্থির করা হবে। এই নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে নরনারীর মিলন এবং গর্ভাধান দুইই অবৈধ। বৈধভাবে উচ্চশ্রেণীর নরনারীর মিলনের ফলে জন্মগ্রহণ করলেও যে সমস্ত সন্তানেরা উচ্চশ্রেণীর উপযুক্ত হয়না তাদের কারিকর শ্রেণীর অন্তর্গত করা হ'বে।

প্রশ্ন করা হয়েছে, এমন আদর্শ রাষ্ট্র কি বাস্তবে সম্ভব? তার উত্তরে সক্রেটিসের জবানীতে প্লেটো বলেছেন, আদর্শ নিখুঁত ভাবে বাস্তবায়িত হবে, এটা আশা করা যায়না। তিনি প্রস্তাব করেছেন, দার্শনিকদের যদি রাষ্ট্রের কর্ণধার নিযুক্ত করা হয় তবে এই আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবে রূপ পেতে পারে। শাসক জ্ঞানের সাহায্যে শাসন পরিচালনা করবেন এবং এই জ্ঞান হবে সত্যের যথার্থ জ্ঞান। একমাত্র দার্শনিকই সত্যের যথার্থ

জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং দার্শনিকই শাসক হওয়ার উপযুক্ততম ব্যক্তি। অনেক সময় অজ্ঞ ব্যক্তিরাও বিস্ময়জনকভাবে জাহাজ পরিচালনা করতে পারে, হয়ত গন্তব্যস্থানে এসেও নির্বিঘ্নে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু, তাদের ওপর নির্ভর করা যায়না। কারণ, অজ্ঞ লোকেরা জাহাজের যন্ত্রপাতির ক্রিয়াকলাপ কিছুই জানেনা। যদি একবার যন্ত্র বিকল হয় তবে জাহাজ আর চলবেনা। আর বিজ্ঞ লোকেরা জাহাজ চালনা করলে সে ভয় নেই। প্লেটো রাষ্ট্রকে জাহাজের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, অজ্ঞ লোকেরা জাহাজের মত রাষ্ট্র পরিচালনা করলে কখনও কখনও হয়ত রাষ্ট্র ভালভাবেই চলতে পারে। কিন্তু তা বেশীদিন স্থায়ী হয়না। স্থায়ীভাবে জনকল্যাণের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হ'লে বিজ্ঞলোক প্রয়োজন এবং দার্শনিকেরাই এই বিজ্ঞলোক।[1]

যাঁরা ভবিষ্যতে শাসক হওয়ার জন্য নির্বাচিত হবেন তাঁরা যে শুধু সঙ্গীত এবং ব্যায়াম শিক্ষা করবেন, তা নয়, তাঁরা গণিত এবং জ্যোতি-বিজ্ঞানেও শিক্ষা লাভ করবেন। তাঁরা শুদ্ধভাবে গণনা করার জন্য গণিত শিখবেননা, গণিত শিখবেন বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ের (Intellectual objects) জ্ঞান লাভের জন্য। গণিতশাস্ত্রে আলোচিত বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ের মধ্য দিয়েই যথার্থ সত্য বা জাতি বুঝতে পারা যায়। যথার্থ সত্য বা জাতির জ্ঞানই দার্শনিক-জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভের জন্যই গণিত শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। শাসক হওয়ার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দার্শনিকশিক্ষার জন্য নিযুক্ত করতে হ'বে। পাঁচ বৎসর তিনি এই শিক্ষালাভ করবেন। তারপর তাঁকে সৈন্য বিভাগে বা অন্য কোন সরকারী বিভাগে পোনর বৎসর শিক্ষানবীশী করতে হ'বে। এই সময় তিনি জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করবেন এবং সমস্ত প্রলোভনের মধ্যে থেকেও প্রলুব্ধ না হবার দৃঢ়তা লাভ করবেন।[2] ইতোমধ্যে তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়স হ'বে। তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে উচ্চতম দার্শনিক প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত হবেন। এই সময় সমস্ত জাতির (Forms) উৎস কল্যাণ (The Good)-এর ধারণা তিনি লাভ করবেন এবং এই ধারণা অনুসারেই তিনি রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করবেন।

রিপাবলিক গ্রন্থের অষ্টম এবং নবম খণ্ডে[3] প্লেটো একপ্রকার ইতিহাসের দর্শনের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন, আদর্শ রাষ্ট্র হ'বে

1 Republic 488
2 Republic 539
3 In the eighth and nineth Books of the Republic

অভিজাততান্ত্রিক রাষ্ট্র।[1] কিন্তু, যদি উচ্চস্তরের দুই শ্রেণীর লোকেরা জোট বেঁধে নিম্নশ্রেণীর লোকদের সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেন এবং নিম্নশ্রেণীয়দের একান্তভাবেই দাসশ্রেণীতে পরিণত করেন, তবে অভিজাততন্ত্র (Artistocracy) টিমোক্রেসিতে (Timocracy) রূপান্তরিত হয়। টিমোক্রেসিতে বীর্যের (Spirited element) প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তারপর সম্পত্তির লোভ আরও বৃদ্ধি পায় এবং টিমোক্রেসি ধনিকতন্ত্রে (Oligarchy) পরিণত হয়। ধনিকতন্ত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধনিকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ধনিক শ্রেণীর অধীনে এক দরিদ্র শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং সর্বশেষে এই দরিদ্রেরা ধনীদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে গণতন্ত্র (Democracy) প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতায় অতিরিক্ত প্রীতি প্রতিক্রিয়ারূপে স্বৈরতন্ত্রের (Tyranny) সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষের প্রতিভূরা প্রথমতঃ নানা অছিলার আশ্রয় নেয় এবং পরে সমস্ত অছিলা পরিত্যাগ করে ভয়ঙ্কর স্বৈরাচারী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। প্রজ্ঞাংশের প্রাধান্য-বিশিষ্ট দার্শনিক যেমন সর্বাপেক্ষা আনন্দিত ব্যক্তি, তেমনি প্রাজ্ঞ দার্শনিকদের দ্বারা পরিচালিত অভিজাততান্ত্রিক রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা আনন্দিত রাষ্ট্র। উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বাসনার দাস স্বৈরাচারী ব্যক্তি যেমন সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং নিরানন্দ মনের অধিকারী মানুষ, তেমনি স্বৈরাচারী-শাসিত রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং নিরানন্দ-মগ্ন রাষ্ট্র।

দি স্টেটসম্যান (The Statesman)

প্লেটো বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাজবিজ্ঞান (The royal and kingly science)। এই বিজ্ঞান সমরকলা (The art of the general) বা বিচারকলা (The art of the judge) অপেক্ষা উন্নত।[2]

প্লেটোর ধারণা, অনেক লোক, তাঁরা যে কেউই হোন্‌না কেন, রাজনৈতিক জ্ঞানের অধিকারী হ'তে পারেননা বা বিজ্ঞের মত রাষ্ট্র-পরিচালনা করতে পারেন না। আদর্শ সরকার অল্প সংখ্যক লোক বা একজন মাত্র ব্যক্তিই গঠন করতে পারেন।[3]

রাষ্ট্রের আইন অপরিবর্তনীয় কিছু নয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং মানুষের প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্রের আইন পরিবর্তন করা

1 The perfect State is the aristocratic State.
2 Statesman, 305
3 ,, 297

যেতে পারে। তবে যিনি আইন পরিবর্তন করবেন তিনি নিশ্চয়ই দার্শনিক প্রজ্ঞার অধিকারী হ'বেন। অন্য কোন ব্যক্তি আইন পরিবর্তন করতে গেলে অযথা জটিলতার সৃষ্টি করবেন। এই রকম ক্ষেত্রে আইন পরিবর্তন না করাই ভাল। আইন সকলের সম্বন্ধেই সমানভাবে প্রযোজ্য হ'বে। কোন জনসেবক (public man) যদি আইনভঙ্গ করেন তবে তার শাস্তি হওয়া উচিত মৃত্যুদণ্ড।[1]

সরকার একজন, অল্প কিছুজন বা বহুজনের দ্বারা গঠিত হতে পারে। সুশৃঙ্খল সরকারের কথা বিবেচনা করলে একজনের দ্বারা গঠিত সরকার বা রাজতন্ত্র (Monarchy) সর্বশ্রেষ্ঠ, অল্প কিছুজনের দ্বারা পরিচালিত সরকার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ (Second best) এবং বহুজনের দ্বারা পরিচালিত সরকার নিকৃষ্টতম। আর যদি আমরা বিশৃঙ্খল সরকারের (Lawless governments) কথা বিবেচনা করি তবে একজনের দ্বারা পরিচালিত সরকার বা স্বৈরতন্ত্র (Tyranny) নিকৃষ্টতম, অল্প কিছু জনের দ্বারা পরিচালিত সরকার দ্বিতীয় নিকৃষ্টতম (Second worst) এবং বহুজনের সরকার সবচেয়ে কম খারাপ (the least bad)। এই আলোচনার ভিত্তিতে প্লেটো বলেন, বহুজনের দ্বারা পরিচালিত সরকার বা গণতন্ত্র (Democracy) সুশৃঙ্খল সরকারের মধ্যে নিকৃষ্টতম এবং বিশৃঙ্খল সরকারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।[2]

বক্তৃতাবাগীশ রাজনৈতিক নেতাদের প্লেটো অত্যন্ত নিন্দা করেছেন। তিনি নিন্দা করেছেন ডিক্টেটারদেরও। অজ্ঞ রাজনীতিকদের তিনি 'পারটিজানস' (partisans) নামে অভিহিত করেছেন এবং সোফিষ্টদের মত বিদ্রূপ করেছেন[3]।

দি ল'স (The Laws)

ল'স গ্রন্থে প্লেটো যে সমস্ত মত প্রকাশ করেছেন তা তাঁর তৎকালীন অ্যাথেন্স রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, একজন ব্যক্তির দ্বারা শাসনতান্ত্রিক সংস্কার যত সহজ, বহুজনের দ্বারা তত সহজ নয়। অ্যাথেন্সে প্রচলিত গণতন্ত্রের নমুনা দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। সেজন্যই তিনি সর্বতোভাবে গণতন্ত্রের নিন্দা করেছেন।

1 Statesman, 297
2 Statesman, 303 (The worst of all lawful goverments and the best of all lawless ones.)
3 Statesman, 303

ল'স গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে[1] প্লেটো রাষ্ট্র সমুদ্র থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্র সমুদ্রের কাছে থাকলে নানারকম ব্যবসায়ী এবং দোকানদার সহর ভর্তি করে ফেলে এবং নানাবিধ গোলযোগের সৃষ্টি করে। প্লেটোর মতে রাষ্ট্র ব্যবসায়-ভিত্তিক না হ'য়ে কৃষি-ভিত্তিক হওয়া ভাল। অ্যাথেন্স রাষ্ট্র ব্যবসায় এবং বাণিজ্যে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিল এবং তার ফলেই পিলোপোন্নেসিয়ান যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল বলে প্লেটোর ধারণা। সেজন্যই তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা বলে মনে করতেন[2]।

প্লেটো বলেন, জন্ম বা সম্পত্তির ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া অনুচিত। ব্যক্তিগত চরিত্র এবং শাসনকার্যে দক্ষতা—এই দু'টি গুণের ভিত্তিতেই শাসক নির্বাচিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের আইন সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হ'বে। শাসক বলে কোন ব্যক্তি আইনের উর্ধে ন'ন। শাসকও আইনের অধীন, অন্যায় করলে তাঁরও অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত। এই সমস্ত কথা বলে 'স্টেটসম্যান' গ্রন্থে পূর্বে প্লেটো যা বলেছেন এখানে তার পুনরুক্তি করেছেন। বোধ হয় বক্তব্যের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেবার জন্যই তিনি এমন করেছেন।

ল'স গ্রন্থে প্লেটো সুস্পষ্টভাবে আবার বলেছেন, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্র সকলের কল্যাণময় জীবন (good life) যাপনের জন্য। মানুষের আত্মার জয়গান করে তিনি বলেছেন, এই আত্মাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ দিব্য সম্পদ, পুণ্যের (virtue) তুলনায় পৃথিবীর ওপরে এবং নীচে যত স্বর্ণ আছে সবই অতি তুচ্ছ[3]।

প্লেটো খুব বড় রাষ্ট্রের পক্ষপাতী ছিলেননা। রাষ্ট্র খুব বড় হ'লে তার সমস্যাও বেশী হয় এবং তা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা কঠিন হ'য়ে পড়ে। একটি রাষ্ট্রে 5,040 পর্যন্ত নাগরিক-সংখ্যা সমর্থন করা যেতে পারে[4]। অবশ্য প্লেটো যেমন একথা বলেছেন তেমনি আবার বলেছেন, একটি রাষ্ট্রে 5,040 সংখ্যক বাড়ী থাকতে পারে। 5,040 সংখ্যক বাড়ী থাকলে 5,040 সংখ্যক পরিবার একটি রাষ্ট্রে থাকতে পারবে, মাত্র 5,040 জন নাগরিক নয়। রাষ্ট্রে যাতে অতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন প্লেটো। অতিরিক্ত সম্পদ নানাবিধ বিপত্তির মূল।

1 In Book Four of the Laws
2 The Laws. 705
3 The Laws, 726, 728
4 The Laws, 737

প্লেটো ল'স গ্রন্থে বিভিন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিয়োগপদ্ধতি এবং কার্যাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দু' একটি কথামাত্র বলবো। প্লেটো বলেছেন, আইনের তত্ত্বাবধায়ক (guardians of the law) হবেন সপ্তত্রিংশ জন। যখন তাঁরা নির্বাচিত হবেন তখন তাঁদের বয়স পঞ্চাশ বছরের কম হবেনা এবং তাঁরা সত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন। যাঁরা কোন না কোন সময়ে সামরিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁরাই এই ম্যাজিষ্ট্রেট-নির্বাচনে অংশ নেবেন[1]। রাষ্ট্রে 360 জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সংসদ (Council) থাকা দরকার। পার্টিসান শ্রেণীর লোকেরা যাতে সদস্য না হ'তে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে। সদস্যেরা নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রে কয়েক-জন মন্ত্রী থাকবেন। শিক্ষামন্ত্রীই হবেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী পুরুষ। কারণ, তাঁর হাতেই নাগরিকদের শিক্ষা ব্যবস্থার মত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত। রাষ্ট্রে শিক্ষাকে কখনই গৌণ বা অপ্রধান বিষয় বলে বিবেচনা করা চলবেনা।[2]

বিবাহের পর দশ বৎসর পর্যন্ত নবদম্পতি একটি নারী কমিটির তত্ত্বাবধানে থাকবেন। এই সময়ের মধ্যে যদি তাদের কোন সন্তান না হয় তবে তারা বিবাহবিচ্ছেদ করার অধিকারী হ'বেন। পুরুষেরা ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে বিয়ে করবেন। মেয়েদের বিবাহের বয়স ষোল থেকে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত। দাম্পত্য জীবনের বিশ্বাস ভঙ্গ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হ'বে। পুরুষদের পক্ষে সামরিক বিভাগে কাজ করার বয়স কুড়ি থেকে ষাট, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে সন্তানধারণের পর এবং পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব পর্যন্ত।

ল'স গ্রন্থের সপ্তম পুস্তকে প্লেটো একেবারে শিশু থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা পূর্বেই প্লেটোর শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

প্লেটো প্রত্যেক দিন কোন না কোন ধর্মানুষ্ঠান নাগরিকদের হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট উৎযাপন করবেন, এমন নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি কৃষি, অপরাধীর শাস্তি প্রভৃতি নিয়েও আইনের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। অপরাধীকে শাস্তি দেবার সময় তার মানসিক অবস্থা (psychological condition) বিচার করা উচিত বলে প্লেটো অভিমত প্রকাশ করেছেন।

1 The Laws, 753
2 The Laws, 765

দেওয়ানি এবং ফৌজদারি ব্যাপারের পার্থক্য প্লেটো জানতেন বলে মনে হয়।

ল'স গ্রন্থের দশম পুস্তকে প্লেটো নাস্তিকতা (atheism) এবং ধর্ম-বিরোধিতার (heresy) শাস্তি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্লেটোর মতে এই বিশ্ব চেতনাহীন বিভিন্ন ভূতের গতির দ্বারা সৃষ্ট,[1] একথাই নাস্তিকতা। ঈশ্বর মানুষের প্রতি নির্বিকার, এই ধারণা একপ্রকার ধর্ম-বিরোধিতা। ঈশ্বরকে অর্থ দ্বারা ক্রয় করা যায়, অর্থাৎ, ঘুষ দিলে ঈশ্বর অন্যায় ক্ষমা করেন, এই ধারণাও ধর্মবিরোধিতা। প্লেটো বলেছেন, যাদের বিরুদ্ধে নাস্তিকতা বা ধর্মবিরোধিতার অভিযোগ প্রমাণিত হ'বে তাদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হ'বে। যার ধর্মবিরোধিতা প্রাথমিক স্তরের মাত্র তাকে নূন্যপক্ষে পাঁচ বৎসর সংশোধন-গৃহে (House of correction) বাস করতে হ'বে। সেখানে নৈশ সংসদের সদস্যেরা (the members of the Nocturnal Council) তাদের ভুল কোথায় তা বুঝিয়ে দেবেন। কিন্তু, তারা মুক্তি পেয়ে যদি আবারও ধর্মবিরোধিতা করে তবে এবার তাদের শাস্তি হ'বে মৃত্যু। যে সমস্ত ধর্ম-বিরোধী ব্যক্তি নিজ স্বার্থে মানুষের কুসংস্কারের সুযোগ নেন বা অনৈতিক ধর্মমত প্রচার করেন তাদের দেশের একটি অত্যন্ত নির্জন স্থানে যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখতে হ'বে এবং মৃত্যুর পর কবর না দিয়ে খালি জায়গায় রেখে দিতে হ'বে। তাদের পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের ভার রাষ্ট্র অবশ্যই গ্রহণ করবে। প্লেটো বলেছেন, নাস্তিকতা বা ধর্মবিরোধিতার জন্য কাউকে শাস্তি দেবার পূর্বে সে খেলাচ্ছলে এইরূপ করেছে, না ভেবে চিন্তেই করেছে তা ঠিক করে নিতে হ'বে।

ল'স গ্রন্থের একাদশ এবং দ্বাদশ পুস্তকে প্লেটো আইন সম্বন্ধে আরও যে সমস্ত কথা বলেছেন তার মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক কয়েকটি প্রস্তাব আমরা এখন আলোচনা করব।

(1) কোন সুশৃঙ্খল সরকারের অধীনে কোন ব্যক্তি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়বেন, একথা ভাবাই যায়না। সেজন্য প্লেটো বলেন, ভিক্ষাবৃত্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ভিক্ষাজীবীদের রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করতে হ'বে[2]।

(2) লাভের জন্য অন্যায়ভাবে মামলাবাজী করে কেউ যদি আদালতকে অন্যায়ের অংশীদার করতে চায় তবে তার শাস্তি হ'বে মৃত্যু।

(3) যারা রাষ্ট্রের নাগরিক এবং রাষ্ট্র-নির্দিষ্ট শিক্ষালাভ করেছে তারা

1 The Universe is the product of the motions of corporeal elements unendowed with intelligence.

2 Laws 936

যদি কারবারী তহবিল বা সম্পত্তি আত্মসাৎ করে তবে বুঝতে হবে যে তাদের এই দোষ যাবার নয়। সুতরাং তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হ'বে। আর যদি অপরাধী বহিরাগত বা দাস-সম্প্রদায়ের লোক হয় তবে তাদের অপরাধপ্রবৃত্তি শিক্ষার মাধ্যমে দূর করা যেতে পারে মনে করে বিচারক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।[1]

(4) ম্যাজিষ্ট্রেটদের কার্যকাল শেষ হলে তাদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করার জন্য একটি বোর্ড গঠন করতে হবে।[2]

(5) নৈশ সংসদের (The Nocturnal Council) গঠন-প্রসঙ্গে প্লেটো বলেছেন, এই সংসদ এমন সমস্ত লোকের দ্বারা গঠিত হ'বে যাঁরা বহুর মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করার শিক্ষা পেয়েছেন, যাঁরা জানেন যে পুণ্য এক, যাঁরা গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করেছেন এবং যাঁদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে বিশ্বে ঈশ্বরের বিধান ক্রিয়াশীল। যাঁরা ঈশ্বরকে জেনেছেন, জেনেছেন পরম কল্যাণ, তাঁরাই ত সংবিধান-রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারেন এবং তাঁরাই সরকার এবং আইনের যথোপযুক্ত মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন।[3]

(6) গোলযোগ এড়াবার জন্য রাষ্ট্রের অনুমোদন ব্যতীত কাউকেই বিদেশ-ভ্রমণে যেতে দেওয়া হবেনা। সামরিক অভিযান পরিচালনা ভিন্ন অন্য কোন কাজে যাঁরা বিদেশে যাবেন তাঁদের বয়স অবশ্যই চল্লিশ বছরের কম হবেনা। যাঁরা বিদেশে যাবেন তাঁরা দেশে ফিরে বিদেশের সব প্রতিষ্ঠান যে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে নিকৃষ্ট, এই শিক্ষা তরুণদের দেবেন।[4] অবশ্য অন্য রাষ্ট্র থেকে গ্রহণ করার মত ভালো কোন কিছু আছে কি-না, তা নির্ণয়ের জন্য রাষ্ট্র পর্য্যবেক্ষক প্রেরণ করতে পারে। পর্য্যবেক্ষকদের বয়স পঞ্চাশ বৎসরের কম হ'বেনা এবং ষাট বৎসরের বেশী হবেনা। পর্য-বেক্ষকেরা বিদেশ থেকে দেশে ফিরে এসে নৈশ সংসদের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করবেন। দেশ থেকে যাঁরা বিদেশে যাবেন তাঁদের বিদেশ যাত্রাই শুধু রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবেনা, বিদেশ থেকে যারা দেশে আসবেন তাঁদের আগমনও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে।

ল'স গ্রন্থ পাঠ করলে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, প্লেটো দাসপ্রথার সমর্থক ছিলেন। তিনি এমন পর্যন্ত বলেছেন, কোন স্বাধীন পুরুষের সঙ্গে

1 Laws 941
2 Laws 945
3 Laws 960
4 Laws 951

যদি কোন দাসীর বিবাহ হয় তবে তাদের সন্তানের মালিক তারা কেউই হবেনা, সন্তানের মালিক হবে সেই ব্যক্তি যে দাসীর মালিক।[1] অবশ্য প্লেটো দাসদের প্রতি একটু খাতির করে বলেছেন যে, কোন দাসকে আইনের চোখে কোন অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষী হবার সুযোগ না দেবার জন্য যদি হত্যা করা হয় তবে একজন স্বাধীন লোককে হত্যা করলে যে শাস্তি হয় এইক্ষেত্রেও সেই শাস্তিই হ'বে। আসলে প্লেটো দাসদের সঙ্গে ব্যবহারে অ্যাথেনীয়দের মত উদারতা (laxity) এবং স্পার্টানদের মত নির্মমতা (brutality) দুয়েরই বিরোধী ছিলেন।

প্লেটো রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যদি গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তবে বিবদমান দলদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যুদ্ধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করাই শাসকদের প্রধান কর্তব্য। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যদি অনিবার্য কারণে যুদ্ধ বাধে তবে রাষ্ট্রনায়কেরা স্বরাষ্ট্রের স্বার্থানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। প্লেটো যুদ্ধের জন্য যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। তবে শান্তি স্থাপনের জন্য বা বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে তাঁর মতে যুদ্ধ করা অন্যায় নয়।

প্লেটো রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। কিন্তু, জনকল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র বা নাগরিকেরা যাতে কল্যাণময় জীবন যাপন করতে পারে তার ব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রের কাজ, এই কথা বলে প্লেটো যে রাষ্ট্রের আদর্শ বা উদ্দেশ্য যথার্থ ভাবেই প্রকাশ করেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনেকে বলেন, রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকার করে প্লেটো ব্যক্তি-স্বাধীনতার যথার্থ মূল্য দিতে পারেননি। রাষ্ট্রের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তার সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি যুক্ত করে রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে মতবাদ গড়ে উঠবে তাই হবে রাষ্ট্র সম্বন্ধে পরিপূর্ণ মতবাদ (perfect theory)।

---

1 Laws 930

সপ্তম অধ্যায়

প্লেটোর পদার্থবিদ্যা

(Physics of Plato)

টাইম্যায়িয়ুস (Timaeus) গ্রন্থে প্লেটো জড় জগৎ, জন্তু ও মানুষের উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, এই আলোচনা নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে পারেনা, সম্ভাব্য (likely) সিদ্ধান্ত মাত্র স্থাপন করতে পারে। প্লেটোর মতে পদার্থবিদ্যা যথার্থতঃ বিজ্ঞানই হ'তে পারেনা, কারণ নিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করা এই শাস্ত্রে সম্ভব নয়।

আমরা প্লেটোর অধিবিদ্যা আলোচনাকালে দেখেছি, তাঁর মতে বিশেষ বস্তু জাতিতে 'বা সংখ্যায়' অংশ গ্রহণ করে। 'অংশ গ্রহণ করা' ব্যাপারটা কি, তা প্লেটো টাইম্যায়িয়ুস গ্রন্থে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এই বিশ্বে রচনা (order) বর্তমান এবং তাতে বুদ্ধি (Intelligence) এবং প্রজ্ঞা (Reason)-র প্রকাশ লক্ষণীয়, একথাও প্লেটো বলেছেন এই গ্রন্থে। প্লেটোর মতে মনই সমস্ত কিছুর শৃঙ্খলাবিধান করে।

অনেকে টাইম্যায়িয়ুস গ্রন্থে জগতের উৎপত্তির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা সম্ভাব্য (likely account) বলে নেহাৎই কাল্পনিক (myth) মনে করেন। অনেকে আবার এই গ্রন্থ প্লেটোরই লেখা নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।[1] তাঁদের মতে পাইথ্যাগোরিয়ান ধর্মমত এবং গণিতশাস্ত্রের সঙ্গে এম্পিডোক্লির জীববিদ্যার সংমিশ্রণ করে অন্য কেউ এই গ্রন্থ লিখেছেন। অ্যারিষ্টটল এবং থিয়োফ্র্যাসটাস-এর মত প্রাচীন মনীষীরা এসব কথা বলেননি। তাতেই মনে হয় 'টাইম্যায়িয়ুস' প্লেটোরই রচনা। তবে হয়ত প্লেটো পাইথ্যাগোরিয়ান দার্শনিকদের চিন্তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু, সেজন্য 'টাইম্যায়িয়ুস' গ্রন্থে প্রকাশিত মত প্লেটোরই মতই নয়, এমন কথা মনে করার কারণ নেই। প্লেটো নিজেই বলেছেন, এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য-মাত্র। কিন্তু, সেজন্য এই গ্রন্থে কাল্পনিক কাহিনী মাত্র বলা হয়েছে, এতটা প্লেটো মানতে রাজী হ'বেননা।

---

1 A. E. Taylor : A Commentary on Plato's Timaeus, p 18—19

জগৎ কি করে হ'ল, এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে প্লেটো বলেছেন, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ সৃষ্ট বলে কোন কারণ বা নিমিত্তের দ্বারা সৃষ্ট হ'বে।[1] এই কারণ দিব্য শিল্পী বা ডেমিয়ার্জ। যা কিছু ছিল বিশৃঙ্খল তার সব কিছু নিয়ে তিনি এক শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত করলেন এবং নিত্য আদর্শ অনুসারে জড়-জগৎ সৃষ্টি করলেন। এই জড়-জগৎ আত্মা ও প্রজ্ঞা বিশিষ্ট একটি প্রাণী বিশেষ।[2] প্লেটো বলেন, আদর্শ প্রাণী যেহেতু একটি, সুতরাং ডেমিয়ার্জ একটি জগৎই সৃষ্টি করেছিলেন।[3]

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—ডেমিয়ার্জ এমন করলেন কেন? ডেমিয়ার্জ কল্যাণময়। তিনি সব কিছুই নিজের মত সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সমস্ত দ্রব্যই যথাসম্ভব ভাল হ'বে, মন্দ হবেনা, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলার চেয়ে ভাল মনে করে তিনি জগতে শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন।[4]

'টাইম্যারিয়ুস' গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাবেই লেখা আছে যে, ডেমিয়ার্জ শূন্য (nothing) থেকে এই জগৎ সৃষ্টি করেননি, আগে থেকেই ছিল এমন উপাদান নিয়ে[5] তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জগৎ সৃষ্টিতে যেমন উদ্দেশ্যহীন উপাদান (Necessity) আছে, তেমনি আছে প্রজ্ঞা (Reason)।[6] এইক্ষেত্রে প্লেটো তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক ডেমোক্রাইটাস বা এপিকিউরাস-কথিত জড় উপাদানের মত কিছু স্বীকার করেছেন বলে মনে হয়, কিন্তু তিনি একেই জগতের একমাত্র কারণ বলেননি। তাঁর মতে এই উপদান প্রজ্ঞার নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হয়েই জগৎ-সৃষ্টি সম্ভব করে তোলে।

ডেমিয়ার্জ যে কে, এ বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, ডেমিয়ার্জ ঈশ্বর। কিন্তু, কোপলষ্টোন বলেছেন, ডেমিয়ার্জ বিশ্বে ক্রিয়াশীল দিব্য প্রজ্ঞা, স্রষ্টা ঈশ্বর ন'ন।[7]

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—ডেমিয়ার্জ আগে থেকেই ছিল এমন উপাদান নিয়ে যে জগৎ-সৃষ্টি করলেন, এই উপাদানের প্রকৃতি কি? প্লেটো একে

1 Timaeus, 28 (The sensible world is becoming and that which becomes must necessarily become through the agency of some cause)
2 Timaeus, 30 (A living creature with soul and reason)
3 Timaeus 31
4 Timaeus 29
5 Timaeus 30
6 'The generation of this cosmos was a mixed result of the combination of Necessity and Reason'—Timaeus, 47
7 Copleston : A Hisiory of Philosophy, Vol I, p 247

'সমস্ত সৃষ্টির ধাত্রী যেন একটি আধার' বলে উল্লেখ করেছেন[1]। পরে তিনি আবার একে বলেছেন দেশ (space)। দেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্লেটো বলেন, দেশ ধ্বংসহীন, যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে তাকেই স্থান দিচ্ছে নিজের কোলে; কিন্তু, অদৃশ্য, তবে তা বোধগম্য। প্লেটো এই আধার বা দেশ বোঝাবার জন্য স্বর্ণের উপমা দিয়েছেন। স্বর্ণকে যেমন বিভিন্ন আকার দেওয়া যায়, তেমনি আধারের বিভিন্ন আকার সম্ভব।

প্লেটো বলেছেন, জগৎ সৃষ্টি করার সময় ডেমিয়ার্জ যেমন গ্রহণ করেছিলেন, দেশ, তেমনি গ্রহণ করেছিলেন দেশস্থিত ক্ষিতি, মরুৎ, তেজ ও অপ নামক চারটি মুখ্য গুণ। প্লেটোর মতে এগুলো নিত্য পরিবর্তনশীল বলে দ্রব্য নয়, গুণ। তারপর তিনি বলছেন, ডেমিয়ার্জ দেশে এই সমস্ত মুখ্য গুণে জাতির আকার ফুটিয়ে তোলেন।

ডেমিয়ার্জ মুখ্য চারটি গুণে জ্যামিতিক আকার (geometrical shapes) অর্পণ করেছিলেন বলে প্লেটো মন্তব্য করেছেন। আদিতে দুই প্রকার সমকোণী ত্রিভুজের কথাও তিনি বলেছেন। সমকোণী ত্রিভুজ দুইটির একটি অর্ধ বর্গাকার এবং দ্বিতীয়টি অর্ধ-সমবাহু ত্রিভুজাকার। এদের সাহায্যেই অন্যান্য জড়বস্তু সকল সৃষ্টি হয়েছে।

ডেমিয়ার্জ প্রথমে বিশ্বাত্মা (world-soul)[2] সৃষ্টি করেন, তারপর সৃষ্টি করেন অবিনশ্বর আত্মার। তারপর সৃষ্ট হয় আত্মাবিশিষ্ট গ্রহনক্ষত্র। এরা সব স্বর্গীয় দেবতা (celestial gods)[3]। ডেমিয়ার্জ স্বর্গীয় দেবতাদের উপর ভার দিয়েছিলেন মানবাত্মার নশ্বর অংশ এবং মানবদেহ সৃষ্টির[4]।

কবিদের দ্বারা বর্ণিত প্রচলিত গ্রীক দেবতাদের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে প্লেটো বলেছেন, এঁদের উৎপত্তি জানা এবং এই সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যাপার, এইক্ষেত্রে ঐতিহ্যাগত মত গ্রহণ করাই শ্রেয়[5]।

ডেমিয়ার্জ জগৎ-সৃষ্টির পর তাকে আরও আদর্শানুরূপ করার চেষ্টা করলেন। আদর্শ নিত্য, কোন সৃষ্ট পদার্থেই এই ধর্ম অর্পণ করা সম্ভব নয়। সেজন্য তিনি নিত্যকালের একটি চলন্ত প্রতিরূপ সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করলেন। একই সঙ্গে তিনি স্বর্গরাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন এবং গণনার অতীত নিত্যকালের এমন প্রতিরূপ সৃষ্টি করলেন যা গণনা করা যায়।

1 Timaeus 49 (Receptacle—as it were, the nurse of all Becoming)
2 Timaeus 41
3 Timaeus 39
4 Timaeus 41
5 Timaeus 40

এই প্রতিরূপই কাল (Time)[1]। ডেমিয়ার্জ কাল পরিমাপের জন্য মানুষকে দিলেন উজ্জ্বল সূর্য্য। সূর্য্যের সাহায্যেই দিনরাত্রির পার্থক্য করা যায়।

তারপর প্লেটো মানবদেহ, বিভিন্ন প্রাণী প্রভৃতির উৎপত্তি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। সে আলোচনায় এখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

সমস্ত আলোচনা-শেষে প্লেটো যে মন্তব্য দিয়ে 'টাইম্যায়িয়ুস' গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছেন তা এইস্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—মরণশীল এবং অমর বিভিন্ন প্রাণী ধারণ করে এই পৃথিবী এইরূপে একটি দৃশ্য প্রাণীরূপ গ্রহণ করেছে। দৃশ্য সমস্ত বস্তু ধারণ করে এই পৃথিবী হয়েছে বুদ্ধিগ্রাহ্য আদর্শের প্রতিরূপ; সর্বশ্রেষ্ঠ, মহত্তম, সুন্দরতম এবং পরিপূর্ণতম ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, এই স্বর্গ এক ও অদ্বিতীয়[2]।

রাসেল বলেছেন, 'টাইম্যায়িয়ুস' গ্রন্থে যত অর্বাচীন উক্তি আছে, প্লেটোর অন্য কোন গ্রন্থে সেরকম নেই। দর্শন হিসাবেও এ গ্রন্থের বিশেষ কিছু গুরুত্ব নেই। তবে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় চিন্তায় এই গ্রন্থের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সেজন্য এগ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায়না।[3] রাসেলের এই মন্তব্য দিয়ে আমরা এই অধ্যায় শেষ করি।

---

1 Timaeus 37

2 'Having received its full complement of living creatures embracing all things which are visible, an image of the intelligible, a perceptible god, supreme in greatness and excellence, in beauty and perfection, this Heaven, one and single in its kind'.—Timaeus 92.

3 Russell : History of Western Philosophy, p. 170

অষ্টম অধ্যায়

প্লেটোর সৌন্দর্যতত্ত্ব

(Plato's Aesthetics)

1. সৌন্দর্য্য

প্লেটো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারতেন কি-না, তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলার মত উপাদান আমাদের কাছে নেই। 'ফিড্রাস' (Phaedrus) গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা আছে,[1] ল'স (Laws) গ্রন্থের প্রারম্ভেও প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে প্লেটোর মন্তব্য পাওয়া যায়।[2] কিন্তু, দুইক্ষেত্রেই ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য উপভোগের কথা লক্ষ্য করা যায়। তবে প্লেটো মানব-সৌন্দর্যের একজন সমঝ্‌দার ব্যক্তি ছিলেন।

ললিতকলা সম্পর্কে প্লেটোর মত কি ছিল? অনেকে বলেন, প্লেটো 'রিপাবলিক' (Republic) গ্রন্থে নাট্যকার এবং মহাকবিদের আদর্শ রাষ্ট্র থেকে নির্বাসনের কথা বলেছেন। সুতরাং প্লেটো ললিতকলার রসিক ছিলেন, এমন কথা বলা যায়না। কিন্তু, এইক্ষেত্রে বলা যায় যে, প্লেটোর এই বক্তব্য মুখ্যতঃ অধিবিদ্যা এবং নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীভিত্তিক। তিনি বলতে চান যে, নাটক এবং মহাকাব্যের বিষয় আমাদের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত করে। কিন্তু, নাট্যকার এবং মহাকবিদের রচনায় যে রস আছে, একথা প্লেটো মানতেননা বলে মনে হয়না। দেবতাদের উদ্দেশে স্তুতি এবং কল্যাণ-এর প্রশংসা যদি কাব্যের উপজীব্য হয়, তবে সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রে প্লেটো তাদের প্রবেশাধিকার স্বীকার করেছেন।[3] তিনি বলেছেন, এমন কাব্য পেলে আমরা আনন্দিত হই, এদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই, তবে যে কোন অবস্থাতেই সত্য বর্জনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা।[4]

এসব কথা মনে রেখে প্লেটো ললিতকলা বিষয়ে অরসিক ছিলেন,

---

1 Phaedrus 230
2 Laws 625
3 Republic 607
4 Republic 607

এই সিদ্ধান্ত করা মুশকিল। তদুপরি প্লেটোর যদি রসবোধ না থাকতো তবে তিনি বিভিন্ন ডায়ালগে রূপক এবং উপমা ব্যবহার করে যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা দেওয়া সম্ভব হ'ত বলে মনে হয়না।

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—প্লেটো সৌন্দর্য সম্বন্ধে কি মত পোষণ করতেন? সৌন্দর্য যে বিষয়গতভাবে সত্য (objectively real), একথা প্লেটো স্বীকার করতেন। হিপ্পিয়্যাস ম্যায়িয়র (Hippias Maior) এবং সিম্পোসিয়াম (Symposium) এই দু'টি গ্রন্থেই প্লেটো বলেছেন, আদর্শ সৌন্দর্যে অংশ গ্রহণ করেই সুন্দর জিনিষ সুন্দর হ'য়েছে। সুতরাং সৌন্দর্যের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা।[1]

সৌন্দর্য-সম্পর্কিত এইরূপ মতবাদ থেকে সুন্দরের মাত্রাভেদ (degrees of beauty) অনুসিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়। আদর্শ সৌন্দর্যে অংশ গ্রহণ করে সুন্দর জিনিষ যদি সুন্দর হয় তবে যে জিনিষ আদর্শ সৌন্দর্যে যতটা অংশ গ্রহণ করবে সে জিনিষ ততটা সুন্দর হ'বে। এই বিচার থেকে প্লেটো 'হিপ্পিয়্যাস ম্যায়িয়র' গ্রন্থে সৌন্দর্য সম্বন্ধে সাপেক্ষতাবাদ (Relativity) প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, সবচেয়ে সুন্দর বানর সুন্দর মানুষের তুলনায় কুৎসিৎ এবং সুন্দর সূপ-পাত্র সুন্দরী মানবীর তুলনায় কুৎসিৎ। আবার সুন্দরী মানবীও দেবতার তুলনায় কুৎসিৎ। বিভিন্ন সুন্দর জিনিষ সম্বন্ধে এইরূপ সাপেক্ষতা প্রযোজ্য হ'লেও আদর্শ সৌন্দর্য সমস্ত সাপেক্ষতার অতীত। আদর্শ সৌন্দর্য নিত্য সুন্দর, তারপক্ষে কখনই কুৎসিৎ হওয়া সম্ভব নয়।[2]

প্লেটো আরও বলেছেন, আদর্শ সৌন্দর্য্য আদর্শ বলে কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড়বস্তু নয়। আদর্শ সৌন্দর্য অতীন্দ্রিয় এবং অজড় (supersensible and immaterial)। যে কোন সুন্দর জিনিষই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের তুলনায় যে কোন সুন্দর জিনিষই নিকৃষ্ট। সুন্দর জিনিষের আবেদন মানুষের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে, কিন্তু আদর্শ সৌন্দর্যের আবেদন মানুষের বুদ্ধির কাছে। যে কোন সুন্দর সাহিত্য বা ললিতকলা সুন্দর জিনিষের মতই আদর্শ সৌন্দর্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

প্লেটোর মতে আদর্শ সৌন্দর্য আদর্শ কল্যাণও বটে (The Supreme Beauty is supremely good)। কোন সুন্দর জিনিষই অকল্যাণকর হ'তে পারেনা। যে কোন সুন্দর জিনিষই আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ দেয়। তবে আদর্শ সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই নয় বলে তার পক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ দানের প্রশ্নই উঠতে

1 Hippias Maior 287
2 Symposium 211

পারেনা। প্লেটোর মতে পরিমিতি এবং সামঞ্জস্য সৌন্দর্যের ভিত্তি (Beauty consists in measure and symmetry)।[1] যেখানে পরিমিতি ও সামঞ্জস্য নেই, সেখানে সুন্দরও নেই। প্লেটোর মতে পরিমিতি ও সামঞ্জস্য কেবল-মাত্র সৌন্দর্যের ভিত্তি নয়, কল্যাণ (Good)-এরও ভিত্তি। আমরা আগেই বলেছি, প্লেটোর মতে আদর্শ-সৌন্দর্য আদর্শ-কল্যাণ হ'বেই হ'বে।

2. ললিতকলা সম্বন্ধে প্লেটোর মত (Plato's theory of Art)

প্লেটো বলেন, প্রকাশের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে ললিতকলার সৃষ্টি।[2] অধিবিদ্যার দিক থেকে ললিতকলা অনুকরণের অনুকরণমাত্র (Art is the imitation of an imitation)। প্লেটোর মতে জাতি আদর্শ (archetypal), প্রাকৃতিক বস্তু তার দৃষ্টান্ত (instance); ললিতকলায় এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ। মানুষের চিত্র জাগতিক মানুষের অনুকরণমাত্র। সুতরাং চিত্রের মত সমস্ত ললিতকলাই অনুকরণের অনুকরণ। জাতিই সত্য, জাগতিক বস্তু জাতির অনুকরণ বলে জাতির মত সত্য নয়, আবার ললিতকলা জাগতিক বস্তুরও অনুকরণ বলে সত্য থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।[3]

প্লেটোর কাছে সত্যের এবং কল্যাণের মূল্য সর্বাধিক। ললিতকলার রস যতই তাকে তৃপ্তি দিক না কেন, ললিতকলা সত্য প্রকাশ করেনা বলে তিনি তার সমালোচক। 'ল'স' (Laws) গ্রন্থে তিনি বলেছেন, সঙ্গীতের উৎকর্ষ কতটা তা শ্রুতিসুখকরতার ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবেনা, উৎকৃষ্ট সঙ্গীত তা-ই যা কল্যাণের অনুকরণ।[4] তারপর তিনি বলেন, উৎকৃষ্ট সঙ্গীত অবশ্যই সত্যেরও অনুকরণ হ'বে; অনুকরণের সত্যতা বলতে বস্তুটি পরিমাণে এবং গুণে যেমন, তাকে অনুকরণের মধ্যে সেইভাবে প্রকাশ করা বোঝায়।[5] প্লেটো 'ল'স' গ্রন্থে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত এবং অন্যান্য ললিতকলা শিক্ষণীয় এবং নির্দোষ আনন্দদায়ক বিষয়রূপে রাষ্ট্রে স্থান পাবার উপযুক্ত

1 Philebus 64
2 Laws 653
3 Republic 598
4 Laws 668 (The best music is that which is an imitation of the good).
5 Laws 668 (Those who seek for the best kind of song and music ought not to seek for that which is pleasant but for that which is true; and the truth of imitation consists, as we were saying, in rendering the thing imitated according to quantity and quality.)

বলে মত প্রকাশ করেছেন।[1] কিন্তু, এমত প্রকাশ করেছেন বলে তিনি আর্ট সম্বন্ধে তাঁর 'অনুকরণবাদ' (imitation theory of art) পরিত্যাগ করেননি। 'রিপাবলিক' এবং 'ল'স' এই দুই গ্রন্থেই প্লেটো এই বিষয়ে অবিচল। অনুকরণবাদের ভিত্তিতে সুসমালোচকের গুণাবলী প্রসঙ্গে প্লেটো বলেন, সুসমালোচক (1) ললিতকলা যে বিষয়ের অনুকরণ সে বিষয়ের পরিচয় জানবেন, (2) তিনি আরও জানবেন যে এই অনুকরণ যথার্থ হয়েছে কিনা এবং (3) শব্দ, সুর এবং ছন্দের মাধ্যমে অনুকরণ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে কি-না, তাও তিনি জানবেন।[2]

প্লেটোর মতে ব্যক্তি বা বিশেষ বস্তু যেমন জাতি (Form)-র ফটোগ্রাফিক অনুকরণ নয়, আর্টও তেমনি ব্যক্তি বা বিশেষ বস্তুর অনুকরণ হলেও ফটোগ্রাফিক অনুকরণ নয়। আর্ট কল্পনার সৃষ্টি। আর্টে সৌন্দর্য-সৃষ্টির জন্য প্রতীক (Symbols) ব্যবহার করা হয়। আর্টের আবেদন মানুষের অনুভূতিতে। অনুভূতি যেহেতু ভালোও হ'তে পারে, খারাপও হ'তে পারে এবং যেহেতু বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন, সুতরাং ভালো এবং সর্বজনগ্রাহ্য আর্ট নির্ণয়ের জন্য বিচার আবশ্যক। আর্টের জন্য আর্ট, এই নীতিতে প্লেটো বিশ্বাসী ছিলেননা। তাঁর মতে আর্ট হ'বে কল্যাণের বার্তাবহ।[3]

অ্যারিষ্টটল আর্ট নিয়ে যত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্লেটো তত বিস্তারিত আলোচনা করেননি। কিন্তু, সেজন্য একথা বলা চলবেনা যে, প্লেটোর আর্ট সম্বন্ধে কোন বক্তব্যই ছিলনা।

দর্শনের ইতিহাসে প্লেটোর প্রভাব

প্লেটো ছিলেন সত্যের সাধক। সারা জীবন তিনি নিত্য ও পারপূর্ণ সত্যের সাধনা করেছেন। সত্যনিষ্ঠ জীবনই ছিল তাঁর মতে কল্যাণময় সৎজীবন। প্লেটোর এই সত্যনিষ্ঠা সমস্ত দার্শনিকেরই আদর্শ।

রাষ্ট্রের এবং ব্যক্তির কল্যাণের মধ্যে বিরোধ নেই, গায়ের জোর কোন অধিকার (Might is right) প্রমাণ করে না, মানুষ যুক্তির নির্দেশে চলবে, জগতে ঈশ্বরের বিধান ক্রিয়াশীল, যাহা আছে দেহভাণ্ডে তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, আত্মা অবিনশ্বর, জগৎ অপূর্ণ, প্রাজ্ঞ ও সৎ ব্যক্তিরাই

1 Laws 670
2 Laws 669
3 Laws 657

সুশাসক হ'তে পারে, আর্ট হবে কল্যাণের বার্তাবাহ, আর্ট ফটোগ্রাফিক অনুকরণ নয় প্রভৃতি প্লেটোর অনেক ধারণা পরবর্তীকালের অনেক দার্শনিক-চিন্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

প্লেটোর সাক্ষাৎ শিষ্য অ্যারিষ্টটল প্লেটোর চিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েই দর্শনচর্চা শুরু করেছিলেন। পরে অবশ্য অনেক বিষয়ে তিনি প্লেটোর মত পরিত্যাগ করে নিজস্ব স্বতন্ত্র মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে প্লেটো ছাড়া অ্যারিষ্টটল অকল্পনীয়। আমরা এ বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। অ্যারিষ্টটল চিরকালই যে প্লেটোকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন তা তাঁর নামে প্রচলিত নিম্নলিখিত প্লেটো-প্রশস্তি থেকে জানা যায়। অ্যারিষ্টটল লিখেছেন—

Of that Unique man
Whose name is not to come from the lips of the wicked.
Theirs is not the right to praise him—
Him who first revealed clearly
By word and by deed
That he who is virtuous is happy,
Alas, not one of us can equal him.[1]

সেই অসাধারণ মানুষ সম্বন্ধে বলছি
দুষ্টের রসনা থেকে নির্গত হ'তে পারেনা যে নাম।
যাদের তাঁকে প্রশংসা করার নেই অধিকার—
সেই তিনি, প্রথম যিনি সুস্পষ্ট ভাবে করেন প্রকাশ
কথায় ও কাজে
সেই সুখী, যিনি পুণ্যবান।
হায়, আমাদের কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়।

নব্য প্লেটোপন্থীদের মধ্য দিয়ে প্লেটো সেন্ট অগাস্টিনকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং সমস্ত মধ্যযুগীয় চিন্তায়ও তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। সেণ্ট টমাস একুইনাস যদিও অ্যারিষ্টটলকেই 'একমাত্র দার্শনিক' ('the philosopher') বলে গ্রহণ করেছিলেন তবু তাঁর দর্শনে এমন অনেক মত আছে যা অ্যারিষ্টটল অপেক্ষা প্লেটোর প্রভাবই বেশী প্রকাশ করে। য়ুরোপে শিক্ষা-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের সময় ফ্লোরেন্সের প্লেটোনিক অ্যাকাডেমি প্লেটোর ঐতিহ্য পুনর্গ্রহণের চেষ্টা করেছিল। প্লেটোর

1 Arist, Frag. 623 (Rose, 1870)

'রিপাবলিক'—এর প্রভাব সেণ্ট. টমাস মোর-এর 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে এবং ক্যাম্পানেল্লার 'সিটি অব দি সান' গ্রন্থে সুস্পষ্ট।[1]

আধুনিক কালে প্লেটোর প্রভাব প্রাচীন এবং মধ্য যুগের মত তত স্পষ্ট বলে মনে না হলেও বস্তুতঃ তিনিই অধ্যাত্মবাদী দর্শন, বিষয়গত ভাববাদ (objective idealism), বুদ্ধিবাদ (Rationalism), অধ্যাত্মবাদী রাষ্ট্রনীতি এবং নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির পিতা বা পিতামহ। অধ্যাপক এ, এন, হোয়াইটহেড এবং অধ্যাপক নিকোলাই হার্টম্যান প্রভৃতির মত আধুনিক-কালের দার্শনিকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন প্লেটোই। অত্যন্ত আধুনিক কালে অস্তিত্ববাদ (Existentialism) প্লেটোর জাতিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলেই মনে হয়।

প্লেটো দার্শনিকতার এবং সত্য ও কল্যাণনিষ্ঠ জীবনের যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা চিরকালই মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

---

1 St. Thomas More's 'Utopia' and Campanella's 'city of the sun'.

দ্বিতীয় খণ্ড

অ্যারিস্টটল

(384 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে 322 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত)

প্রথম অধ্যায়

অ্যারিস্টটলের জীবন ও রচনা

থ্রেসের ষ্ট্যাগোরিয়াতে (at Stageria in Thrace) অ্যারিষ্টটল 384 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ম্যাসিডনের রাজা দ্বিতীয় অ্যামেনটসের চিকিৎসক নিকোম্যাকাসের পুত্র। যখন তাঁর বয়স সপ্তদশ বৎসর তখন তিনি শিক্ষালাভের জন্য এথেন্স যান প্রখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর কাছে। তিনি সেখানে অ্যাকাডেমির সদস্যভুক্ত হয়ে দীর্ঘ বিংশ বৎসরের অধিককাল প্লেটোর সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার সঙ্গীরূপে বাস করেছিলেন। প্লেটোর মৃত্যুপর্যন্ত (348-7 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) অ্যারিষ্টটল অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্লেটোর মৃত্যুর পর অ্যারিষ্টটল এথেন্স ত্যাগ করেন এবং অ্যাসস (Assos) শহরে অ্যাকাডেমির একটি শাখা স্থাপন করেন। এইখানে থাকা-কালে তিনি অ্যাটারনিয়াসের রাজা হারমিয়াসের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হ'ন। পরে হারমিয়াসের পালিতা কন্যা পিথিয়াসের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। অ্যাসসে কার্যে ব্যাপৃত থাকাকালেই অ্যারিষ্টটল তাঁর স্বাধীন মত-প্রচার আরম্ভ করেন।

343 খ্রষ্টপূর্বাব্দে ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ তাঁর পুত্র আলেকজেণ্ডারকে শিক্ষাদানের জন্য অ্যারিষ্টটলকে আমন্ত্রণ জানান। এই আলেকজেণ্ডারই পরে দিগবিজয়ী গ্রীকবীর 'আলেকজেণ্ডার দি গ্রেট' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। অ্যারিষ্টটলের শিক্ষা আলেকজেণ্ডারের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

335 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অ্যারিষ্টটল এথেন্সে ফিরে আসেন। এখানে তিনি তাঁর নিজস্ব শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। এই শিক্ষায়তনে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার ছিল। এখানে শিক্ষকেরা নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন এবং গবেষকেরা পাঠ ও গবেষণা কার্যে নিত্য ব্যাপৃত থাকতেন। অ্যারিষ্টটল তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ এখানেই লেখেন।

323 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজেণ্ডার দি গ্রেট দেহত্যাগ করেন। আলেকজেণ্ডারের দেহত্যাগের পরই এথেন্সবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন

এবং অ্যারিষ্টটল সহ সমস্ত আলেকজেণ্ডারের ঘনিষ্ট ব্যক্তিদের নানাভাবে পীড়ন করতে থাকেন। অ্যারিষ্টটল তখন ইউবোরিয়ার অন্তর্গত চ্যালসিসে (Chalcis) পালিয়ে যান। সেখানে তিনি 322 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কিছুদিন রোগ-ভোগের পর দেহত্যাগ করেন।

অ্যারিষ্টটলের রচনাবলী তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্লেটোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে লিখিত গ্রন্থাবলী প্রথম পর্যায়ের অন্তর্গত। অ্যাসসে বসবাসকালে লিখিত গ্রন্থ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। এথেন্সে নিজস্ব শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার পর অ্যারিষ্টটল যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত। অ্যারিষ্টটলের রচনাবলী দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থাবলী কথোপকথনের ভিত্তিতে রচিত এবং সাধারণের পাঠ্য। কিন্তু, দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থাবলী শিক্ষাদানের জন্য লিখিত এবং মুখ্যতঃ অ্যারিষ্টটল এথেন্সে প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব শিক্ষায়তনে যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার ভিত্তিতে রচিত। প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর অংশবিশেষ মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু, দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলির অধিকাংশই পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাবলীতে প্লেটোর প্রভাব সুস্পষ্ট এবং এই সমস্ত গ্রন্থের রচনাশৈলী প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণযুক্ত। কিন্তু, দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলিতে কোন সাহিত্যিক মাধুর্য নেই। অ্যারিষ্টটল এই সমস্ত গ্রন্থের ক্ষেত্রে রচনাশৈলীর দিকে একেবারেই দৃষ্টি দেননি বলে মনে হয়।

আত্মা সম্বন্ধে ইউডিমাসের কথোপকথন (The dialogue of Eudemus or On the Soul), প্লেটোর জাতি সম্পর্কিত মতবাদ বিষয়ে লিখিত 'দি প্রোট্রিপটিকাস', প্রকৃতি সম্পর্কিত গ্রন্থ 'ফিজিকস্'-এর কয়েকটি খণ্ড অ্যারিষ্টটলের প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত। এই পর্যায়ে অ্যারিষ্টটল মখ্যতঃ প্লেটোর মতই সমর্থন করেছেন।

অ্যারিষ্টটলের দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে দর্শন সম্পর্কে কথোপকথন (The dialogue on Philosophy), অধিবিদ্যা (Metaphysics), নীতিশাস্ত্র (The Eudemian Ethics) এবং আদর্শ রাষ্ট্রসম্পর্কিত আলোচনা রাষ্ট্রতত্ত্ব (Politics)-এর কয়েকটি খণ্ড বিখ্যাত। এই পর্যায়ে অ্যারিষ্টটল প্লেটোর নানা মতের সমালোচনা করেছেন।

তৃতীয় পর্যায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যেই অ্যারিষ্টটলের স্বাধীন মতবাদ বিশেষ-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্য্যায়েই প্রমাণশাস্ত্র[1] অরগ্যানন প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেই অ্যারিষ্টটল প্রথম প্রমাণশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। অ্যারিষ্টটলকে

1 Logic

প্রমাণশাস্ত্রের জনক বলা হয়। বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতার সঙ্কলন 'দি মেটাফিজিকস্' এই পর্যায়ে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি-সম্পর্কিত গ্রন্থ ফিজিকস্-এর কয়েকটি খণ্ড এই পর্যায়েই প্রকাশিত হয়েছিল। মনো-বিজ্ঞান-সম্পর্কিত গ্রন্থ 'ডি অ্যানিমা' এবং 'পর্ভ ন্যাচুরেলিয়া' এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত। নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'দি ম্যাগনা মরেলিয়া', 'দি নিকো-ম্যাকিয়ান এথিক্স' এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক 'দি পলিটিক্স' এর কয়েকটি খণ্ড এই পর্যায়েই রচিত হয়েছিল। কান্তিবিদ্যা (Aesthetics) এবং সাহিত্য-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ 'দি রেটরিক' এবং 'দি পয়েটিক্স' এই পর্যায়েরই রচিত গ্রন্থ। অ্যারিষ্টটলের এই দুটি গ্রন্থই পৃথিবী বিখ্যাত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অ্যারিষ্টটলের প্রমাণশাস্ত্র

(Logic of Aristotle)

বার্টাণ্ড রাসেল বলেছেন, অ্যারিষ্টটলের প্রভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলেও প্রমাণশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই তাঁর প্রভাব সর্বাধিক। রাসেলের এই উক্তি থেকেই অ্যারিষ্টটলের প্রমাণশাস্ত্রের গুরুত্ব বোঝা যায়। অ্যারিষ্টটলের প্রমাণশাস্ত্রকে আকারগত (Formal) বলা হয়। অ্যারিষ্টটল প্রমাণের বিভিন্ন আকার (forms) নিয়েই মুখ্যতঃ আলোচনা করেছেন বলে একথা বলা হয়ে থাকে।

প্রমাণশাস্ত্রের ক্ষেত্রে অ্যারিষ্টটলের মুখ্য অবদান ত্র্যবয়বী অনুমান (Syllogism)[1]। এই অনুমানের তিনটি অবয়ব—দু'টি আশ্রয় বাক্য (two premises) এবং সিদ্ধান্ত (conclusion)। সিদ্ধান্তটি দু'টি আশ্রয় বাক্যের ওপর নির্ভর করে স্থাপন করা হয়। ত্র্যবয়বী অনুমানের প্রচলিত দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :—

সকল মানুষ হয় মরণশীল
সক্রেটিস হয় মানুষ } আশ্রয় বাক্য
∴ সক্রেটিস হয় মরণশীল } সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যপদকে পক্ষপদ (Minor Term), বিধেয়পদকে সাধ্যপদ (Major Term) এবং যে পদটি পক্ষপদ ও সাধ্যপদের সম্বন্ধ স্থাপন করে তাকে হেতুপদ (Middle Term) বলা হয়। উপরিলিখিত দৃষ্টান্তে 'সক্রেটিস' পক্ষপদ, 'মরণশীল' সাধ্যপদ এবং 'মানুষ' হেতুপদ।

যে আশ্রয় বাক্যে সাধ্যপদ ও হেতুপদের মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয় প্রধান আশ্রয় বাক্য (Major premise) আর যে আশ্রয় বাক্যে পক্ষপদ ও হেতুপদের মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয় অপ্রধান আশ্রয় বাক্য (Minor premise)। উপরিলিখিত দৃষ্টান্তে 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' প্রধান আশ্রয় বাক্য এবং 'সক্রেটিস হয় মানুষ' অপ্রধান আশ্রয়

1 Syllogism is a 'discourse in which certain things being stated, something other than what is stated follows of necessity from their being so' —Aristotle : Prior Analytics, 1, 1, 24b.

বাক্য। এই ক্ষেত্রে প্রধান আশ্রয় বাক্যে 'মানুষ' এই হেতুপদের সঙ্গে 'মরণশীল' এই সাধ্যপদের সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে এবং অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে 'মানুষ' এই হেতুপদের সঙ্গে 'সক্রেটিস' এই পক্ষপদের সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে।

সাধারণতঃ পক্ষপদ, হেতুপদ এবং সাধ্যপদ যথাক্রমে 'S', 'M' এবং 'P' এই তিনটি প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়।

অ্যারিষ্টটল মধ্যমপদের অবস্থান অনুসারে ত্র্যবয়বী অনুমানের তিনটি বিভিন্ন মূর্তির (Figures) আলোচনা করেছেন। হেতুপদ প্রধান আশ্রয় বাক্যে উদ্দেশ্য এবং অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে বিধেয় হ'লে ত্র্যবয়বী অনুমানের প্রথম মূর্তি (First Figure) পাওয়া যায়। প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে প্রথম মূর্তির দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ—

M হয় P
S হয় M
∴ S হয় P

দু'টি আশ্রয় বাক্যেই হেতুপদ বিধেয় হ'লে ত্র্যবয়বী অনুমানের দ্বিতীয় মূর্তি (Second Figure) পাওয়া যায়। প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে দ্বিতীয় মূর্তির দৃষ্টান্ত—

P হয় M
S হয় not M
∴ S হয় not P

হেতুপদ দু'টি আশ্রয় বাক্যেই উদ্দেশ্য হ'লে ত্র্যবয়বী অনুমানের তৃতীয় মূর্তি (Third Figure) হয়[1]। দৃষ্টান্ত—

M হয় P
M হয় S
∴ S হয় P

অ্যারিষ্টটল তিনটি মূর্তির মধ্যে প্রথম মূর্তিকে বিশুদ্ধ মূর্তি (Perfect Figure) বলেছেন। বাকী মূর্তিদের প্রথম মূর্তিতে রূপান্তরিত করে তাদের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা হয়। প্রথম মূর্তিকে বিশুদ্ধ বলার কারণ ত্র্যবয়বী অনুমান সম্বন্ধে

1 ত্র্যবয়বী অনুমানের চতুর্থ মূর্তি (Fourth Figure) নামে যা প্রচলিত এবং যেখানে হেতুপদ প্রধান আশ্রয় বাক্যের বিধেয় এবং অপ্রধান আশ্রয় বাক্যের উদ্দেশ্য হয়, তার সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটল কিছু বলেননি। পরবর্তীকালে স্কলমেন (schoolmen) এই মূর্তির কথা বলেছেন।

অ্যারিষ্টটলের মূলসূত্র একমাত্র প্রথম মূর্তিতেই প্রযোজ্য। অ্যারিষ্টটলের মল সূত্রটি এই যে, 'কোন জাতি সম্বন্ধে যা স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হ'বে তা সে জাতির অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হ'তে পারবে'। এই সূত্রটি নিম্নলিখিত সাংকেতিক দৃষ্টান্তে (Symbolic Example) প্রকাশ করা যায়—

(1) M হয় P	(2) M নয় P
S হয় M	S নয় M
∴ S হয় P	∴ S নয় P

দু'টি দৃষ্টান্তই প্রথম মূর্তির, কারণ, দুটি ক্ষেত্রেই হেতুপদ প্রধান আশ্রয় বাক্যে উদ্দেশ্য অপ্রধান উদ্দেশ্য বাক্যে বিধেয়।

অ্যারিষ্টটল ডেমনস্ট্রেটিভ অনুমান (demonstrative reasoning), ডায়ালেকটিকেল অনুমান (dialectical reasoning) এবং কনটেনশাস অনুমান (contentious reasoning)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যে অনুমানের আশ্রয় বাক্য সত্য এবং প্রাথমিক (true and primary) বা আশ্রয় বাক্য এমন কতকগুলো আশ্রয় বাক্য-নির্ভর যারা সত্য এবং প্রাথমিক সে অনুমান ডেমনস্ট্রেটিভ। যে অনুমানের আশ্রয় বাক্য সাধারণতঃ স্বীকৃত (সকলের দ্বারা, অধিকাংশের দ্বারা বা প্রধান ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা) সে অনুমান ডায়ালেকটিকেল। যে অনুমানের আশ্রয় বাক্য সাধারণতঃ স্বীকৃত বলে মনে হয়, কিন্তু, বস্তুতঃ তা নয়, সে অনুমান কনটেনশাস। অ্যারিষ্টটল ত্র্যবয়বী অনুমানের হেত্বাভাস (fallacies) নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

অ্যারিষ্টটল সুস্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, অনুমানের আশ্রয় বাক্যেরও প্রমাণ প্রয়োজন, আবার সব কিছুরই প্রমাণ চাইলে অনবস্থা প্রক্রিয়া (Processus in infinitum) দেখা দেয় এবং কোন কিছুই প্রমাণ করা যায়না। সেজন্যই তিনি মনে করতেন, আমরা কতকগুলো নীতি (principles) অপরোক্ষভাবে জানি। এদের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে বৈপরীত্যের নীতি (The principle of contradiction)। এই সমস্ত নীতির কোন প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। বৈপরীত্যের নীতির তাৎপর্য এই যে, একই জিনিষ একই সময়ে ও একই ভাবে একটি দ্রব্যের গুণ এবং গুণ নয় হ'তে পারেনা। সমস্ত চিন্তার মূলে এই নীতি বর্তমান। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই নীতির সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারেননা। এই নীতিকে সমস্ত চিন্তার পূর্ব-স্বীকৃত-নীতি (Pre supposition) বলা যায়।

অ্যারিষ্টটল একমাত্র অবরোহানুমান (Deduction) নিয়েই আলোচনা করেননি। তিনি আরোহানুমান (Induction) নিয়েও আলোচনা করেছেন।

তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক আরোহানুমান বলতে পূর্ণ গণনামূলক আরোহানুমান (Induction by complete Enumeration) বোঝায়। তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, আরোহানুমান সমস্ত দৃষ্টান্তের গণনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত[1]। বক্তারা অনেক সময় অপূর্ণ গণনামূলক আরোহানুমান (Incomplete Induction) ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু, এই অনুমান প্রমাণ বলে গৃহীত হ'তে পারেনা। অ্যারিষ্টটল পরীক্ষণ (Experiment) প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আরোহানুমানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং প্রকল্প (Hypothesis)-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেননি। অ্যারিষ্টটলের মতে অবরোহানুমানই আদর্শ অনুমান। তিনি ত্র্যবয়বী অনুমানরূপ অবরোহানুমান নিয়ে যত আলোচনা করেছেন আরোহানুমান নিয়ে তত আলোচনা করেননি। অ্যারিষ্টটলের আমলে গণিতশাস্ত্রের যত উন্নতি হয়েছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত হয়নি। হয়ত সেজন্যই তিনি গাণিতিক অনুমান বা অবরোহানুমানের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন, কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত আরোহানুমানের উপর তত গুরুত্ব দেননি।

অনেকে বলেন, অ্যারিষ্টটল সমস্তরকম অনুমান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেননি এবং মানুষের চিন্তার আকার প্রকার নিয়ে যত সমস্যা উঠতে পারে তা আলোচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করেননি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, অ্যারিষ্টটল যা করেননি তারজন্য তাঁকে দোষারোপ না করে তিনি তাঁর কালে যা করেছিলেন তার জন্য তাঁকে অকুণ্ঠচিত্তে সাধুবাদ দেওয়া উচিত। অ্যারিষ্টটলই প্রথম প্রমাণশাস্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা দেন এবং আকারগত প্রমাণশাস্ত্রের (Formal Logic) ভিত্তিস্থাপন করেন। ত্র্যবয়বী অনুমান সম্পর্কিত তাঁর আলোচনা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং পরবর্তী-কালের প্রমাণশাস্ত্রবিদদের এই বিষয়ে আলোচনার ভিত্তি। তিনি অনুমানের ক্ষেত্রে প্রতীকচিহ্ন (Symbol) ব্যবহার করে আধুনিক সাঙ্কেতিক প্রমাণশাস্ত্রের (Symbolic Logic) ভিত্তি স্থাপন করেছেন বলে মনে হয়।

অনেকে বলেন, আধুনিক প্রমাণশাস্ত্র অ্যারিষ্টটলের প্রমাণশাস্ত্রের মূল্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়েছে। আধুনিককালে অ্যারিষ্টটলের প্রমাণশাস্ত্রের কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু অন্য কোন মূল্য নেই। কথার মধ্যে উষ্মার মাত্রা যত বেশী যুক্তির মাত্রা তত নেই বলে মনে হয়। আধুনিক প্রমাণশাস্ত্র অ্যারিষ্টটলের প্রমাণশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত কোন শাস্ত্র নয়, পরিপূরক শাস্ত্র মাত্র। আধুনিক প্রমাণশাস্ত্র অ্যারিষ্টটলের প্রমাণ-

1 'Induction proceeds through an enumeration of all the cases'—Prior Analytics, 2.23.68b.

শাস্ত্রের সার্থক পরিণতি। এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়।

দি প্রায়র অ্যানালিটিকস্ (The Prior Analytics)-এ অ্যারিষ্টটল ত্র্যবয়বী অনুমান নিয়ে আলোচনা করেছেন। দি পষ্টেরিয়র অ্যানালিটিকস্, দি টপিকস্ এবং দি ক্যাটিগরিস প্রভৃতিতে তিনি বচনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিধেয়ের বিভিন্ন সম্বন্ধ বা বিধেয়তা (Predicables) এবং কোন্ কোন্ পদ বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হ'তে পারে বা বিধেয়ক (Categories) তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিধেয়তা (Predicables) এবং বিধেয়ক (Categories) এক নয়। বিধেয়টি উদ্দেশ্যপদের সঙ্গে যে ভাবে যুক্ত হ'তে পারে (বিধেয়তা) এবং যে যে প্রকারের পদকে বিধেয়রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে (বিধেয়ক) তা এক হ'বে কি করে ?

অ্যারিষ্টলের মতে যখনই আমরা কোন বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করি তখনই কোন না কোন একটি বিধেয়ককে ঐ বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োগ করি। বিধেয়ক দশপ্রকার হ'তে পারে—সত্তা (Substantia), পরিমাণ (Quantitas), গুণ (Qualitas), সম্বন্ধ (Relatio), দেশ (Ubi), কাল (Quands), অবস্থান (Sitno), অবস্থা (Habitus), ক্রিয়া (Actio) ও প্রতিক্রিয়া (Passio)।

অ্যারিষ্টটলের মতে বিধেয়ক প্রত্যয় (concept) মাত্র নয়, বহির্বিশ্বের অস্তিত্বের যথার্থ সূচকও বটে। অর্থাৎ, বিধেয়ক শুধু চিন্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, চিন্তার বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং বিধেয়কের যেমন প্রমাণ-শাস্ত্রগত একটি দিক আছে (Logical aspect), তেমনি একটি অধিবিদ্যক দিক (metaphysical aspect)-ও আছে। আধিবিদ্যক দিক থেকে দেখলেই বিধেয়কের প্রকৃতি সহজে বোধগম্য হয়। যে কোন বিষয় সম্বন্ধেই প্রথম কথা তার অস্তিত্ব বা সত্তা। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য পরিষ্কার হ'বে। একটি হংসের কথা ধরা যাক্। হংস সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, হংসের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু, তার অস্তিত্ব আবার কোন বর্ণ বা গুণ (যেমন শ্বেত) ছাড়া থাকতে পারেনা। হংসের 'শ্বেত' গুণ আবার তার পরিমাণ (যেমন বিস্তৃতি) ছাড়া থাকতে পারেনা। আবার একটি হংস অন্য হংস বা অন্য প্রাণীর সঙ্গে ছোট বা বড় বা এই জাতীয় কোন সম্বন্ধ না প্রকাশ করে থাকতে পারেনা। আবার হংস কোন না কোন দেশে এবং কোন না কোন কালে কোন না কোন অবস্থায় অবস্থান করে। আবার একটি হংস যেমন অন্য কিছুর ওপর ক্রিয়া করে তেমনি আবার হংসের ওপর অন্য কোন কিছুর প্রতিক্রিয়া হয়।

অ্যারিষ্টটলের মতে উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিধেয়ের সম্বন্ধ বা বিধেয়তা পাঁচ

প্রকার—লক্ষণ (definition), পরাজাতিধর্ম বা পরাজাতি (genus), বিশেষ ধর্ম (differentia), অনুলক্ষণ (proprium) ও উপহিত ধর্ম (accidens)।

যদি কোন বচনে বিধেয়পদের সঙ্গে উদ্দেশ্যপদের সম্বন্ধ এরূপ হয় যে বিধেয়কে উদ্দেশ্যস্থলে বা উদ্দেশ্যকে বিধেয়স্থলে প্রয়োগ করলেও বচনের কোন অর্থগত প্রভেদ হয়না তা হ'লে ঐ প্রকারের বিধেয়ের সঙ্গে উদ্দেশ্য-পদের সম্বন্ধটিকে লক্ষণ বলা হয়। যেমন—'মনুষ্য বিচারশীল প্রাণী'। এখানে 'মনুষ্য' উদ্দেশ্যপদ এবং 'বিচারশীল প্রাণী' বিধেয়পদ। এই ক্ষেত্রে 'মনুষ্য বিচারশীল প্রাণী' না বলে 'বিচারশীল প্রাণী মাত্রই মনুষ্য' বললে অর্থগত প্রভেদ হয় না। এই প্রকারের বিধেয়কে উদ্দেশ্যপদের লক্ষণ বলা হয়।

কিন্তু, যদি অর্থের ব্যতিক্রম না করে উদ্দেশ্য ও বিধেয়পদের স্থান পরিবর্তন করা না চলে তবে সে সকল স্থলে বিধেয়পদটি উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে হয় তার পরাজাতিধর্ম বা পরাজাতি, না হয়, তার বিশেষ ধর্ম, না হয়, তার অনুলক্ষণ, নয়ত তার উপহিত ধর্ম হবে।

'মনুষ্য প্রাণী বিশেষ'—এই বচনের ক্ষেত্রে বিধেয়টি উদ্দেশ্যের তুলনায় একটি বৃহত্তর জাতির বোধক। সুতরাং উদ্দেশ্যপদের সম্বন্ধে বিধেয়টি একটি পরাজাতি। আবার 'মনুষ্য বিচারশীল'—এই বচনে 'বিচারশীল' এই বিধেয়-পদ উদ্দেশ্যের এমন একটি স্বভাবধর্ম প্রকাশ করে যা উদ্দেশ্যের বিশিষ্ট স্বভাব এবং এই স্বভাবের ভিত্তিতেই পরাজাতির অন্তর্গত অন্যান্য জাতি থেকে উদ্দেশ্যপদ-সূচিত জাতিকে পৃথক করা যায়। বিচারশীলতার জন্যই মনুষ্যজাতি মনুষ্যেতর অন্যান্য প্রাণী থেকে ভিন্ন। এই প্রকার স্বভাবধর্মকে বিশিষ্ট ধর্ম (Differentia) বলে। পরাজাতি এবং বিশিষ্টধর্ম উভয়ই লক্ষণের অন্তর্গত এবং এই দুই মিলেই লক্ষণ।

অ্যারিষ্টটলের মতে যে গুণটি উদ্দেশ্যপদ-সূচিত জাতির অধীন সকল বস্তু বা ব্যক্তিতে আছে অথচ যা তাদের লক্ষণের অন্তর্গত নয় তাকে অনুলক্ষণ বলে। 'মনুষ্য সুখদুঃখবোধের অধীন' এই বচনে বিধেয়পদ 'সুখদুঃখবোধের অধীন', উদ্দেশ্য 'মনুষ্য'-এর এমন একটি গুণ প্রকাশ করে যা মনুষ্যজাতির অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তিতেই আছে, অথচ তা মনুষ্যের লক্ষণের অন্তর্গত নয়। এই প্রকার গুণকেই অনুলক্ষণ বলে।

যখন কোন বচনের বিধেয়পদ এমন একটি গুণ প্রকাশ করে যা উদ্দেশ্য-পদ-সূচিত জাতির অন্তর্গত সকল ব্যক্তির মধ্যে থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে এবং যে গুণ জাতির স্বভাবের অন্তর্গত নয়, সে গুণকে উপহিত ধর্ম বলে। 'মনুষ্য আরামপ্রিয়'—এই বচনে 'আরামপ্রিয়' এই

বিধেয়পদ মনুষ্যজাতির অন্তর্গত সকল ব্যক্তিদের মধ্যে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এই গুণ উপহিত ধর্ম।

পরবর্তীকালে পর্‌ফিরি নামে একজন রোমক অধ্যাপক অ্যারিষ্টটলের মতের ত্রুটীপূর্ণ এক বিবরণ প্রকাশ করেন। ঐ বিবরণে তিনি যে পাঁচ প্রকারের বিধেয়তার আলোচনা করেছেন তাতে অ্যারিষ্টটল-কথিত 'লক্ষণ' নামক বিধেয়তাটি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সেস্থলে 'উপজাতি' (species) নামে একপ্রকার বিধেয়তার উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে অ্যারিষ্টটলীয় মতের পর্‌ফিরি-ভাষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এ বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করবোনা।

তৃতীয় অধ্যায়

অ্যারিষ্টটলের অধিবিদ্যা

(The Metaphysics of Aristotle)

সব মানুষই স্বভাবতঃই জানতে চায়। জানার জন্য জানাই শ্রেষ্ঠ জানা। অ্যারিষ্টটলের মতে অধিবিদ্যায় আমরা চরমতত্ত্বের মূলনীতি (The first principles of Reality) বা সত্তার প্রকৃতি (The nature of Being) জানতে চেষ্টা করি। কৌতূহল-নিবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য এই জিজ্ঞাসার পেছনে নেই। অ্যারিষ্টটলের মতে অধিবিদ্যা শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা (Wisdom par excellence) এবং যিনি অধিবিদ্যা চর্চা করেন তিনি প্রজ্ঞা-প্রেমিক (Lover of Wisdom)।

শ্রেষ্ঠপ্রজ্ঞা বা অধিবিদ্যা প্রত্যক্ষ-নির্ভর নয়, চিন্তাভিত্তিক। অর্থাৎ, চরমতত্ত্বের মূলনীতি বা সত্তার প্রকৃতি আলোচনা (যাকে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা বলা হয়েছে) প্রত্যক্ষের দ্বারা সম্ভব নয়, চিন্তা দ্বারাই সম্ভব। আমরা চিন্তা করেই ঠিক করি চরমতত্ত্বের মূলনীতি কি বা সত্তার প্রকৃত কি। অ্যারিষ্টটল 'মেটাফিজিক্স' (Metaphysics) গ্রন্থে এই সব আলোচনা করেছেন।

অ্যারিষ্টটল বলেন, চরমতত্ত্বের মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই কারণ এবং তার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে হয়। অ্যারিষ্টটলের মতে কারণ চতুর্বিধ—উপাদান কারণ (Material Cause), আকারগত কারণ (Formal Cause), নিমিত্ত কারণ (Efficient Cause) এবং উদ্দেশ্য কারণ (Final Cause)। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই চতুর্বিধ কারণের প্রকৃতি আলোচনা করা যেতে পারে। যখন মার্বল পাথর দিয়ে একটি মূর্তি গড়া হয় তখন মার্বল পাথর উপাদান কারণ, যে আকার অনুসারে মূর্তি গড়া হয় তা আকারগত কারণ, বাটালির সঙ্গে মার্বল পাথরের সংযোগ নিমিত্ত কারণ এবং যে উদ্দেশ্যে শিল্পী মূর্তি গড়েন তা উদ্দেশ্য-কারণ।

অ্যারিষ্টটল তাঁর পূর্ববর্তী গ্রীক দার্শনিকদের বক্তব্য আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, তাঁরা কেউই চতুর্বিধ কারণের কথা বলেননি। থেলিস (Thales), অ্যানাক্সিমেনেস (Anaximenes), হিরাক্লইটাস (Heraclitus)

উপাদান কারণের কথা বলেছেন। অ্যানাক্সাগোরাস (Anaxagoras) বস্তুর সৌন্দর্য ও গঠনপরিপাট্য কেবলমাত্র জড় উপাদান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়না ভেবে মনের ক্রিয়াকেও কারণ বলে স্বীকার করেছেন। মনের ক্রিয়াকে অ্যারিষ্টটলের ভাষায় নিমিত্ত কারণ বলা যেতে পারে। কিন্তু, মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন আলোচনা অ্যানাক্সাগোরাস করেননি। অ্যারিষ্টটল বলেন, প্লেটো উপাদান কারণ এবং আকারগত কারণ স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু নিমিত্ত কারণ বা উদ্দেশ্য-কারণ স্বীকার করেননি।

এইসব আলোচনা করার পর অ্যারিষ্টটল 'মেটাফিজিক্স' গ্রন্থে বলেছেন, অধিবিদ্যায় আমরা সত্তার (Being) প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করি। এই আলোচনার বিষয় এই বস্তু বা ঐ বস্তুর সত্তা নয়, সাধারণ সত্তা (Being qua Being)। অ্যারিষ্টটল বলেন, কোন কিছু আছে বলতেই ইহা এক বা ঐক্য (Unity) বোঝায়। সুতরাং ঐক্য সত্তার অপরিহার্য গুণ। কিন্তু, সত্তাকে পরাজাতি (Genus) বলা যায়না। মানুষের লক্ষণ 'বিচারশীল প্রাণী'। এই-ক্ষেত্রে 'প্রাণী' পরাজাতি এবং 'বিচারশীল' বিশিষ্ট ধর্ম (Differentia)। 'বিচারশীলতা' সম্বন্ধে 'প্রাণীত্ব', অর্থাৎ, বিশিষ্টধর্ম সম্বন্ধে পরাজাতি বিধেয়রূপে প্রযুক্ত হ'তে পারেনা। কিন্তু, বিশিষ্ট ধর্ম এবং পরাজাতি উভয় সম্বন্ধেই সত্তা বিধেয়রূপে প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং সত্তা পরাজাতি নয়।

সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে 'সত্তা' পদটি একই অর্থে প্রযুক্ত হ'তে পারেনা। দ্রব্য (Substance)-এর সত্তা এবং যে গুণ (quality) দ্রব্যে থাকে তার সত্তা এক নয়। এখানে প্রশ্ন উঠবে—অধিবিদ্যা কোন সত্তা নিয়ে আলোচনা করবে? অ্যারিষ্টটল বলেন, দ্রব্যের সত্তাই মূল (Primary) সত্তা এবং অধিবিদ্যা এই সত্তা নিয়েই আলোচনা করবে। সমস্ত বস্তুই হয় দ্রব্য নয়ত দ্রব্যের কোন বিকার (affection)। কিন্তু, আবার প্রশ্ন উঠবে—দ্রব্য ত নানাবিধ হ'তে পারে, এই অবস্থায় কোন্ দ্রব্য নিয়ে অধিবিদ্যা আলোচনা করবে? অ্যারিষ্টটল বলেন, সত্তার যথার্থ প্রকৃতি স্বনির্ভর এবং নিত্য বস্তুতেই প্রকাশিত, অনিত্য বা পরিবর্তনশীল বস্তুতে নয়। সুতরাং নিত্যদ্রব্য যদি কিছু থাকে তবে তা নিয়েই অধিবিদ্যা আলোচনা করবে। সমস্ত পরিবর্তনের নিয়ামক একটি নিত্য সত্তা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, নইলে কোন অনিত্য বস্তুর কারণ কোন একটি অনিত্য বস্তু, তার কারণ আবার একটি অনিত্য বস্তু, এইভাবে অনবস্থাদোষ দেখা দেবে। অ্যারিষ্টটলের মতে এই নিত্য সত্তা বা দ্রব্য আধ্যাত্মিক প্রকৃতির হ'বে। এই আধ্যাত্মিক সত্তাই অধি-বিদ্যার আলোচ্য। সুতরাং অধিবিদ্যাকে সঙ্গতভাবেই ধর্মবিদ্যা (Theology) বলা যায়। গণিতশাস্ত্র একটি ঔপপত্তিক বিজ্ঞান এবং এই শাস্ত্রের আলোচ্য

পরিবর্তনশীল বস্তু না হ'লেও এবং তা জড় বিষয় (Matter) থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা হ'লেও তা কখনই জড় বিষয় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারেনা। পদার্থবিদ্যা যে বস্তু নিয়ে আলোচনা করে তা জড় বিষয় থেকে স্বতন্ত্রও নয় আবার পরিবর্তনরহিতও নয়। সুতরাং অ্যারিষ্টটল বলেন, নিত্য সত্তা বা দ্রব্য গণিতশাস্ত্র বা পদার্থবিদ্যার আলোচ্য নয়, ইহা একমাত্র অধিবিদ্যারই আলোচ্য হ'তে পারে।

অ্যারিষ্টটল একস্থানে[1] দ্রব্যকে দুভাগে ভাগ করেছেন—নিত্য এবং পরিবর্তনশীল। অন্যত্র[2] তিনি তিনপ্রকার দ্রব্যের কথা বলেছেন—(1) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বিনাশশীল, (2) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং নিত্য এবং (3) অতীন্দ্রিয় ও নিত্য। উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রথম প্রকারের অন্তর্গত, আকাশের গ্রহনক্ষত্র দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভূত এবং মানুষের বিচারশীল আত্মা (Rational soul) ও ঈশ্বর তৃতীয় প্রকার দ্রব্য।

অধিবিদ্যা অতীন্দ্রিয় ও নিত্যদ্রব্য নিয়ে আলোচনা করে। এখন প্রশ্ন হ'ল—এই অতীন্দ্রিয় ও নিত্যদ্রব্যের যথার্থ প্রকৃতি কি? এই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে অ্যারিষ্টটল প্লেটোর জাতিবাদ[3] খণ্ডন করেছেন। আমরা এই খণ্ডনের মূল কথা লিপিবদ্ধ করছি।

(1) প্লেটোর জাতিবাদের পক্ষে একটি যুক্তি এই যে, এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্ভব করে তোলে এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যাখ্যা করে। অ্যারিষ্টটল বলেন, এই যুক্তি জাতি যে কল্পনামাত্র নয় তা-ই প্রমাণ করে, কিন্তু তা জাতি ব্যক্তি ছাড়া থাকতে পারে, একথা প্রমাণ করেনা। প্লেটোর জাতিবাদ অনুসারে অভাব (Negation) এবং সম্বন্ধ (Relation)-জাতিও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু, সাধারণতঃ অভাব এবং সম্বন্ধ-জাতির কথা আমরা চিন্তা করি কি?[4]

(2) জাতিবাদ অপ্রয়োজনীয়।

(ক) অ্যারিষ্টটলের মতে জাতিবাদ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুগুলির সমান্তরাল অনর্থক আর একপ্রস্থ জাতির স্বীকার করে। জগতের অসংখ্য বস্তুর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য জাতি স্বীকার করা হয়, এমন কথা বলা হ'য়েছে। কিন্তু প্লেটো যেভাবে তার জন্য অসংখ্য জাতি স্বীকার করেছেন তাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারেনা। প্লেটো এমন একজন লোকের মত কাজ

1 In Book E of the Metaphysics
2 In Book A of the Metaphysics
3 The Platonic theory of Ideas
4 Metaphysics, 990—8/11

করেছেন যিনি অল্প সংখ্যার সাহায্যে গণনার অসুবিধা বোধ করে মনে করেন যে সংখ্যা দ্বিগুণিত করলে গণনা সহজ হ'বে।[1]

(খ) আমাদের বস্তু-জ্ঞানের জন্য জাতি অপ্রয়োজনীয়। প্লেটোর মতে জাতি বিশেষ বস্তুর মধ্যে থাকেনা। সুতরাং বিশেষ বস্তুর জ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতির কোন প্রয়োজন থাকতে পারেনা। এইরকম ধরনের যুক্তি উত্থাপন করে অ্যারিষ্টটল বোধ হয় জাতির সঙ্গে ব্যক্তির ঘনিষ্ট সম্বন্ধের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। কিন্তু, প্লেটোর বক্তব্যেরও যে একটি ভিত্তি আছে তা অস্বীকার করা সঙ্গত নয়। প্লেটো ব্যক্তিদের মধ্যে জাতির রূপায়ণের কথা বলেছেন। জাতি জানা থাকলে ব্যক্তিতে তা কতটা রূপায়িত হ'য়েছে তা বোঝা যায়। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের আদর্শরূপ জানা থাকলে যেমন বাস্তব রাষ্ট্রের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করা যায় তেমনি ব্যক্তির আদর্শ জাতির জ্ঞান থাকলে ব্যক্তি সেই আদর্শ রূপায়ণের চেষ্টা করতে পারে।

(গ) বস্তুর গতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও জাতি অপ্রয়োজনীয়। ব্যক্তির অস্তিত্ব জাতির অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল হ'লেও জাতি ব্যক্তির গতি (movement) ব্যাখ্যা করতে পারেনা। প্লেটোর মতে জাতি গতিহীন এবং ব্যক্তি জাতির অনুকরণ (copy)। তাহ'লে জাতির মত ব্যক্তিরও গতিহীন হওয়া উচিত। কিন্তু, আমরা অনেক ব্যক্তিরই গতি দেখতে পাই। এখানে প্রশ্ন হ'ল—এই গতি কোত্থেকে আসে?

প্লেটোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করে অ্যারিষ্টটল বোধহয় প্লেটোর প্রতি সুবিচার করেননি। জাতি যে ব্যক্তির গতি ব্যাখ্যা করতে পারেনা, এবিষয়ে প্লেটো সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সেজন্যই তিনি ব্যক্তির গতি ব্যাখ্যার জন্য ডেমিয়ার্জ (Demiurge)-এর ধারণার অবতারণা করেছেন।

(ঘ) জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ব্যাখ্যা দেয় বলে মনে করা হ'য়েছে। কিন্তু, তার ফলে জাতিরাই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'য়ে যাবে। আদর্শ মানুষ[2] বা জাতি মানুষ সক্রেটিসের মতই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'বে। শুধু পার্থক্য এই যে, ব্যক্তি অনিত্য, আর জাতি নিত্য। সুতরাং জাতিকে বলা যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিত্য[3] এবং ব্যক্তি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনিত্য।

1 'Plato is like a man who, unable to count with a small number, thinks that he will find it easier to do so if he doubles the number'—Meta—990/34/8

2 The Ideal man

3 Eternal sensible, Metaph., 997—5/12

এই অভিযোগ খুব যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়না। জাতি মানুষ যদি ব্যক্তি মানুষের পুনরাবৃত্তি (Replica) মাত্র হয়, তবে ব্যক্তি মানুষের মত জাতি মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'বে। কিন্তু, প্লেটো এই অর্থে 'জাতি মানুষ' কথাটি ব্যবহার করেননি। জাতি মানুষ ত একটি ধারণা (Idea)। এই ধারণার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা।

(3) জাতিবাদ একটি অসম্ভব মতবাদ।

(ক) জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর স্বরূপ (essence) প্রকাশ করে বলে মনে করা হয়। কিন্তু জাতি ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্রভাবে থাকে, একথা প্লেটো বলেছেন। যে জাতি ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্রভাবে থাকে সে জাতি ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ করবে কি করে? আসল কথা, জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কি? প্লেটো এই সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য 'অংশ গ্রহণ' (participation) 'অনুকরণ' (imitation) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। অ্যারিষ্টটল বলেন, জাতিকে আদর্শ (pattern) এবং সমস্ত ব্যক্তিরা এই আদর্শের অনুকরণ বা ব্যক্তিরা আদর্শে অংশ গ্রহণ করে, এরূপ বলা শূন্যগর্ভ শব্দ এবং কাব্যিক উপমা প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্তমাত্র।[1]

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে—প্লেটো কি জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে স্থানিক বিচ্ছেদ (local separation) স্বীকার করেছেন—প্লেটোর বক্তব্য কি এই নয় যে, জাতি ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র, অর্থাৎ, জাতি ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়?

(খ) জাতি থেকে ব্যক্তি এসেছে, একথা বলেছেন প্লেটো। কিন্তু 'থেকে' (from) শব্দটির যে কোন প্রচলিত অর্থেই জাতি থেকে ব্যক্তি আসতে পারেনা। এইক্ষেত্রেও আসল সমস্যা হচ্ছে—জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কি? জাতি যদি প্লেটোর মতে নিত্য ও আধ্যাত্মিক হয় তবে অনিত্য ও অনাধ্যাত্মিক বস্তুরূপ ব্যক্তি এই জাতি থেকে কি অর্থে আসতে পারে? এই হ'ল অ্যারিষ্টটলের প্রশ্ন। এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর প্লেটো দিতে পেরেছেন বলে মনে হয়না। এই প্রসঙ্গে যা তিনি বলেছেন তা আমরা পূর্বেই (3ক) আলোচনা করেছি এবং অ্যারিষ্টটল তার যে সমালোচনা করেছেন তাও বলা হয়েছে।

(গ) জাতির প্রকৃতি প্লেটো যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে জাতিও ব্যক্তির মতই বস্তুতঃ বিশেষ (Particular or Individual) হয়ে পড়ে,

1 'To say that they (i.e. The Forms) are patterns and the other things share in them, is to use empty words and poetical metaphors'—Metaph. 1079—24/6

যথার্থ সামান্য (Universal) বা জাতি হ'তে পারেনা। 'জাতি মানুষ' সক্রেটিসের মত ব্যক্তি মানুষের মতই ত বিশেষ, কারণ সক্রেটিস যেমন অন্যান্য মানুষ থেকে ভিন্ন, তেমনি 'জাতি মানুষ' অন্যান্য জাতি থেকে ভিন্ন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে প্লেটোর জাতিবাদের বিরুদ্ধে অ্যারিষ্টটলের যুক্তিগুলোর মধ্যে 'তৃতীয় মানুষের যুক্তি' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।[1] যুক্তিটি এইরূপ। আদর্শ মানুষের সদৃশ বলে একজন মানুষ যদি মানুষ হয় তা হ'লে তৃতীয় আর এক আদর্শ মানুষের কথা ভাবতে হ'বে যার সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্য সাধারণ মানুষ এবং আদর্শ মানুষ মানুষ।

এইরকম আরও অনেক যুক্তি আছে। আসল কথা হ'ল, প্লেটো জাতিকে ব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অতিবর্তী (transcendent) বলে মনে করায় নানাবিধ জটিলতা দেখা দিয়েছে। অ্যারিষ্টটল জাতিকে ব্যক্তির মধ্যে মূর্ত বলে মনে করেছেন এবং বলেছেন যে, জাতি ব্যক্তির অতিবর্তী (transcendent) নয়, ব্যক্তির মধ্যেই অন্তঃস্যূত (immanent)। প্লেটো বলেছেন বিমূর্ত জাতি (Abstract Universal)-র কথা, অ্যারিষ্টটল বলেছেন মূর্ত জাতি (Concrete Universal)-র কথা।

অ্যারিষ্টটলের মতে 'দ্রব্য' (substance) শব্দের মুখ্য অর্থে একমাত্র ব্যক্তিই দ্রব্য। ব্যক্তির মধ্যে জাতি বর্তমান। যে জাতি ব্যক্তির মধ্যে মূর্ত হয় সে জাতি অ্যারিষ্টটলের ভাষায় ব্যক্তির আকার (form) আর যার মাধ্যমে জাতি মূর্ত হয় অ্যারিষ্টটলের ভাষায় তার নাম উপাদান (matter)। সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিই আকার (form) এবং উপাদান (matter)-এর সমাহার।

অ্যারিষ্টটল 'দ্রব্য' শব্দের একটি গৌণ অর্থ স্বীকার করেছেন। এই অর্থে ব্যক্তির আকারগত দিক (formal element)-কে দ্রব্য বলা যায়। সব জিনিষেরই উপাদান আছে, এমন নয়। নিত্য বস্তু অনেক আছে। এদের মধ্যে যারা দেশে সঞ্চরণক্ষম (movable in space) তারা ছাড়া অন্য সকলেরই উপাদান নেই। এদের আছে শুধু আকার।

আকার (Form) উপাদান (Matter) থেকে স্বতন্ত্রভাবে কোন কোন নিত্য বস্তুতে থাকতে পারে, অ্যারিষ্টটলের এই মতের জন্য তিনি প্লেটোর জাতিবাদের বিরুদ্ধে জাতি ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারেনা

1 রাসেল ; হিস্ট্রি অব ওয়েষ্টার্ণ ফিলসফি 184 পৃষ্ঠায় 'The argument of the third man' দ্রষ্টব্য।

বলে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, সেই অভিযোগই তাঁর সম্বন্ধেও তোলা যায়। অ্যারিষ্টটলের লেখা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে মনে হয়, তিনি যেন আকারকে উপাদানের চেয়ে অধিকতর সত্য বলে মনে করেছেন। তাঁর এই মত প্লেটোর 'জাতিই একমাত্র সত্য' এই মত স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে অ্যারিষ্টটল বাহ্যতঃ যতটা প্লেটোর সমালোচক, অন্তরে ততটা তাঁর বিরোধী ন'ন।

অ্যারিষ্টটল আকারের জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান বলেছেন। একটি বস্তুতে আকারের যত প্রাধান্য এবং উপাদানের যত ন্যূনতা দেখা যায় সে বস্তু তত বেশী জ্ঞাত হ'তে থাকে।

অ্যারিষ্টটলের উপাদান এবং আকার সম্বন্ধীয় মতবাদ অব্যক্ত এবং ব্যক্তের (Potential and Actual) পার্থক্যের সঙ্গে সংযুক্ত। অবিমিশ্র উপাদানকে আকারের অব্যক্ত রূপ বলে গ্রহণ করা হয় এবং সমস্ত পরিবর্তন বা অভিব্যক্তি (evolution)-তে যে বস্তুর পরিবর্তন বা অভিব্যক্তি হয় তার আকার পরিবর্তনের পূর্বাপেক্ষা পরিবর্তনের পরবর্তীকালে বেশী ব্যক্ত হয় বলে মনে করা হয়। বক্তব্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যেতে পারে। যার ভেতর গতি আছে, পরিণাম-সাধন করার শক্তি আছে, বিকাশের ক্ষমতা আছে, বহিস্থঃ কোন দ্রব্য দ্বারা প্রতিরুদ্ধ না হ'লে নিজ শক্তিবলে যার অন্য কিছু হ'বার সামর্থ্য বা শক্তি আছে তা-ই শক্ত বা অব্যক্ত। এই অর্থে বৃক্ষের বীজকে বৃক্ষের অব্যক্ত অবস্থা বলা যায়। অব্যক্ত যে বস্তুতে রূপায়িত হয় তা ব্যক্ত। যেমন বৃক্ষের বীজ অব্যক্ত এবং বৃক্ষ ব্যক্ত। বীজ উপাদানও বটে এবং তা বৃক্ষরূপ আকারের অব্যক্ত অবস্থা। বীজ যখন বৃক্ষরূপে রূপান্তরিত হয় তখন বীজে বৃক্ষ অব্যক্ত থাকে এবং বৃক্ষে তা ব্যক্ত হয়। বীজের বৃক্ষাকারে বিকশিত হবার ক্ষমতা আছে বলে বীজ শক্ত বা বৃক্ষের অব্যক্তরূপ এবং বীজ বৃক্ষাকারে রূপান্তরিত হয় বলে' বৃক্ষ ব্যক্ত বা অভিব্যক্ত বীজ।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, গতি বা পরিবর্তনের জন্য উপাদান এবং আকার বা অব্যক্ত এবং ব্যক্ত দুইই দরকার। অ্যারিষ্টটল এই দুটি ছাড়া গতি বা পরিবর্তনের আর একটি নিয়ামকের কথাও বলেছেন। এই তৃতীয় নিয়ামক অভাব (Privation or Exigency)। জল থেকে বাষ্প হয়। কিন্তু, শুধু জল থেকে ত বাষ্প হয়না। জল বিশেষ পরিমাণে উত্তপ্ত হ'লে তবে বাষ্প হয়। অর্থাৎ জলের মধ্যে বাষ্পের সামর্থ্য আছে, কিন্তু শুধু জলই বাষ্প নয়। জলের বিশেষ অবস্থা (বিশেষ পরিমাণে উত্তপ্ত হওয়া) না আসা পর্য্যন্ত জলে বাষ্পাকারের

অভাব দেখা যায়। এই অভাবকেই অ্যারিষ্টটল গতির তৃতীয় নিয়ামক বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, অভাব উপাদান বা আকারের মত গতির সদর্থক বা ভাবাত্মক নিয়ামক (positive element) নয়। কিন্তু, এই অভাব স্বীকার না করলে গতির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

উপাদান এবং আকারের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু, যা কোন ক্ষেত্রে উপাদান বা আকার তা অন্য কোন ক্ষেত্রেই যথাক্রমে আকার বা উপাদান, হ'তে পারেনা, মন নয়। যেমন দেহ-সম্বন্ধে আত্মা আকার, কিন্তু প্রজ্ঞা-সম্বন্ধে উপাদান। বিশ্বের সমস্ত বস্তু একটি বিশেষ ক্রমে (scale) সজ্জিত। এই ক্রমে সর্বনিম্নে আছে আদিম উপাদান (Prime Matter), এই উপাদান একান্তভাবেই আকারহীন; আর সর্বোপরি আছে অন্তিম আকার; এই আকারের কোন উপাদান নেই, একে বিশুদ্ধ আকার এবং অসঙ্গ বলা যায়। অ্যারিষ্টটল এই অন্তিম আকারের নাম দিয়েছেন ঈশ্বর। আদিম উপাদান এবং অন্তিম আকারের মধ্যবর্তী স্তরে যা কিছু আছে তার উপাদানও আছে, আকারও আছে।

উপাদান এবং আকারকে যখন শক্ত বা অব্যক্ত এবং ব্যক্তরূপে বোঝা যায় তখন মনে রাখতে হ'বে যে কালিক ক্রমে অব্যক্ত বা শক্ত পূর্ববর্তী এবং ব্যক্ত পরবর্তী, কিন্তু ন্যায়ক্রমে (Logically) ব্যক্ত পূর্ববর্তী এবং অব্যক্ত বা শক্ত পরবর্তী। বক্তব্য দৃষ্টান্ত সহযোগে সুস্পষ্ট করা যেতে পারে।

গাছের বীজ গাছের সম্বন্ধে শক্ত বা অব্যক্ত এবং গাছ গাছের বীজের সম্বন্ধে ব্যক্ত, একথা আমরা আগেই বলেছি। কালিক বিচারে বীজ পূর্ববর্তী এবং গাছ পরবর্তী, সুতরাং অব্যক্ত বা শক্ত পূর্ববর্তী এবং ব্যক্ত পরবর্তী। অর্থাৎ, গাছের বীজ আগে থাকে তারপর তা থেকে গাছ হয়, বীজ না থাকলে গাছ হ'তে পারেনা। কিন্তু, যে বীজে গাছ ব্যক্ত হয়ে নেই, সে বীজ থেকে ত গাছ হ'বেনা। এই দৃষ্টিতে ব্যক্ত গাছ পূর্ববর্তী। এই দৃষ্টি ন্যায়ের দৃষ্টি (logical standpoint) এবং যুক্তি দিয়ে আমরা এ ব্যাপারটা বুঝতে পারি। সেজন্যই বলা হয় যে, ন্যায়-ক্রমে (Logically) ব্যক্ত পূর্ববর্তী এবং অব্যক্ত বা শক্ত পরবর্তী। এই দৃষ্টিতে পূর্বে আমরা অ্যারিষ্টটলের মতে উদ্দেশ্য কারণ (Final cause) রূপে যা আলোচনা করেছি তা-ই সর্বাপেক্ষা পূর্ববর্তী। কারণ, উদ্দেশ্যই সমস্ত কার্য নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সেজন্যই অ্যারিষ্টটল বিশ্বের চরম উদ্দেশ্য কারণকে আদি কারণ বলেছেন।

অ্যারিষ্টটল ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য 'আদি কারণ' (First cause) যুক্তির অবতারণা করেছেন। সাধারণতঃ আমরা একটি গতির

ব্যাখ্যা আর একটি গতির দ্বারা করে থাকি। যেমন একটি বিলিয়ার্ড বলের গতি আর একটি বিলিয়ার্ড বলের গতি দ্বারাই সাধারণতঃ ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু, এইভাবে একটি গতির দ্বারা আর একটি গতির ব্যাখ্যা দিলে এই ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়া কখনও শেষ হ'বেনা এবং অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। সেজন্য অ্যারিষ্টটল বলেন, গতির আদি কারণ গতিহীন হ'বে। এই গতিহীন কারণ নিত্য, ব্যক্ত এবং অন্তিম আকার (Final form) হ'বে। যদি এই কারণ গতিহীন না হয় তবে তার গতির আবার কারণ খুঁজতে হ'বে। এই কারণ যদি নিত্য না হয়ে অনিত্য হয় তবে তার আবার কারণ থাকবে, যে কোন অনিত্য দ্রব্যেরই কারণ থাকে। এই কারণ যদি পরিপূর্ণ ব্যক্ত (Completely Actual) না হয়ে অব্যক্ত হয় তবে তার আবার পরিবর্তন থাকবে এবং তার কারণ খুঁজতে হ'বে। আর এই কারণ যদি অন্তিম আকার না হয়ে উপাদান বিশিষ্ট হয় তবে তারও পরিবর্তন থাকবে এবং আবার এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কারণ স্বীকার করতে হ'বে এবং অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। আসলে অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্য অ্যারিষ্টটল নিত্য, ব্যক্ত, অন্তিম আকাররূপ গতিহীন এক আদি কারণ স্বীকার করেছেন। অ্যারিষ্টটলের মতে এই কারণই ঈশ্বর। অ্যারিষ্টটল এই ঈশ্বরকে বলেছেন, গতিহীন আদি প্রবর্তক।[1] এই আদি প্রবর্তক আবার বিশ্বের চরম উদ্দেশ্য। কারণ, এই বিশ্ব অন্তিম আকাররূপ এই আদি প্রবর্তকের শক্যতার জন্যই অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে। অ্যারিষ্টটলের মতে ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় ও নিত্য দ্রব্য। আমরা এপ্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচনা করেছি।

আমরা পূর্বেই বলেছি, আদি প্রবর্তক কারণ উপাদানহীন। সুতরাং তার পক্ষে কোন শারীরিক কাজ করা সম্ভব নয়। তার একমাত্র কাজ চিন্তা। সেজন্যই অ্যারিষ্টটল বলেন, বিশ্বের আদি কারণ ঈশ্বর জগৎ-স্রষ্টা নন। কারণ, সৃষ্টিরূপ কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ঈশ্বর চিন্তা করেন। সে চিন্তা নিজেরই চিন্তা। কারণ, কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করার মত কোন উপাদান ঈশ্বরের নেই। ঈশ্বর উপাদানহীন পরিপূর্ণ আকার। এই চিন্তাকে অ্যারিষ্টটল 'চিন্তার চিন্তা' (thought of

1 বিশ্বের গতিহীন প্রবর্তক (unmoved mover) সংখ্যায় এক এবং তিনি ঈশ্বর একথা যেমন অ্যারিষ্টটল বলেছেন (Metaphysics, Chapters VII & IX): তেমনি আবার গতিহীন প্রবর্তকের একাধিক সংখ্যার কথাও তিনি বলেছেন (Physics এবং Metaphysics Chapter VIII)। গতিহীন প্রবর্তক একাধিক হ'লে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি, এই বিষয়ে জটিল প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু প্রবর্তক মাত্র একজন হ'লে সে সমস্যা থাকেনা।

thought) বলেছেন। ঈশ্বর পরিপূর্ণ আকার বলে শুদ্ধ জ্ঞান। আমরা পূর্বেই বলেছি, অ্যারিষ্টটলের মতে চিন্তাই শুদ্ধজ্ঞান। সুতরাং ঈশ্বর যখন নিজের চিন্তা করেন, তখন তিনি চিন্তার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন। সেণ্ট টমাস এবং আরও অনেকে (যেমন ব্রেণ্টানো) ঈশ্বরের চিন্তার বিষয়রূপে জগতের কথাও অ্যারিষ্টটল স্বীকার করেছেন বলে অ্যারিষ্টলের ভাষ্য লিখেছেন। কিন্তু, এই ভাষ্য অ্যারিষ্টলের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই মনে হয়। অ্যারিষ্টটল ঈশ্বরকে যেমন সৃষ্টিকর্তা বলেননি, তেমনি তিনি ঈশ্বরের বিধান বলে কিছু আছে, এমন কথাও স্বীকার করেননি।[1]

অ্যারিষ্টটল-স্বীকৃত ঈশ্বর মানবিক গুণান্বিত কি-না, এই প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উঠতে পারে। অ্যারিষ্টটল নিত্য, অচঞ্চল আদি প্রবর্তককে কোথায়ও মানবিক গুণান্বিত বলে উল্লেখ করেননি। এই ঈশ্বর আমাদের উপাস্য বা এই ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করতে পারি, এমন কোন ইঙ্গিতও অ্যারিষ্টটলের রচনায় নেই। অ্যারিষ্টটলের ঈশ্বর আত্মতৃপ্ত এবং আত্ম-কেন্দ্রিক বলে মনে হয়। এই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকতে পারে বলে মনে হয় না। 'ম্যাগ্না মরেলিয়া' গ্রন্থে অ্যারিষ্টটল সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, যাঁরা মনে করেন ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করা যায় তাঁরা ভ্রান্ত, কারণ, আমরা যেমন ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারিনা ঈশ্বরও তেমনি আমাদের ভালবাসতে পারেননা।

'মেটাফিজিক্স' গ্রন্থ লেখার পূর্বে অ্যারিষ্টটল যখন বিশেষভাবে প্লেটোর চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত ছিলেন তখন তাঁর কোন কোন লেখায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অন্য কতকগুলো প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, মানুষ যখন জগতের স্থলভাগ এবং বিস্তীর্ণ জলভাগের সৌন্দর্য্য এবং আকাশের মহিমা উপলব্ধি করে তখন সে মনে করে, এরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সৃষ্টি। এই প্রমাণ উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রমাণ (Teleological argument)-এর অস্পষ্ট পূর্বাভাষ বলে মনে হয়। অ্যারিষ্টটলের আর একটি প্রমাণ এইরূপ—'যেখানেই শ্রেয় বলে কিছু আছে, সেখানেই শ্রেষ্ঠ বলে কিছু আছে; জগতে স্থিত বস্তুগুলোর মধ্যে একটি অন্যটি অপেক্ষা শ্রেয় হয়, সুতরাং শ্রেষ্ঠ বলে কিছু থাকবেই এবং তা নিশ্চয়ই ঈশ্বর।[2] এখানে যে

1 'Aristotle has no theory of divine creation or of divine providence' Ross—Aristotle, p. 184.

2 এই জাতীয় একটি প্রমাণ ভারতীয় যোগদর্শনে পাওয়া যায়। যোগ দার্শনিকেরা বলেন, যারই মাত্রাভেদ আছে তারই চরম মাত্রা ও স্বল্পতম মাত্রা থাকতে বাধ্য। জ্ঞান এবং শক্তির মাত্রাভেদ বর্তমান। অর্থাৎ, কারও জ্ঞান এবং শক্তি বেশী, কারও আবার কম।

শ্রেষ্ঠতার কথা বলা হয়েছে তা সাপেক্ষ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ বা পূর্ণ শ্রেষ্ঠ নয়। নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ বা পূর্ণ শ্রেষ্ঠের কথা বলতে হ'লে সমস্ত সীমিত বা সাপেক্ষ শ্রেষ্ঠতার উৎসরূপে পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ মানতে হ'বে। পরবর্তীকালে সেণ্ট টমাস অ্যারিষ্টটলের লেখায় এমন ধরণের চিন্তারও স্বাক্ষর পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করেছেন।

অ্যারিষ্টটল মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন, জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ যে ঈশ্বরের কল্পনা করেছেন 'মেটোফিজিক্স' গ্রন্থে, সে ঈশ্বর মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি পরিতৃপ্ত করতে পারেনা। এই জগতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে চলেছেন, এমন কথা অ্যারিষ্টটল বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর বিশুদ্ধ আকার (pure form) বলে চরম ব্যক্ত বা শক্য (The ultimate actuality) এবং বিশ্ব অসচেতনভাবে এই আকার প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর অগ্রসর হচ্ছে। অ্যারিষ্টটল যে উদ্দেশ্যবাদ (teleology) মানতেন তা অসচেতন উদ্দেশ্যবাদ (unconscious teleology)। এই সব মত কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকেই তৃপ্তি দিতে পারেনা। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা এই বিশ্বে ঈশ্বরের বিধান অনুসারে সমস্ত কিছু পরিচালিত হচ্ছে বলে মনে করেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতে বিশ্বলীলা চলে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের এই বিশ্বাস।

'ডি আমিনা' গ্রন্থে অ্যারিষ্টটল আত্মা (Soul) সম্বন্ধে তাঁর মত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে আত্মা দেহ থেকে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নয়; আত্মা দেহের ঐক্য-বিধায়ক আকার।[1] আত্মার জন্যই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটা অন্তঃসূত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। অ্যারিষ্টটল আত্মাকে দেহের আকার (Form) বলেও উল্লেখ করেছেন। উপাদান (Matter)-এর সঙ্গে আকার Form)-এর যে সম্বন্ধ দেহের সঙ্গে আত্মার সেই সম্বন্ধ। আত্মাই দেহের উদ্দেশ্য কারণ (Final cause), অর্থাৎ, আত্মার জন্যই দেহের অস্তিত্ব। আত্মা দ্রব্য (substance) এবং দেহরূপ অব্যক্ত বা শক্তের (Potential) সম্বন্ধে ব্যক্ত (Actual)। অ্যারিষ্টটল জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব (Immortality) মানতেন কি-না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। 'অন্ দি সোল' গ্রন্থে তিনি বলেছেন, আত্মা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত এবং পাইথাগোরাসের জন্মান্তরবাদ হাস্যাস্পদ ব্যাপার। এই কথা থেকে মনে

এই যদি অবস্থা হয়, তবে পূর্ণজ্ঞান এবং পূর্ণশক্তি নিশ্চয়ই কারও থাকবে। কোন মানুষেরই তা থাকা সম্ভব নয়। কারণ, অপূর্ণ মানুষ কোন বিষয়েই পূর্ণত্ব লাভ করতে পারেনা। সুতরাং পূর্ণজ্ঞান এবং পূর্ণ শক্তির অধিকারীরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হ'বে।

1 Harmony of the body

হয় অ্যারিষ্টটলের ধারণা ছিল যে, দেহের সঙ্গেই আত্মার বিনাশ হয়। অ্যারিষ্টটল বলেছেন, 'আত্মাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না'। একথা বলেই আবার তিনি বলেছেন, 'অন্তত আত্মার কোন কোন শক্তি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না।'

এই গ্রন্থেই[1] অ্যারিষ্টটল আত্মা (Soul) এবং মন (Mind)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন, মন আত্মা অপেক্ষা উচ্চতর এবং দেহের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম যুক্ত। আত্মার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ আলোচনা করার পর অ্যারিষ্টটল বলেন, 'মনের কথা স্বতন্ত্র। মন আত্মায় নিহিত একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য বলে মনে হয় এবং এর ধ্বংসও অসম্ভব বলে বোধ হয়'। তিনি আরও বলেন, আত্মার অন্যান্য শক্তি থেকে স্বতন্ত্রভাবে থাকবার ক্ষমতা কেবল মনেরই আছে; আত্মার অন্যান্য শক্তি স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারেনা। মনের জন্যই আমরা গণিত এবং দর্শন বুঝতে পারি। মনের বিষয় কালাতীত (timeless), সুতরাং মনকেও কালাতীত বলা যায়। আত্মা দেহ পরিচালনা করে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় প্রত্যক্ষ করে। আত্মপুষ্টি (self-nutrition), সংবেদন (sensation), অনুভূতি (feeling) এবং উদ্দেশ্যানুগতা (motivity) আত্মার ধর্ম। কিন্তু, মনের কাজ চিন্তা করা। চিন্তার সঙ্গে দেহ বা ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং মন অবিনশ্বর[2] হ'তে পারে।

'নিকোম্যাকিয়ান এথিক্স' গ্রন্থে অ্যারিষ্টটল আত্মার দুটি দিকের কথা বলেছেন, যুক্তির দিক (Rational aspect) এবং অযুক্তির দিক (Irrational aspect)। তাঁর মতে একজন ব্যক্তির সঙ্গে আর একজন ব্যক্তির যে পার্থক্য তা দেহ এবং আত্মার অযুক্তির দিকের জন্য। আত্মার যুক্তির দিক বা মন কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। অযুক্তি আমাদের আলাদা করে এবং যুক্তি আমাদের মধ্যে ঐক্য আনে। সুতরাং মনের বা আত্মার যুক্তির দিকের অবিনশ্বরতা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত অবিনশ্বরতা নয়। প্লেটো এবং পরবর্তীকালে খ্রীষ্টধর্ম যে ব্যক্তিগত অবিনশ্বরতার কথা বলেছেন, অ্যারিষ্টটল বোধহয় তা স্বীকার করতেননা। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ যতটা যুক্তির অধীন[3] ততটা সে দিব্যস্বভাবের অধিকারী এবং মানুষের দিব্যস্বভাবই অবিনশ্বর। মানুষ তার দিব্যস্বভাব যত বিকশিত করে তত সে ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে ভূমার স্তরে উন্নীত হয়। ভূমাত্বই অমৃতত্ব।

1 On the soul
2 Immortal
3 Rational

চতুর্থ অধ্যায়

অ্যারিষ্টটলের প্রাকৃতিক দর্শন এবং মনোবিজ্ঞান

(Aristotle's Natural Philosophy and Psychology)

অ্যারিষ্টটলের কালে আজকাল আমরা যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural science) বলি তা দর্শনের অন্তর্গত ছিল এবং তাকে বলা হ'ত প্রাকৃতিক দর্শন (Natural Philosophy)। অ্যারিষ্টটল আধুনিককালের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং তৎকালীন প্রাকৃতিক দর্শন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে-ছিলেন। প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা পাশ্চাত্ত্য দেশে অ্যারিষ্টটলই প্রথম করেন।

জড় এবং গতির অধীন বিভিন্ন বস্তুর সমাহারকেই প্রকৃতি বলা যায়। অ্যারিষ্টটল অবশ্য তাঁর 'ফিজিক্স' গ্রন্থে প্রকৃতির কোন লক্ষণ (definition) নির্দেশ করেননি তবে তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় তিনি প্রাকৃতিক বস্তুর সমাহারকেই প্রকৃতি বলেছেন।[1] প্রাকৃতিক বস্তু বলতে অ্যারিষ্টটল সেই সমস্ত বস্তু বুঝতেন যাদের মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনার জন্যই উপাদান (matter) আকারে (form) রূপান্তরিত হয়। উপাদান কিভাবে ক্রমে ক্রমে নিম্নতর আকার থেকে উচ্চতর আকারে বিকশিত হয় তা অ্যারিষ্টটল বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। অ্যারিষ্টটলের ধারণা, যদিও প্রাকৃতিক বস্তুতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা বা শক্তি (potency) আছে তথাপি সম্ভাবনার রূপায়ণ বা ব্যক্ততা (actuality) একটি বাহ্য নিমিত্ত কারণের ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

অ্যারিষ্টটলের মতে প্রকৃতির মূল লক্ষ্য মনুষ্যসৃষ্টি। মনুষ্যসৃষ্টির জন্যই না-কি প্রাকৃতিক যাবতীয় ক্রিয়া পরিচালিত হ'য়েছে এবং হচ্ছে। তবে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য চলার পথে প্রকৃতিতে নিষ্প্রাণ বস্তু, উদ্ভিদ, মনুষ্যেতর প্রাণী প্রভৃতির সৃষ্টি হ'য়েছে। অ্যারিষ্টটল মনুষ্যসৃষ্টি বলতে পুরুষ মানুষের সৃষ্টি বুঝতেন। তাঁর মতে নরের তুলনায় নারী নিকৃষ্ট। নারীসৃষ্টি প্রকৃতির লক্ষ্য নয়। তবে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হ'তে গিয়ে এইসব উপলক্ষ্য (byproduct) সৃষ্টি হ'য়েছে।

1 Physics, B 1, 192 b 13 ff.

অ্যারিষ্টটলের মতে প্রকৃতিতে যে গতি (movement) বর্তমান তা দ্বিবিধ অর্থে গ্রহণ করা যায়। ব্যাপক অর্থে গতি বলতে আগমন এবং নির্গমন বোঝায়, আর সঙ্কীর্ণ অর্থে গতি বলতে গুণগত গতি (qualitative movement), পরিমাণগত গতি (quantitative movement) এবং স্থানীয় গতি (local movement) বোঝায়। আমরা সাধারণতঃ ব্যবহারিক জীবনে গতি বলতে স্থানীয় গতিই বুঝি।

অ্যারিষ্টটল বলেন, গতি কখনই দেশ (Place) এবং কাল (Time) ভিন্ন সম্ভব নয়। দেশ আছে বলেই বস্তুর স্থানান্তরিতকরণ সম্ভব। দেশ আছে বলেই আমরা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতের অস্তিত্ব বুঝতে পারি। দেশ না থাকলে যেমন বস্তুর স্থানান্তরিতকরণ সম্ভব হ'তনা তেমনি সম্ভব হ'তনা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতের অস্তিত্ব।

অ্যারিষ্টটলের মতে একটি বস্তুর যে সীমা, অর্থাৎ যে সীমায় সীমিত হ'য়ে একটি বস্তু থাকে তা-ই দেশ। এই সীমা স্থির (immobile) এবং সেজন্য দেশও স্থির। এইভাবে যদি দেশ ব্যাখ্যা করা হয় তবে শূন্য দেশ (empty place) বা বিশ্ববহির্ভূত দেশ (place outside the Universe) বলে কিছু থাকতে পারেনা, কারণ দেশ আধার্য্য বস্তুর সীমা। যেখানে আধার্য্য বস্তু নেই, সেখানে দেশও নেই। বিশ্বে যা কিছু আছে সবই দেশে আছে, কিন্তু বিশ্ব নিজে দেশে নেই। গতি যেহেতু স্থানান্তর বোঝায় এবং স্থানান্তর যেহেতু দেশেই সম্ভব, সুতরাং বিশ্বের কোন সম্মুখ গতি থাকতে পারেনা। বিশ্বের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন গতি সম্ভব, কিন্তু বিশ্বের বহির্গতি সম্ভব নয়।

অ্যারিষ্টটল বলেন, কাল গতি বা পরিবর্তনের সঙ্গে অভিন্ন, একথা বলা সঙ্গত নয়। গতি বা পরিবর্তন বিবিধ হ'তে পারে; কিন্তু, কাল এক, অনেক নয়। কাল বিচ্ছিন্ন মহূর্তের সমষ্টিমাত্র নয়, ইহা অবিচ্ছিন্ন। যা নিত্য এবং সম্পূর্ণ স্থির তা কালে থাকেনা। যেসব বস্তু অনিত্য, যাদের পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে, একমাত্র তারাই কালে থাকে। গতি নিত্য, কিন্তু, স্থির নয়, সুতরাং গতি কালে থাকে। কাল নিত্য, কারণ কালের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

যে গতি বা পরিবর্তন কালে ঘটে তা শুধু স্থানীয় গতি নয়, মানসিক অবস্থার পরিবর্তনও কালেই বোঝা যায়। অ্যারিষ্টটলের মতে কাল-গণনা সম্ভব। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা বিভিন্ন ক্ষণ গুণতে পারি। এর অর্থ এই যে, কালে যে পরিবর্তন ঘটে তার বিভিন্ন অবস্থা ভাবা যায়। এই বিভিন্ন অবস্থার গণনার নামই কাল-গণনা।

কার ভিত্তিতে কালের পরিমাপ করা যায়, এবিষয়ে অ্যারিষ্টটল আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে যে গতি স্বাভাবিক এবং সর্বত্র একরূপ সেই গতিই কাল-পরিমাপের যথার্থ ভিত্তি হ'তে পারে। বৃত্তাকার গতি (movement in a circle) স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্র একরূপ। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি স্বাভাবিক গতি। সেজন্য অ্যারিষ্টটল বলেন, সূর্য্যের গতির ভিত্তিতে কাল-পরিমাপই কালের যথার্থ পরিমাপের উপায়।

অ্যারিষ্টটল প্রশ্ন তুলেছেন, মন-নিরপেক্ষভাবে কাল থাকতে পারে কি? পরিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থার গণনার ভিত্তিতে যদি কাল-গণনা সম্ভব হয় তবে গণনা করার কোন মন না থাকলে কাল-গণনা হ'বে কি করে? অ্যারিষ্টটল বলেন, কাল অবিচ্ছিন্ন, তার যে বিভিন্ন অংশের কথা কল্পনা করা হয় তা শক্ত বা অব্যক্ত (potential), কিন্তু ব্যক্ত (actual) নয়। মন এই সব বিভিন্ন অংশের বিভিন্নতা কাল-গণনার ভিত্তিতে নির্ণয় করে, কিন্তু তাদের শক্ততা মনের ওপর নির্ভর করেনা। অ্যারিষ্টটলের মতে অবিচ্ছিন্ন কাল এবং তার বিভিন্ন অংশের শক্ততা মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। অ্যারিষ্টটলের কাল-সম্পর্কিত ধারণা কাণ্টের অনুরূপ নয় বা কাণ্টের মতবাদের ভিত্তিও নয়।

অ্যারিষ্টটল অসীমের সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন।

(ক) তিনি বলেন, অসীম দেহ বা বস্তু সম্ভব নয়, কারণ প্রত্যেক দেহ বা বস্তুই দেশে সীমিত। অ্যারিষ্টটল আরও বলেন, দেহ বা বস্তুর অবস্থানের কথা ভাবতে গেলেই 'ওপরে', 'নীচে', 'পূর্বে', 'পশ্চিমে' প্রভৃতি দেশগত অবস্থানের কথা ভাবতে হয়। অসীম দেহ বা বস্তুর এই জাতীয় অবস্থান হ'তেই পারেনা। সুতরাং অসীম দেহ বা বস্তুর অবস্থান সম্ভব নয়। অ্যারিষ্টটল আরও বলেন, অসীম সংখ্যা বলেও কিছু থাকতে পারেনা, কারণ সংখ্যা গণনা করা যায় এবং অসীম সংখ্যা (Infinite number) গণনা করা সম্ভব নয়।

(খ) যদিও অ্যারিষ্টটল অসীম দেহ বা বস্তুর এবং অসীম সংখ্যার ব্যক্ততা বা শক্যতা (actuality) বা অবস্থান অস্বীকার করেছেন, তবু তিনি অন্য অর্থে 'অসীম' (The Infinite) স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, অসীম শক্ত বা অব্যক্ত রূপে সম্ভব। অর্থাৎ, অ্যারিষ্টটলের মতে অসীমের ব্যক্ততা নেই, অব্যক্ততা বা শক্ততা আছে; বাস্তবতা নেই, সম্ভাবনা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন, কোন দৈশিক বিস্তৃতিই ব্যক্ত বা বাস্তবরূপে অসীম নয়, তবে শক্তরূপে বা সম্ভাবনারূপে অসীম কারণ তা অসীম ভাগে বিভাজ্য। একটি সরলরেখা ব্যক্ত অসীম সংখ্যক বিন্দুর সমাহার নয়, কারণ ইহা

অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু অসীম ভাগে বিভাজ্য হওয়ার শক্ততা বা সম্ভাবনা (potentiality) তার আছে, যদিও এই অসীম বিভাগ বস্তুতঃ করা কখনই সম্ভব নয়। অ্যারিষ্টটল এইভাবে গ্রীক দার্শনিক জিনো (Zeno) যে অনুপপত্তি (puzzle) উত্থাপন করেছিলেন তার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন।

অ্যারিষ্টটলের মতে কালও অব্যক্ত বা শক্তরূপে অসীম। কারণ, অনির্দিষ্টভাবে এর অংশের কথা ভাবা যায়, কিন্তু, কাল কখনই ব্যক্ত অসীম (actual infinite) রূপে থাকেনা, কারণ, কাল অবিচ্ছিন্ন এবং এর অংশগুলো বস্তুতঃ ভিন্ন নয়। দেশ ও কালের মত সংখ্যাও অব্যক্ত বা শক্তরূপে অসীম, কিন্তু ব্যক্তরূপে অসীম নয় ; কারণ, সংখ্যা অনির্দিষ্টভাবে বাড়িয়ে যাওয়া যায় (সুতরাং সংখ্যা অব্যক্ত বা শক্তরূপে অসীম) এবং গণনা সম্ভব নয় এমন সংখ্যা গণনা করা যায়না (সুতরাং সংখ্যা ব্যক্তরূপে অসীম নয়)। কিন্তু, দেশ ও কালের সঙ্গে সংখ্যার এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যে, দেশ ও কাল অসীম ভাগে বিভাজ্য এবং সংখ্যা অসীম ভাগে বিভাজ্য নয়। সংখ্যার একটা নিম্নতম একক আছে এবং তা অবিভাজ্য।

অ্যারিষ্টটলের মতে সমস্ত স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক গতিই উদ্দেশ্যমূলক। অব্যক্ত বা শক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণতি এবং উপাদানে আকারের রূপায়ণই এই উদ্দেশ্য। প্লেটোর মতই অ্যারিষ্টটলের চিন্তায় প্রকৃতির যান্ত্রিকতা অপেক্ষা উদ্দেশ্যমুখীতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে অ্যারিষ্টটল যে উদ্দেশ্যমূলকতার কথা বলেছেন তা বোধ হয় সচেতন নয়, অসচেতন। এবিষয় আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি (অ্যারিষ্টটলের অধিবিদ্যা প্রসঙ্গে)।

অ্যারিষ্টটলের মতে বিশ্ব দু'টি স্বতন্ত্রলোকে বিভক্ত—অতিচান্দ্রলোক (The superlunary world) এবং অধঃচান্দ্রলোক (The sublunary)। অতিচান্দ্রলোকে নক্ষত্রের অবস্থান। নক্ষত্র অবিনশ্বর। স্থানীয় গতি (local motion) ভিন্ন তার অন্য কোন গতি নেই। নক্ষত্রের গতি বৃত্তাকার। অ্যারিষ্টটলের মতে নক্ষত্রের উপাদান ব্যোম (aether)। ব্যোম অন্যান্য চতুর্ভূত ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অ্যারিষ্টটল মনে করতেন বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে বর্তুলাকার জগৎ এবং তার চতুর্দিকে এককেন্দ্রবিশিষ্ট বর্তুলাকার অপ, মরুৎ ও তেজের বিভিন্ন স্তর। এই সমস্ত পার হ'য়ে স্বর্গলোক। এই লোকের গতি (movement) আদি প্রবর্তকের (The first mover) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বর্গের নিম্নে গ্রহমণ্ডল। এই মণ্ডলে সূর্য্য, চন্দ্র এবং অন্য পাঁচটি গ্রহ বর্তমান। প্রত্যেক গ্রহের একজন পরিচালক বিধাতা আছেন।

অ্যারিষ্টটলের মতে প্রকৃতিতে ত্রিবিধ সত্তা বর্তমান। প্রথমতঃ এক অভৌতিক সত্তা। এই সত্তা স্বয়ং অবিচলিত, কিন্তু সমস্ত গতির উৎস। অ্যারিষ্টটল এই সত্তার নাম দিয়েছেন ঈশ্বর। দ্বিতীয় সত্তা অন্য কর্তৃক চালিত, বৃত্তাকার পথে বিচরণশীল, অবিনশ্বর এবং উপাদান-সংশ্লিষ্ট। এই সত্তার নাম স্বর্গ। সর্বশেষে এই পৃথিবীর নশ্বর সামগ্রী।

অ্যারিষ্টটলের মতে এই পৃথিবীর বিশেষ বস্তুগুলো নশ্বর, কিন্তু উপজাতি (species) এবং পরাজাতি (genera) নিত্য। সুতরাং অ্যারিষ্টটলের দর্শনে আধুনিক অর্থে বিবর্তন (evolution) নেই। নিত্য উপজাতি এবং পরাজাতি প্রসঙ্গে বিবর্তনের কোন কথাই উঠ্‌তে পারেনা। তবে বিশ্বের বস্তুনিচয়ের মধ্যে অ্যারিষ্টটল স্তরভেদ স্বীকার করেন এবং এইক্ষেত্রে বিবর্তনের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। বিশ্বের বস্তুনিচয়ের সর্বনিম্নস্তরে নিষ্প্রাণ উপাদান, তদুপরি স্তরে সপ্রাণ উপাদান। সপ্রাণ উপাদানের মধ্যে উদ্ভিদ সর্বনিম্নস্তরে, তদুপরি স্তরে প্রাণী, তদুপরি স্তরে মানুষ। মানুষই সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আত্মা সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের মূল বক্তব্য আমরা 'অ্যারিষ্টটলের অধিবিদ্যা' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সেখানে আলোচিত হয়নি এমন কিছু কথা আমরা এখানে সন্নিবেশিত করছি। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য 'ডি আনিমা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করেছেন এবং আত্মা সম্বন্ধে নিজ বক্তব্য যে লিউকিপ্পাস Leucippus) এবং ডেমোক্রাইটাস (Democritus)-এর জড়বাদী মত থেকে স্বতন্ত্র তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আত্মা সম্বন্ধে তাঁর মত প্লেটোর মতের অনুরূপ। তবে প্লেটো আত্মাকে দেহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে মনে করেছেন, কিন্তু অ্যারিষ্টটলের মতে আত্মা দেহের আকার (form) এবং দেহ আত্মার উপাদান (matter) বলে এবং আকার ও উপাদান পরস্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ ('অ্যারিষ্টটলের অধিবিদ্যা' অধ্যায়ে একথা আলোচিত হয়েছে) বলে দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ নিবিড়, অবিচ্ছেদ্য। অ্যারিষ্টটলের মতে আত্মা সজীব দেহের আকারগত কারণ (formal cause) এবং ঐক্য-বিধায়ক বা নিয়ন্ত্রক শক্তি (harmonising principle)। আত্মা গতির উৎস, কিন্তু আত্মার নিজস্ব গতি নেই। অর্থাৎ, আত্মা নিজে অপরিবর্তিত থেকে পরিবর্তনের হেতুবিধান করে। প্লেটো আত্মার নিজস্ব গতি স্বীকার করেছেন। এই বিষয়ে প্লেটোর সঙ্গে অ্যারিষ্টটলের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

অ্যারিষ্টটল মনে করতেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর আত্মা তাদের শ্রেষ্ঠতা অনুসারে ক্রমবিন্যস্ত। এই বিন্যাসে অনুন্নত শ্রেণীর আত্মা সর্বদাই উন্নত

শ্রেণীর আত্মার পূর্বে থাকে। অনুন্নতম শ্রেণীর আত্মা পুষ্টিসাধক আত্মা (The nutritive or vegetative soul)। এই আত্মা খাদ্য গ্রহণ করে আত্মপুষ্টি-সাধন করে এবং বংশ রক্ষা করে। এই আত্মা শুধু উদ্ভিদেই নেই, প্রাণীদের মধ্যেও আছে। যে কোন সপ্রাণ বস্তুরই পুষ্টিসাধন এবং বংশ রক্ষা একান্ত প্রয়োজন। তবে উদ্ভিদের মধ্যে শুধু পুষ্টিসাধক আত্মাই থাকে, আত্মার অন্যান্য উচ্চতর কার্য্যকলাপ উদ্ভিদে নেই। উদ্ভিদের পক্ষে সংবেদন (sensation) অপ্রয়োজনীয়, কারণ তারা স্বতঃই পুষ্ট হয় এবং পুষ্টির জন্য তাদের নড়াচড়া করতে হয়না। গতিহীন প্রাণীদের (motionless animals) পক্ষেও একথা সত্য। কিন্তু গতিশক্তিযুক্ত প্রাণীদের সংবেদন একান্ত আবশ্যক। কারণ, তারা যদি খাদ্যকে খাদ্য বলে চিনতে না পারে তবে তাদের খাদ্যের জন্য নড়াচড়া অর্থহীন হ'য়ে দাঁড়ায়। সেজন্যই অ্যারিষ্টটল বলেন, সচল প্রাণীদের আত্মা উন্নততর এবং একে সংবেদনশীল আত্মা (sensitive soul) বলা যেতে পারে। এই আত্মার তিনটি শক্তি—ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ (sense-perception), বাসনা (desire) এবং স্থানীয় গতি (local motion)। কল্পনা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-নির্ভর। স্মৃতি কল্পনা থেকে উন্নততর। কল্পনার ওপর নির্ভর করেই স্মৃতি সম্ভব। স্পর্শ এবং স্বাদ পুষ্টির মতই প্রাণীর পক্ষে অপরিহার্য্য। প্রাণী যদি খাদ্য স্পর্শ না করতে পারে এবং তার স্বাদ গ্রহণ না করতে পারে তবে খাদ্যের জন্য সে আকর্ষণ-বোধও করবেনা এবং ফলে খাদ্য গ্রহণ করে পুষ্টির কথাও তার প্রসঙ্গে উঠবেনা।

প্রাণীর আত্মার চেয়েও মানুষের আত্মা উন্নততর। মানুষের আত্মায় অনুন্নত আত্মার সমস্ত শক্তিই বিদ্যমান। এই সমস্ত শক্তি ব্যতীত মানুষের আত্মায় একটি উন্নত শক্তি বর্তমান। এই শক্তি প্রজ্ঞাশক্তি (Intellect or Reason)। এই শক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ—বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তি (The power of scientific thought) এবং বিচার শক্তি (The power of deliberation)। প্রথম ক্ষেত্রে সত্যের জন্য সত্যলাভই চিন্তার আদর্শ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সত্যলাভই আদর্শ বটে, তবে তা ব্যবহারিক বা সাংসারিক প্রয়োজনের জন্যই আদর্শ। প্রজ্ঞাশক্তি ভিন্ন আত্মার অন্যান্য সমস্ত শক্তিই দেহের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত এবং নশ্বর। একমাত্র প্রজ্ঞাশক্তিই অবিনশ্বর। আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য আমরা 'অ্যারিষ্টটলের অধিবিদ্যা' অধ্যায়েই আলোচনা করেছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অ্যারিষ্টটল দ্বিবিধ প্রজ্ঞার কথা বলেছেন—সক্রিয় প্রজ্ঞা (Active Intellect) এবং নিষ্ক্রিয় প্রজ্ঞা (Passive Intellect)। এই দুই প্রকার প্রজ্ঞার যথার্থ তাৎপর্য্য কি, এবিষয়ে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য স্পষ্ট নয়। সেজন্য এদের অর্থপ্রসঙ্গে অ্যারিষ্টটলের ভাষ্যকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে উপাদানের (Matter) সংস্পর্শহীন বিশুদ্ধ আকার (Form) রূপ প্রজ্ঞা সক্রিয়প্রজ্ঞা। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এইরূপ। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার অধীন মানুষের যে প্রজ্ঞা তার নাম নিষ্ক্রিয় প্রজ্ঞা।

আত্মা সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য অনুসরণ করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, অ্যারিষ্টটলের মতে আত্মা ও দেহ দুইই আকার ও উপাদানরূপে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরযুক্ত। যাঁরা আত্মাকে দেহ অপেক্ষা অধিকতর নিশ্চিত বলে মনে করে দেহের অস্তিত্ব আত্মার অস্তিত্বের ভিত্তিতে অনুমান করেন (যেমন পরবর্তীকালের ডেকার্তে) অ্যারিষ্টটল তাঁদের দলে ন'ন। আবার যাঁরা দেহকেই প্রধান বলে মনে করেন এবং আত্মাকে দেহের অপ্রধান স্বষ্টি[1] বলে মনে করেন, অ্যারিষ্টটল তাঁদের দলেও ন'ন। তিনি আত্মা ও দেহের নিবিড় সম্পর্ক স্বীকার করেও প্রজ্ঞাংশে আত্মার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন।

---

1 Epiphenomenon

পঞ্চম অধ্যায়

অ্যারিস্টটলের নীতিশাস্ত্র

(Aristotle's Ethics)

অ্যারিষ্টটলের নীতিশাস্ত্র উদ্দেশ্যমূলক (teleological)। তিনি কর্মের স্বরূপতঃ সত্যতায় বিশ্বাসী ছিলেননা, মানবের কল্যাণবিধানকারী কর্মই ছিল তাঁর মতে সৎকর্ম (Right action)। যে কর্ম মানুষের কল্যাণবিধান করে সে কর্মই সৎ এবং যে কর্ম মানুষের কল্যাণবিধান করেনা তা অসৎকর্ম।

প্রত্যেক শিল্পকর্ম, প্রত্যেক অনুসন্ধান, প্রত্যেক কর্মই কোন না কোন কল্যাণলাভে প্রযুক্ত হয়। কল্যাণ বলতে এখানে কর্মের উদ্দেশ্যকে বোঝান হ'য়েছে। বিভিন্ন কর্মের বিভিন্ন উদ্দেশ্য। সুতরাং 'কল্যাণ' শব্দটির এই অর্থানুসারে কল্যাণও বিবিধ হ'তে পারে। চিকিৎসকের চিকিৎসা-কর্মের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য-লাভ, নাবিকের উদ্দেশ্য নিরাপদ সমুদ্রযাত্রা, অর্থনৈতিক কর্মের উদ্দেশ্য সম্পদ-প্রাপ্তি। কোন উদ্দেশ্য আবার অন্য কোন বৃহত্তর ও মহত্তর উদ্দেশ্যের অধীন। কোন ঔষধ সেবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে সুনিদ্রা, কিন্তু তাও আবার বৃহত্তর আদর্শ স্বাস্থ্যলাভের অন্তর্গত। অর্থাৎ, স্বাস্থ্যলাভের জন্যই সুনিদ্রা প্রয়োজন। এমনিকরে কর্মের বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা কল্যাণ একে অপরের অন্তর্গত হ'তে পারে। কিন্তু, অ্যারিষ্টটলের প্রশ্ন—এমনকি কোন উদ্দেশ্য বা কল্যাণ আছে যা অন্য কোন উদ্দেশ্য বা কল্যাণের অন্তর্গত নয়, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত উদ্দেশ্য বা কল্যাণই তার অন্তর্গত? যদি এইরূপ কোন উদ্দেশ্য বা কল্যাণ থাকে তবে তাই হ'বে সর্বোত্তম কল্যাণ (the best good or the good)। এই কল্যাণ কি, এবং এই কল্যাণবিষয়ক শাস্ত্রই বা কি, তা আলোচনা করেছেন অ্যারিষ্টটল।

অ্যারিষ্টটলের মতে মানবিক কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করে যে শাস্ত্র তার নাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞান। রাষ্ট্রের এবং ব্যক্তির কল্যাণ একই কল্যাণ। তবে রাষ্ট্রের কল্যাণ ব্যাপকতর এবং মহত্তর। এইক্ষেত্রে আমরা প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে কল্যাণ সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেছেন তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। প্লেটোর মতে আদর্শ রাষ্ট্রের ন্যায়পরায়ণতা (Justice) ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা অপেক্ষা ব্যাপকতর। অ্যারিষ্টটলের মতে

নীতিশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা। তিনি তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে প্রথমতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতিশাস্ত্র এবং পরে রাষ্ট্রীয় নীতিশাস্ত্র আলোচনা করেছেন।

মানবকল্যাণের প্রকৃতি কি, এই প্রসঙ্গে অ্যারিষ্টটল বলেন, গাণিতিক সমস্যার নিশ্চিত সমাধানের মত এই সমস্যার নিশ্চিত সমাধান সম্ভব নয়। নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য কল্যাণ মানুষের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গাণিতিক নিশ্চিতি সহকারে মানুষের কাজ নিয়ন্ত্রণ করা যায়না। সুতরাং কল্যাণের ধারণায় গাণিতিক নিশ্চিতি আশা করা যায়না। গণিত এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে আরও পার্থক্য এই যে, গণিতে আমরা কতকগুলো সাধারণ সূত্র থেকে সিদ্ধান্ত স্থাপন করি; কিন্তু, নীতিশাস্ত্রে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আরম্ভ করি এবং সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করি। নীতিশাস্ত্রে আমরা মানুষের নৈতিক বিচার (moral judgment) নিয়ে আরম্ভ করি। বিচার-গুলো পরস্পর তুলনা করে আমরা নীতির সাধারণ সূত্র নির্ণয় করি।

অ্যারিষ্টটল নীতিশাস্ত্রে অবরোহ পদ্ধতি (deductive method) অনুসরণ করেননি। সাধারণ মানুষ যেভাবে নৈতিক বিচার করে তিনি সেভাবেই তাদের গ্রহণ করেছেন এবং এইসব নৈতিক বিচারের ভিত্তিতে নৈতিক সূত্র (moral principles) আবিষ্কার করেছেন।

অ্যারিষ্টটল বলেছেন, লোকেরা সাধারণতঃ আনন্দকেই জীবনের পরম-পুরুষার্থ বলে মনে করে। তবে আনন্দ বলতে সকলেই একই জিনিষ বোঝেনা। কেউ আনন্দ বলতে সুখ বোঝে, কেউ বোঝে সম্পদ, কেউ বোঝে সম্মান এবং এমনি কত কি। একই মানুষ বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় আনন্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করে।

অ্যারিষ্টটল বলেন, আনন্দ একপ্রকার মানবিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়া মানবেতর প্রাণীর কোন ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'তে পারেনা। অ্যারিষ্টটলের মতে আনন্দ পুষ্টি বা বংশবৃদ্ধি বা সংবেদন ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নয়। কারণ, এইসব ক্রিয়া মানবেতর প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়। যে ক্রিয়া মানুষের মধ্যেই শুধু দেখা যায় সেই ক্রিয়ার সঙ্গেই আনন্দ সংশ্লিষ্ট। অ্যারিষ্টটলের মতে বিচারক্রিয়া (the activity of reason) বা বিচার অনুসারে ক্রিয়াই মানুষের বিশিষ্ট ক্রিয়া। অ্যারিষ্টটল এই ক্রিয়ার নাম দিয়েছেন পুণ্যক্রিয়া (activity of virtue)। অ্যারিষ্টটলের মতে পুণ্য (virtue) দ্বিবিধ—নৈতিক (moral) এবং প্রাজ্ঞিক (Intellectual)। সুতরাং অ্যারিষ্টটল বলেন, জীবনের পরম পুরুষার্থ আনন্দ নৈতিক এবং প্রাজ্ঞিক পুণ্যানুসারে ক্রিয়া বা কর্মের সঙ্গে জড়িত। এই আনন্দ জীবনের

কোন বিশেষ সময়ের কোন সাময়িক ব্যাপার নয়, সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত সর্বক্ষণের ব্যাপার।

অ্যারিষ্টটল যখন আনন্দের এইরূপ ব্যাখ্যা দেন তখন সাধারণ লোকের আনন্দসম্পর্কিত ধারণা তিনি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেননা। তিনি বলেন, আনন্দ যে পুণ্যক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সে পুণ্যক্রিয়া স্বাধীন ক্রিয়া (free activity); স্বাধীন, অবাধ ক্রিয়ার সঙ্গে সব সময়ই জড়িত থাকে সুখ। সুখ আবার বাহ্য সম্পদের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং অ্যারিষ্টটল যে আনন্দকে জীবনের পরম পুরুষার্থ বলেছেন সেই আনন্দে সুখ এবং বাহ্যসম্পদেরও স্থান আছে। অ্যারিষ্টটল যে জগৎ-বিমুখ ছিলেননা তাঁর এসব কথা থেকে তাই বোঝা যায়।

এরপর অ্যারিষ্টটল সৎচরিত্র (good character) এবং সৎকর্মের (good action) প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর তিনি আলোচনা করেন নৈতিক পুণ্য (moral virtues) এবং প্রাজ্ঞিক পুণ্য (Intellectual virtues) নিয়ে। 'নিকোম্যাকিয়ান এথিক্স' গ্রন্থের শেষাংশে তিনি আলোচনা করেছেন পুণ্যকর্মের আদর্শজীবন নিয়ে।[1] এই আদর্শজীবন আনন্দময় জীবন।

সৎচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে অ্যারিষ্টটল বলেন, সৎচরিত্রের শক্তি বা সম্ভাবনা আমাদের মধ্যে থাকে, অভ্যাস বা অনুশীলনের দ্বারা এই শক্তি বিকশিত করতে হয়। কি ভাবে এই শক্তির বিকাশসাধন সম্ভব, এই প্রসঙ্গে অ্যারিষ্টটল বলেন, পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই এই শক্তি বিকশিত করা যায়। এইক্ষেত্রে চক্রকদোষের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হ'তে পারে। কারণ, অ্যারিষ্টটল বলেছেন, পুণ্যকর্মের অনুশীলনের দ্বারাই পুণ্যবান হওয়া যায়। কিন্তু, পুণ্যবান না হ'য়ে পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করা যায় কি? উত্তরে অ্যারিষ্টটল বলেন, আমরা প্রথমতঃ পুণ্যকর্মকে পুণ্য কর্ম না জেনেই করে থাকি। পরে এই কাজ করতে করতে আমাদের এইরূপ কাজ করার অভ্যাস গড়ে উঠে। তখন আমরা পুণ্যকর্ম সম্বন্ধে অবহিত হই এবং স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে থাকি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেছেন, গুরুজনেরা কোন শিশুকে মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করতে পারেন। শিশু তখন মিথ্যা কথা বলেনা। কিন্তু, সত্য কথা বলা যে উচিত, এবোধ তার হয়না। অথবা সত্যকথা বলার কোন অভ্যাসও তার গড়ে ওঠেনা। তবে একাদিক্রমে সত্য কথা বলার ফলে তার সত্যকথা বলার অভ্যাস হয় এবং তার শিক্ষার অগ্রগতির

1 The ideal life in accordance with virtue.

সঙ্গে সে সত্য কথা বলার ঔচিত্য বুঝতে পারে এবং স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে সে সত্যকথা বলে। অ্যারিষ্টটল এইভাবে একাদিকক্রমে যে কাজ করার ফলে অভ্যাস সৃষ্ট হয় এবং সৃষ্ট অভ্যাস বশে যে কাজ করা হয় এই দুই প্রকার কাজের মধ্যে পার্থক্য করে চক্রকদোষ পরিহার করেন। পুণ্য একপ্রকার কাজ থেকে সৃষ্ট অভ্যাস এবং এই অভ্যাস ঐ বিশেষপ্রকার কাজের অনুশীলনের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে।

পুণ্যের সঙ্গে পাপের সম্বন্ধ কি? এই প্রসঙ্গে অ্যারিষ্টটল বলেন, অতিরিক্ততা এবং ন্যূনতার মধ্য অবস্থাই পুণ্য (virtue is a mean between two extremes)। অতিরিক্ততা এবং ন্যূনতাই পাপ। এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—অতিরিক্ততা এবং ন্যূনতা কা'র? কোন অনুভূতির (feeling), না, কোন ক্রিয়ার (action)? বিশ্বাসের অনুভূতি প্রসঙ্গে বিশ্বাসের অতিরিক্ততা হঠকারিতা (rashness) এবং বিশ্বাসের ন্যূনতা ভীরুতা (cowardice)। হঠকারিতা ও ভীরুতা দুই-ই অ্যারিষ্টটলের মতে পাপ। এই দুয়ের মধ্য অবস্থা (mean) সাহসিকতা (courage) তাঁর মতে (বিশ্বাসের অনুভূতি প্রসঙ্গে) পুণ্য। আবার যদি আমরা 'অর্থব্যয়করা' ক্রিয়াটি গ্রহণ করি তবে এই ক্রিয়ার অতিরিক্ততা অমিতব্যয়িতা (prodigality) এবং ন্যূনতা কৃপণতা (illiberality) বোঝায় এবং এই দুই-ই পাপ। মিতব্যয়িতা এই দুইয়ের মধ্য অবস্থা বোঝায় এবং তাই পুণ্য। অ্যারিষ্টটলের মতে নৈতিক পুণ্য একটি নিয়ম অনুসারে কর্ম নির্বাচন করার অভ্যাসবিশেষ। এই নিয়মটি এমন যার দ্বারা সত্যিকারের একজন পুণ্যবান নৈতিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ম নির্বাচন করেন[1]। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্‌টি পুণ্য তা নির্বাচন করার ব্যবহারিক প্রজ্ঞা (Practical wisdom) অ্যারিষ্টটলের মতে প্রকৃত পুণ্যবান ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য। অ্যারিষ্টটল নৈতিকতার ক্ষেত্রে ঔপপত্তিক সিদ্ধান্ত (Theoretical conclusions) অপেক্ষা ব্যবহারিক প্রজ্ঞার ভিত্তিতে নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

অ্যারিষ্টটল যখন 'পুণ্য একটি মধ্য অবস্থা (mean)' বলেন তখন তিনি গাণিতিক প্রক্রিয়ায় মধ্য অবস্থা নির্বাচনের নির্দেশ দেননা। অতিরিক্ততা, ন্যূনতা এবং মধ্য অবস্থা নির্বাচনের জন্য একই প্রক্রিয়া সর্বত্র প্রযোজ্য হ'তে পারেনা। ব্যবহারিক প্রজ্ঞাই এই সমস্ত ক্ষেত্রে নির্বাচনের নিয়ামক। অ্যারিষ্টটলের 'মধ্য অবস্থা' নৈতিক জীবনে মধ্যম স্তরের লোকদের জয়গান

1 Moral virtue is a disposition to choose, consisting essentially in a mean relatively to us determined by a rule. i.e., the rule by which a practically wise man would determine it.—Nicomachean Ethics.

প্রকাশ করেনা। মধ্য অবস্থা উৎকৃষ্ট অবস্থা এবং এই উৎকৃষ্ট অবস্থার অধিকারী যারা তারাও উৎকৃষ্ট। অধ্যাপক নিকলাই হার্টম্যান তাঁর 'এথিক্স' গ্রন্থে একটি চিত্র উপস্থিত করেছেন। এই চিত্রের মাধ্যমে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায়।

শুভ বা পুণ্য (Goodness)

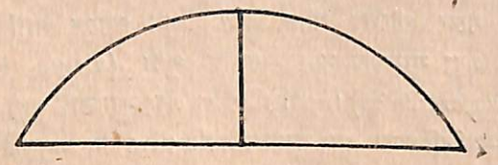

ন্যূনতা (Deficiency) অতিরিক্ততা (Excess)

অশুভ (Badness)

এই চিত্রে নিম্ন সমতলরেখা আধিবিদ্যক অবস্থা (ontological dimension) এবং ঊর্ধ বক্ররেখা মূল্যবোধক অবস্থা (axislogical dimension) প্রকাশ করে। এই চিত্র থেকে বোঝা যায় যে পুণ্যের দু'টি অবস্থা। (1) আধিবিদ্যক অবস্থার দিক থেকে পুণ্য মধ্য অবস্থা এবং মূল্যবোধক অবস্থার দিক থেকে পুণ্য শ্রেষ্ঠ অবস্থা।

অ্যারিষ্টটল মধ্য অবস্থার ধারণার ভিত্তিতে দু'টি বিপরীত অবস্থার সুষম সাম্যাবস্থার কল্পনা করেছেন। সাহসিকতা (courage) বলতে প্রগল্‌ভতা (boldness) বা নিরুদ্যম পরিণামদর্শিতা (cool foresight) কোনটাই বোঝায়না; দুয়ের সুষম সাম্য (a synthesis of both) বোঝায়। এই সাম্যাবস্থা সাহসিকতাকে দুঃসাহসের পর্য্যায়ভুক্ত হ'তে দেয়না, আবার ভীরুর পরিণামদর্শিতায়ও রূপান্তরিত করেনা। সাহসিকতা সচেষ্টতা বোঝায় আবার পরিণামদর্শিতাও বোঝায়।

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, অ্যারিষ্টটল নৈতিক জীবনে পরিমিতিবোধের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মনে হয়, এই পরিমিতি-বোধ তিনি গ্রীক কান্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী (aesthetic attitude of the Greeks) থেকে লাভ করেছিলেন।

ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার না করলে নৈতিক কর্ম (moral action), নৈতিক বিচার (moral judgment) প্রভৃতি তাৎপর্য্যহীন হ'য়ে পড়ে। যে কাজ একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় করে সে কাজের জন্যই তাকে দায়ী করা যায় এবং সে কাজের ভালোমন্দ বিচার করা যায়। যদি একজন লোক

বাধ্য হয়ে কোন কাজ করে বা না জেনে কোন কাজ করে তবে তাকে সে কাজের জন্য দায়ী করা যায়না। একজন লোক না জেনে যদি কোন কাজ করে এবং পরে সমস্ত ব্যাপার জানার পর যদি কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় তবে অ্যারিষ্টটলের মতে সে কাজ অনভিপ্রেত (Involuntary); আর যদি কৃতকর্মের জন্য পরে অনুতপ্ত না হয় তবে সে কাজ অনিচ্ছাকৃত (non-voluntary)। অনেকে বলেন, কৃতকর্মের জন্য যে অনুতপ্ত হয় তাকে আমরা ভালো লোক বলতে পারি, আর যে অনুতপ্ত হয়না তাকে মন্দলোক বলা যায়। কিন্তু, অ্যারিষ্টটল যেভাবে অনভিপ্রেত কর্ম এবং অনিচ্ছাকৃত কর্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, তা সঙ্গত কি-না, এই বিষয়ে বিতর্ক স্বাভাবিক।

জেনে কাজ করলে মানুষ অসৎকর্ম করতে পারেনা, সক্রেটিসের এই মত সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য স্পষ্ট নয়। কখনও কখনও তিনি বলেছেন, মানুষের মনে নৈতিক দ্বন্দ্ব (moral struggle) উপস্থিত হয় এবং কখনও কখনও মানুষ জেনে শুনেও অসৎকর্ম করে, সুতরাং সক্রেটিসের মত গ্রহণ করা যায়না। আবার যখন তিনি সংযম এবং অসংযম (continence and incontinence)—প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, তখন বলেছেন, যে মানুষ কোন অসৎকর্ম করে সে যখন কাজটি করে তখন তাকে অসৎকর্ম বলে জানেনা। কিন্তু, অসংযত লোক যখন অসৎকর্ম করে তখন সে কখনই তা অসৎকর্ম বলে জানেনা, একথা স্বীকার করা যায় কি? আমরা ত অসংযত লোকদের জেনে শুনেই অসৎকর্ম করতে দেখি।

অ্যারিষ্টটল কামনা (desire) এবং সঙ্কল্প (will) এই দু'টি ধারণার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেননা। বিভিন্ন কামনার মধ্যে কোন একটির নির্বাচনের মাধ্যমে সঙ্কল্প গড়ে উঠে, একথা অ্যারিষ্টটল জানতেন।

অ্যারিষ্টটল মহাত্মা ব্যক্তি (great-souled man)র যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বলা হ'য়েছে, মহাত্মা ব্যক্তি পরোপকার করতে সদা উদ্যত, কিন্তু উপকার গ্রহণ করতে নিত্য কুণ্ঠিত। যদি কেউ তার উপকার করেন তবে প্রাপ্ত উপকার থেকে অধিকতর উপকার নিশ্চয়ই তিনি করবেন। লাভ-জনক ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য অপেক্ষা সুন্দর ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যই তিনি পছন্দ করেন; ধীর পদক্ষেপ, গম্ভীর স্বর এবং স্পষ্ট উচ্চারণ মহাত্মা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য।

মহাত্মা ব্যক্তির এই বর্ণনা তৎকালীন গ্রীকরুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সুসংগত। কিন্তু, অনেকে বলেন, মহাত্মা ব্যক্তির এই ধারণা কতকগুলি

লোক উত্তম এবং অন্যেরা সব অধম, এই অগণতান্ত্রিক বিশ্বাসভিত্তিক। আধুনিককালে এই বিশ্বাস অনেকেই অশ্রদ্ধেয় বলে মনে করেন।

অ্যারিষ্টটল তাঁর 'এথিক্স' গ্রন্থে ন্যায়পরায়ণতা (Justice) সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ন্যায়পরায়ণতা বলতে তিনি বোঝেন (1) যা আইনসম্মত (what is lawful) এবং (2) যা সঙ্গত এবং সমান (what is fair and equal)। প্রথম প্রকার ন্যায়পরায়ণতা সাধারণ বা সর্বজনীন (Universal) ন্যায়পরায়ণতা নামেও খ্যাত। এই ন্যায়পরায়ণতা বলতে আইনানুগত্য বোঝায়। আইন বলতে রাষ্ট্রীয় আইন বোঝান হয়েছে। প্লেটোর মতই অ্যারিষ্টটল মানুষের সামগ্রিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব স্বীকার করতেন।

অ্যারিষ্টটলের মতে বিশেষ (particular) ন্যায়পরায়ণতা দ্বিবিধ—(1) বণ্টনমূলক ন্যায়পরায়ণতা (Distributive Justice) এবং (2) নিরাময়াত্মক ন্যায়পরায়ণতা (Remedial Justice)। বণ্টনমূলক ন্যায়পরায়ণতা অনুসারে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে গুণানুসারে তার যা প্রাপ্য তা দিয়ে দেওয়া হয়। নিরাময়াত্মক ন্যায়পরায়ণতা আবার দ্বিবিধ (1) স্বেচ্ছাকৃত ব্যাপার-সম্পর্কিত (dealing with voluntary transaction) এবং (2) অনভিপ্রেত ব্যাপার-সম্পর্কিত (dealing with involuntary transaction)। বিশেষ ন্যায়-পরায়ণতার পূর্বলিখিত দুই প্রকার ভিন্ন বাণিজ্য বা বিনিময়-সম্পর্কিত তৃতীয় একপ্রকার ন্যায়পরায়ণতার কথাও অ্যারিষ্টটল উল্লেখ করেছেন।

অ্যারিষ্টটলের মতে ন্যায়পরায়ণতা অন্যায়ভাবে কাজ করা এবং অন্যায় ব্যবহার পাওয়ার মধ্য অবস্থা (mean)। এই মতানুসারে অন্যকে তার যথার্থ প্রাপ্য দেওয়া এবং নিজের যথার্থ প্রাপ্য নেওয়াই ন্যায়পরায়ণতা। কিন্তু, কেউ যদি নিজের প্রাপ্য কম নিয়ে অন্যের যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশী তাকে দেয় তবে তার কাজ অন্যায় হ'বে কি? অ্যারিষ্টটলের মতানুসারে অন্যায়ই হ'বে। কিন্তু, সাধারণ বুদ্ধিতে একে বোধহয় অন্যায় বলা যায়না। অ্যারিষ্টটল পরে আবার বলেছেন, অন্যান্য পুণ্য (other virtues) যেমন মধ্য অবস্থা ন্যায়পরায়ণতা তেমন মধ্য অবস্থা নয়। ন্যায়পরায়ণতা এই অর্থে মধ্য অবস্থা যে তা দুজন ব্যক্তির অতিরিক্ত প্রাপ্তির মধ্য অবস্থার সৃষ্টি করে।

অ্যারিষ্টটল অন্যায় কর্মের মধ্যেও আবার বিভিন্ন বিভাগ স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, যে কাজ অন্যের ক্ষতি করে, কিন্তু ক্ষতির কথা আগে জানা থাকেনা এবং ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়েও কাজটি করা হয়না, বা যে কাজ সাধারণতঃ ক্ষতি করেনা, সে কাজ এবং যে কাজ অন্যের ক্ষতি

করে এবং ক্ষতির কথা আগেই জানা থাকে বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করা হয় বা যে কাজ সাধারণতঃ ক্ষতি করে, সে কাজ একই পর্যায়ভুক্ত হ'তে পারেনা।

প্রাজ্ঞিক পুণ্য (Intellectual virtue) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অ্যারিষ্টটল আমাদের দ্বিবিধ বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে প্রাজ্ঞিক পুণ্য দ্বিবিধ বলে উল্লেখ করেছেন। আমাদের দ্বিবিধ বুদ্ধিবৃত্তি (1) বৈজ্ঞানিক বৃত্তি—এই বৃত্তির সাহায্যে আমরা অনস্বীকার্য এবং নিশ্চিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। (2) বিচার-বৃত্তি—এই বৃত্তির সাহায্যে আমরা স্বীকার না করলে চলে এবং অনিশ্চিত এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। বৈজ্ঞানিক বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাজ্ঞিক পুণ্য এমন একটা মানসিক অবস্থা যার জন্য আমরা কোন কিছু প্রমাণ করি বা কোন কিছুকে বোধিসঞ্জাত যুক্তি (Intuitive reason) দ্বারা স্বতঃপ্রমাণ (self-evident) বলে মনে করি। প্রমাণ-প্রচেষ্টা এবং বোধিসঞ্জাত যুক্তিকে ঔপপত্তিক প্রজ্ঞা (Theoretical wisdom) বলা যায়। এই প্রজ্ঞা অধিবিদ্যা (Metaphysics), গণিত (Mathematics) এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে (Natural science) আলোচিত বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এইসব বিষয়ের মনন মানুষের আদর্শজীবনের সূচক। অ্যারিষ্টটলের মতে আলোচ্য বিষয়ের গরিমা অনুসারে জ্ঞানের গরিমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিচারবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাজ্ঞিক পুণ্য এমন একটা মানসিক অবস্থা যার দ্বারা আমরা কোন সত্য নিয়মের সাহায্যে কোন কিছু সৃষ্টি করি। মানুষের পক্ষে শুভ বা অশুভ সম্বন্ধে কোন নিয়মানুসারে যথার্থ কর্মপ্রবণতাকে অ্যারিষ্টটল বলেছেন ব্যবহারিক প্রজ্ঞা (Practical wisdom)। বিচার-বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাজ্ঞিক পুণ্য এবং ব্যবহারিক প্রজ্ঞা তাদের বিষয় অনুসারে নানাভাগে বিভক্ত হ'য়েছে। (1) ব্যক্তির কল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাজ্ঞিক পুণ্য সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহারিক প্রজ্ঞা, (2) পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাজ্ঞিক পুণ্য অর্থশাস্ত্র (Economics), (3) রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'লে প্রাজ্ঞিক পুণ্য ব্যাপকতর অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ব্যাপকতর অর্থে গৃহীত রাষ্ট্র-বিজ্ঞান আবার নিম্নলিখিত দুইভাগে বিভক্ত—(ক) আইন প্রণয়ন বিভাগ বা সঙ্কীর্ণ অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং (খ) শাসন বিভাগ। শাসন বিভাগ আবার দুইভাগে বিভক্ত—(ক) আলোচনা বিভাগ এবং (খ) বিচার বিভাগ। এই বিশ্লেষণ অনুসরণ করলে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, ব্যক্তির কল্যাণ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ উভয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুণ্যই ব্যবহারিক প্রজ্ঞার অন্তর্গত।

অ্যারিষ্টটলের মতে ব্যবহারিক প্রজ্ঞা ব্যবহারিক এ্যবয়বী অনুমানের (Practical syllogism) সঙ্গে যুক্ত। উদাহণস্বরূপ বলা যায়—ক উদ্দেশ্য,

খ উপায়, সুতরাং খ কর্তব্য। অ্যারিষ্টটল বলেন, অনেক লোক তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কি কর্তব্য এবং কি অকর্তব্য তা জানে; কিন্তু, কেন কর্তব্য বা কেন অকর্তব্য তা জানেনা। এইরূপে ক্ষেত্রে তারা কারণ না জেনেই কর্তব্য করে। অ্যারিষ্টটলের মতে কর্তব্য কি তা জানাই বড় কথা, কর্তব্য কেন বা কর্তব্যের কারণ কি, তা জানা এমন কিছু বড় কথা নয়। সেজন্য তিনি বলেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ্যাবয়বী অনুমানের সিদ্ধান্ত জানাই যথেষ্ট, প্রধান আশ্রয়বাক্য (Major premise) না জানলেও চলতে পারে।

সক্রেটিসের মতে সমস্ত পুণ্যই (all virtues) বিচক্ষণতামাত্র (prudence)। অ্যারিষ্টটল এই প্রসঙ্গে বলেন, সক্রেটিসের বক্তব্য আংশিক সত্য এবং আংশিক অসত্য। তাঁর বক্তব্য সত্য, কারণ তিনি বিচক্ষণতা ব্যতীত যে পুণ্য থাকতে পারেনা, এসত্য কথাটা স্বীকার করেছেন। আবার তাঁর বক্তব্য অসত্য, কারণ তিনি সমস্ত পুণ্যই বিচক্ষণতামাত্র, এমন অসত্য ভাষণ করেছেন। অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য, বিচক্ষণতাই পুণ্য নয়, তবে পুণ্যের মধ্যে বিচক্ষণতা বর্তমান। কিন্তু, বিচক্ষণতা এবং চাতুর্য (prudence and clevereness) সমার্থক নয়। চাতুর্যের দ্বারা মানুষ যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় নির্ণয় করতে পারে। একজন দুর্জন ব্যক্তিও তার দুষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার করতে পারে। তাকে আমরা চতুর বলি; কিন্তু, বিচক্ষণ বলিনা। বিচক্ষণতার সাহায্যে আমরা সদুদ্দেশ্য-সাধনের উপায় নির্ণয় করি। সেইজন্য অ্যারিষ্টটলের মতে বিচক্ষণতা একপ্রকার নৈতিক পুণ্য (moral virtue)। তিনি বলেন, যিনি বিচক্ষণ তিনি চতুর, কিন্তু যিনিই চতুর তিনিই বিচক্ষণ নন।

'ইউডিমিয়ান এথিক্স' গ্রন্থে অ্যারিষ্টটল বলেছেন, সক্রেটিসের মতে সমস্ত পুণ্যই জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকারমাত্র (forms of knowledge), অর্থাৎ ন্যায়-পরায়ণতা কি তা জানা এবং ন্যায়পরায়ণ হওয়া একই কথা। কিন্তু, অ্যারিষ্টটল এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, সক্রেটিসের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। বীরত্ব কাকে বলে তা জানলেই বীর হওয়া যায়না, ন্যায়পরায়ণতা কি তা জানলেই ন্যায়পরায়ণ হওয়া যায়না। তিনি 'ম্যাগনা মরেলিয়া' গ্রন্থেও বলেছেন, যিনি ন্যায়পরায়ণতার প্রকৃতি জানেন তিনিই ন্যায়পরায়ণ নন। 'নিকোম্যাকিয়ান এথিক্স' গ্রন্থে তিনি বলেন, যে ডাক্তারের নির্দেশ শোনে, কিন্তু তার নির্দেশ মানেনা সে যেমন আর যে ন্যায়পরায়ণতা কাকে বলে তা জানে, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ হ'তে চেষ্টা করেনা, সেও তেমনি।

অ্যারিষ্টটলের মতে সুখ মাত্রেই খারাপ নয়, আবার সুখ মাত্রেই ভালো নয়। কতকগুলো সুখের সঙ্গে এমন লজ্জাজনক কর্ম জড়িত যে তাদের আর ভালো বলা যায়না। কিন্তু, কতকগুলো সুখ লজ্জাজনক বলে সমস্ত সুখই খারাপ, এমন কথাও বলা যায়না। ভালো কাজের সঙ্গে জড়িত যে সুখ তা-ই ভালো আর খারাপ কাজের সঙ্গে জড়িত সুখ খারাপ।

দুঃখের অভাবই সুখ নয়। সুখ একটা ভাব অবস্থা (a positive state)। গণিত শাস্ত্রে যে সুখ পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয়-সুখের মধ্যে গন্ধ এবং কোন কোন রূপ ও শব্দ থেকে পাওয়া যে সুখ, প্রত্যাশা এবং স্মৃতির যে সুখ তার সঙ্গে কোন প্রাক্-দুঃখ (antecedent pain) জড়িত নেই। ভালো মানুষের কাছে যা সুখ তাই যথার্থ সুখ। দুষ্ট ব্যক্তির সুখ যথার্থ সুখ নয়।

অ্যারিষ্টটল সুখ সম্বন্ধে এই যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এইক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অনুসরণ করেছেন। তিনি ইউডোক্সাস (Eudoxus)-এর মত সমস্ত সুখকেই ভালো বলেননি, আবার স্পিউসিপ্পাস (Speusippus)-এর মত সমস্ত সুখকেই খারাপ বলেননি। তাঁর মতে (আমরা পূর্বেই বলেছি) কতকগুলো সুখ ভালো আবার কতকগুলো সুখ খারাপ।

অ্যারিষ্টটল 'এথিক্স' (Ethics) গ্রন্থের অষ্টম এবং নবম খণ্ডে (Books Eight and Nine) বন্ধুত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, বন্ধুত্ব একটি অন্যতম পুণ্য এবং জীবনের অপরিহার্য্য বস্তুগুলির মধ্যে অন্যতম। অ্যারিষ্টটল বন্ধুত্ব সম্বন্ধে একটি আত্মকেন্দ্রিক চিত্র আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। তিনি আমাদের জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন এবং বলেন যে, বন্ধুত্বের মধ্যে আসলে মানুষ নিজেকেই ভালবাসে। অবশ্য তিনি 'নিজেকে ভালবাসা' কথাটির নানারকম অর্থ হ'তে পারে বলে মনে করেছেন। কোন কোন মানুষ নিজেদের জন্য যতটা সম্ভব বেশী ধন, মান ও দেহ-সুখ কামনা করেন। আমরা এই ব্যাপারটাকে নিন্দাসূচক অর্থে 'নিজেকে ভালবাসা' (self-loving) বলে মনে করি। আবার অন্য অনেক ভালো মানুষ বিভিন্ন পুণ্যকর্মানুষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। এটাও একপ্রকার 'নিজেকে ভালবাসা', তবে নিশ্চয়ই নিন্দাসূচক অর্থে নয়। ভাল মানুষেরা বন্ধুদের ধনদান করে যাতে বন্ধুরা আরো ধনী হয়। এতে বন্ধুরা পায় ধন, আর ধনদাতা ভাল মানুষেরা সঞ্চয় করে পুণ্য। মান, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সম্বন্ধেও একই কথা সত্য। যাঁরা মান বা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন তাঁরা লাভবান

হচ্ছেন পার্থিব দৃষ্টিতে। আর যাঁরা মান বা প্রতিষ্ঠা দিচ্ছেন অন্যকে, তাঁরা নিচ্ছেন পুণ্যের ভাগ। অ্যারিষ্টটলের মতে একজন মানুষের সঙ্গে তার বন্ধুর সম্পর্ক নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের অনুরূপ। নিজেকে এমন বিস্তৃত করা সম্ভব যাতে বন্ধুরাও নিজেরই অংশ হয়ে উঠে এবং তাদের সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় নিজের সুখ-দুঃখ এবং জয়-পরাজয় বলে মনে হয়। এই সমস্ত কথা থেকে বলা যায় যে, অ্যারিষ্টটলের বন্ধুত্ব সম্পর্কে ধারণা যতটা আত্মাকেন্দ্রিক বলে প্রথমতঃ মনে হয় বস্তুতঃ তা ততটা আত্মকেন্দ্রিক নয়।

অ্যারিষ্টটল বন্ধুত্বের নানারকম শ্রেণীবিভাগ করেছেন। (1) প্রয়োজনের বন্ধুত্ব (Friendship of Utility)। এই ক্ষেত্রে একজন লোক নিজের প্রয়োজনে অন্য লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। আমরা কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নই বলে এই শ্রেণীর বন্ধুত্ব আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। ব্যবসায়িক বন্ধুত্ব এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (2) সুখের বন্ধুত্ব (Friendship of pleasure)। সঙ্গসুখ লাভের জন্য এই জাতীয় বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। অ্যারিষ্টটলের মতে যুবকদের মধ্যেই এই জাতীয় বন্ধুত্ব বেশী দেখা যায়। কারণ, যুবকেরাই সবচেয়ে বেশী সঙ্গসুখার্থী। এই দুই শ্রেণীর বন্ধুত্বই স্বল্পস্থায়ী। কারণ বন্ধুত্বের ভিত্তি (প্রয়োজন বা সুখ) যখন ভেঙ্গে যায় তখন বন্ধুত্বও লুপ্ত হয়। (3) ভাল মানুষের বন্ধুত্ব (Friendship of the good)। এই জাতীয় বন্ধুত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং স্থায়ী। অ্যারিষ্টটলের মতে এই জাতীয় বন্ধুত্ব একটি পুণ্যবিশেষ।

অ্যারিষ্টটলের মতে বন্ধুত্ব একটি মানসিক অভ্যাস (a habit of mind); কিন্তু, সাধারণ অনুভূতি (feeling) নয়। ঈশ্বরের পক্ষে বন্ধুত্ব নিষ্প্রয়োজন। কারণ, তাঁর শুভ অন্যনির্ভর নয়। কিন্তু, আমাদের বন্ধু দরকার, কারণ আমাদের শুভ অন্যের উপর নির্ভর করে।

আমরা পূর্বেই বলেছি, অ্যারিষ্টটল আনন্দকেই মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মতে বিচারক্রিয়া (The activity of reason) বা মননের মধ্যেই পরিপূর্ণ আনন্দ নিহিত। অ্যারিষ্টটল বলেন, সমস্ত মননের মধ্যে দার্শনিকতা শ্রেষ্ঠ, কারণ অন্য কোন ক্ষেত্রে মানুষের মননের মহত্তর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়না। এই বিষয়ে প্লেটোর সঙ্গে অ্যারিষ্টটলের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। প্লেটোও দার্শনিকতার চেয়ে মহত্তর কোন কর্ম স্বীকার করেননি।

অ্যারিষ্টটল বলেছেন, মননের মহত্তম বিষয় ঈশ্বর। 'ইউডিমিয়ান এথিক্স' গ্রন্থে তিনি আরও বলেছেন, ঈশ্বরের পূজন ও মনন আদর্শ

জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য। এইভাবে অ্যারিষ্টটল নীতির সঙ্গে ধর্মের একটা সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কিন্তু, 'নিকোম্যাকিয়ান এথিক্স' গ্রন্থে এইসব কথা পাওয়া যায়না। সেখানে নীতির ধারণায় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অনুপ্রবেশ ঘটেনি।

নৈতিক জীবনে মননের উপর অ্যারিষ্টটল যে গুরুত্ব দিয়েছেন তার প্রভাব পরবর্তীকালের খ্রীষ্টান দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষ করে সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। টমাস অ্যাকুইনাস যে স্বর্গীয় দর্শন (The Beatific vision)-এর কথা বলেছেন তাতে মননেরই প্রাধান্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রতত্ত্ব

(Aristotle's Politics)

অ্যারিষ্টটল রাষ্ট্র বলতে গ্রীক নগর-রাষ্ট্র (The Greek City-State) বুঝেছেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। মানুষের পরম কল্যাণই (the supreme good of man) এই উদ্দেশ্য। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য পরিবার। যখন কতকগুলো পরিবার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুর জন্য একত্র হয় তখন গ্রাম গড়ে উঠে। যখন কতকগুলো পরিবার প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ গড়ে তোলে তখন সেই সমাজকে বলে রাষ্ট্র। মানুষের প্রাণধারণের জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। কিন্তু, সুন্দর ও আদর্শ জীবনের রূপায়ণের জন্যই তার স্থিতি। অ্যারিষ্টটল বলেন, রাষ্ট্রের সঙ্গে পরিবার ও গ্রামের যে পার্থক্য তা শুধু মাত্রাগত নয়, গুণগত। একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণ অর্থে সৎজীবন (good life) যাপন করা সম্ভব। যেহেতু মানুষের পক্ষে সৎজীবন স্বাভাবিকভাবেই কাম্য, সুতরাং রাষ্ট্রকে অবশ্যই স্বাভাবিক সমাজ (natural society) বলতে হ'বে। রাষ্ট্র যেমন স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে, মানুষও তেমনি স্বভাবতঃই সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীব (social or political animal) হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেছে। যে জন্মতঃই বা নিজস্ব প্রকৃতির জন্যই রাষ্ট্রবাসী নয়, সে হয় অতিমানুষ, নয়ত মনুষ্যেতর প্রাণী। মানুষের কথা বলার ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে সামাজিক জীবনযাপনের জন্যই প্রকৃতি মানুষ সৃষ্টি করেছে। অ্যারিষ্টটলের মতে পরিপূর্ণ সামাজিক জীবন বলতেই রাষ্ট্রীয় জীবন বোঝায়। যে সমাজে বাস করতে অক্ষম বা যার সমাজে বাস করার প্রয়োজন নেই, কারণ সে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সে নিশ্চয়ই হয় পশু, নয় দেবতা।

প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের রাষ্ট্রসম্পর্কিত এই ধারণা যে, মানুষ একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই সৎজীবন যাপন করতে পারে বা আনন্দলাভ করতে পারে এবং ব্যক্তি ও পরিবার উভয়ই রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল, পরবর্তীকালের রাষ্ট্র-সম্পর্কিত চিন্তায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাষ্ট্র যে জনকল্যাণের

জন্যই প্রতিষ্ঠিত, এই ধারণা, যা পরবর্তীকালের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের (Welfare State) ভিত্তিস্বরূপ, তা প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের চিন্তাতেই প্রথম প্রকাশিত হ'য়েছিল। যদিও অ্যারিষ্টটলের চিন্তার জগৎ গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ ছিল তবু তাঁর বুদ্ধি যে রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক লক থেকে স্পেন্সার পর্যন্ত সকলের চেয়ে বেশী উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাষ্ট্র স্বাভাবিক সমাজ এবং জনকল্যাণই রাষ্ট্রের আদর্শ, অ্যারিষ্টটলের এই ধারণা আজও স্বীকৃত।

'পলিটিক্স' গ্রন্থেই অ্যারিষ্টটল তাঁর রাষ্টতত্ত্ব প্রচার করেছেন। এই গ্রন্থে পরিবার সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা আজকের দিনে অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে হয়। পরিবার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ এবং সম্পত্তিলাভ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অ্যারিষ্টটলের মতে দাসত্ব স্বাভাবিক ব্যাপার। জন্ম থেকেই কতকগুলো লোক দাসত্ব করার জন্য এবং অন্য কতকগুলো লোক প্রভুত্ব করার জন্য নির্দিষ্ট। অ্যারিষ্টটল দাসত্বপ্রথার সমর্থক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত মানুষের দৈহিক বা মানসিক ক্ষমতা সমান নয়। মানুষের এই বৈষম্য জন্মগত। একথা বলেই আবার অ্যারিষ্টটল বলেছেন, তবে দাসের ওপর অত্যাচার করা প্রভুর উচিত নয়।

অ্যারিষ্টটল সম্পত্তিলাভের দুটি সুনির্দিষ্ট উপায়ের কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এই দু'টি সুনির্দিষ্ট উপায়ের মাঝামাঝি একটি উপায়ও থাকা সম্ভব।

(1) পশুচারণ, মৃগয়া, কৃষিকর্ম (Grazing, hunting, agriculture) প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ সম্পত্তিলাভের স্বাভাবিক উপায়। মানুষের প্রয়োজন তার আহরণের সীমা নির্দেশ করে। অর্থাৎ, একজন মানুষ কতটা সম্পত্তিলাভের চেষ্টা করবে তা তার কতটা প্রয়োজন তার ওপর নির্ভরশীল।

(2) বিনিময় পদ্ধতি (Barter) সম্পত্তিলাভের মাঝামাঝি উপায়। বিনিময় পদ্ধতিতে একটি দ্রব্যের 'যথার্থ ব্যবহার' (proper use) থেকে স্বতন্ত্র ব্যবহার হয়। অর্থাৎ একটি দ্রব্যের 'যথার্থ ব্যবহার' বলতে সেই দ্রব্য সাধারণতঃ আমাদের যে প্রয়োজন সিদ্ধ করে তাই বোঝায়; কিন্তু, যদি একটি দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য কেনা হয় তবে তা দ্রব্যটির যথার্থ ব্যবহার থেকে স্বতন্ত্র কোন ব্যবহার বলেই মানতে হয়। কিন্তু, যেহেতু বিনিময় পদ্ধতিতে আমরা জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ করতে পারি,

সেজন্য অ্যারিষ্টটল বিনিময় পদ্ধতিকেও সম্পত্তিলাভের স্বাভাবিক উপায় (natural mode) বলে উল্লেখ করেছেন।

(3) বস্তুক্রয়ের জন্য অর্থবিনিয়োগ সম্পত্তিলাভের দ্বিতীয় এবং অস্বাভাবিক উপায়। অ্যারিষ্টটল বিনিময় পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন, কিন্তু, অর্থ বিনিয়োগ পদ্ধতির নিন্দা করেছেন। যে সমস্ত মহাজন টাকা ধার দিয়ে সুদ নেন অ্যারিষ্টটল তীব্রতম ভাষায় তাদের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, অর্থ কোন বস্তুক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু অর্থবৃদ্ধির জন্য অর্থ বিনিয়োগ (যা সুদখোর মহাজনেরা করে) অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অসমর্থনযোগ্য ব্যাপার।

প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রে যে সমস্ত আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করেছেন অ্যারিষ্টটল তা সমর্থন করেননা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, প্লেটো অভিভাবক শ্রেণীর সন্তানদের জন্য যে সাধারণ রক্ষণালয় (creche)-এর কথা বলেছেন, অ্যারিষ্টটল তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। অ্যারিষ্টটল বলেন, সকলের সন্তান আসলে কারও সন্তানই নয়। যার যার সন্তান তার তারই স্নেহ, মায়া, মমতা দিয়ে লালন-পালন করা উচিত। এতেই শিশুর যথার্থ কল্যাণ হয়। প্লেটো রাষ্ট্রের ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে ব্যক্তিকে যেভাবে উপেক্ষা করেছেন অ্যারিষ্টটল তা সমর্থন করেননা। তিনি বলেন, যে আনন্দলাভের জন্য রাষ্ট্র সে আনন্দ ত আসলে ব্যক্তিরই আনন্দ। ব্যক্তির আনন্দ বাদ দিয়ে রাষ্টের আনন্দের কোন প্রসঙ্গই উঠতে পারেনা। অভিভাবকেরা (Guardians) সম্পত্তিভোগ করতে পারবেনা বলে প্লেটো যা বলেছেন অ্যারিষ্টটল তার সমর্থক নন। অ্যারিষ্টটল বলেন, সম্পত্তিভোগের ফল সুখ। অভিভাবকদের এই সুখ থেকে বঞ্চিত করার সঙ্গত কারণ নেই। সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তি রাষ্টের অধীনস্থ করার যে প্রস্তাব প্লেটো দিয়েছেন অ্যারিষ্টটল তার সমর্থক নন। তিনি বলেন, নাগরিকদের এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হ'বে যাতে তারা অতিরিক্ত সম্পদ ও সম্পত্তি করায়ত্ত করতে চেষ্টাই না করে এবং নাগরিকদের এভাবে শিক্ষিত করে তুললে সম্পদ ও সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধীনস্থ করার প্রয়োজনীয়তাই দেখা দেবেনা।

অ্যারিষ্টটল অ্যাথেন্সে প্রচলিত গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নাগরিকদের অধিকারের কথা বলেছেন। তিনি বর্তমানে প্রচলিত প্রতিনিধিত্ব-মূলক গণতন্ত্র (Representative form of Democracy) সম্বন্ধে অবহিত ছিলেননা। তাঁর মতে সমস্ত নাগরিকই পর্য্যায়ক্রমে শাসক এবং শাসিত হ'বে। অ্যারিষ্টটল বলেন, বিধানসভায় এবং ন্যায়ের বিধান-দানে অংশগ্রহণ নাগরিকদের ন্যূনতম অধিকার। বিধানসভায় এবং ন্যায়ের বিধানদানে অংশ-

গ্রহণ নাগরিকদের পক্ষে অপরিহার্য্য বলে অ্যারিষ্টটল কারিগর ও মিস্ত্রীদের (Artisans and Mechanics) নাগরিকত্ব স্বীকার করেননি। তিনি বলেন, এদের এমন অবকাশ নেই যে তারা বিধানসভায় এবং ন্যায়ের বিধানদানে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণীয়। অ্যারিষ্টটল কায়িক শ্রম আত্মাবমাননাকর এবং প্রকৃত পুণ্যলাভের অন্তরায় বলে মনে করতেন। অ্যারিষ্টটলের এই কথা আজকের দিনের লোকেদের কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে হয়।

অ্যারিষ্টটল 'শাসনতন্ত্র' (Constitution) এবং 'সরকার' (government) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি জনস্বার্থে পরিচালিত এবং আত্মস্বার্থে পরিচালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে জনস্বার্থে পরিচালিত সরকার শুভ সরকার (good government) এবং আত্মস্বার্থে পরিচালিত সরকার অশুভ সরকার (bad government)। অ্যারিষ্টটলের মতে জনকল্যাণে পরিচালিত সরকার ত্রিবিধ—রাজতন্ত্র (Monarchy), অভিজাত-তন্ত্র (Aristocracy) এবং জনতন্ত্র (Polity)। যদি একজন লোকের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তবে রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে, ক্ষমতা যদি থাকে কতিপয় অভিজাত ব্যক্তির হাতে, তবে সৃষ্টি হয় অভিজাততন্ত্র আর যদি ক্ষমতা থাকে বহুজনের উপর, তবে হয় জনতন্ত্র। একজন ব্যক্তি যদি আত্মস্বার্থে শাসন পরিচালনা করেন, তবে গড়ে উঠে স্বৈরতন্ত্র (Tyranny or Despotism), যদি কতিপয় অভিজাত ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থে সরকার পরিচালনা করেন, তবে হয় ধনিকতন্ত্র (Oligarchy)। আর যদি বহুলোক নিজেদের স্বার্থে শাসন চালান, তবে সৃষ্টি হয় গণতন্ত্র (Democracy)। অ্যারিষ্টটলের মতে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং জনতন্ত্র শুভ সরকার আর স্বৈরাচারতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র এবং গণতন্ত্র অশুভ সরকার। জনতন্ত্র সম্পর্কে অ্যারিষ্টটল বলেছেন, এটা মধ্যবিত্তের শাসন (rule of the middle class)। মধ্যবিত্তেরা ধনী এবং নিঃস্ব ব্যক্তিদের মধ্যবর্তী। ধনীরা নিঃস্বদের বিশ্বাস করতে পারেনা, আবার নিঃস্বরাও বিশ্বাস করতে পারেনা ধনীদের। কিন্তু ধনী ও নিঃস্ব সবাই বিশ্বাস করে মধ্যবিত্তদের। সেজন্য অ্যারিষ্টটলের ধারণা, ধনীর শাসন (Oligarchy) এবং নিঃস্বের শাসন (Democracy) অপেক্ষা মধ্যবিত্তের শাসন (Polity) ভালো। অ্যারিষ্টটল বলেন, কোন রাষ্ট্রে এমন একজন ব্যক্তি যদি থাকেন যিনি সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তবে তিনিই হবেন স্বাভাবিক রাজা ও শাসক (Natural monarch and ruler)। তবে এমন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পাওয়া মুশকিল। সুতরাং তাঁর শাসন যতই ভালো হোক্ না কেন, তা সহজলভ্য নয়। অ্যারিষ্টটলের মতে অভিজাততন্ত্রই (Aristocracy)

শ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র। কারণ তিনি বলেন, অভিজাত ব্যক্তিরা নিজেদের যোগ্যতা-বলে অন্যদের শাসন করেন এবং শাসন করার সময় অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননা। তবে অ্যারিষ্টটল একথাও বলেন, আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে এ আদর্শও অত্যুচ্চ বলে মনে হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে জনতান্ত্রিক মধ্যবিত্তের শাসনই ভালো।

অ্যারিষ্টটল বিভিন্ন অশুভ সরকারের অধীনে জনসাধারণের মধ্যে কেন অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হ'য়ে ওঠে এবং কেন বিপ্লব (revolution) সংগঠিত হয় তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন সরকার এবং বিপ্লব সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের আলোচনা অনুসরণ করলে অতি প্রাচীনকালে অ্যারিষ্টটল কতটা রাজনৈতিক সচেতনতা এবং ইতিহাস-চেতনার অধিকারী ছিলেন তা বোঝা যায় এবং তাতে আমরা বিস্মিত হই। অ্যারিষ্টটল বলেছেন, শাসকেরা যাতে শাসনব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রচুর বিত্তের অধিকারী না হ'তে পারে তা দেখতে হ'বে। উচ্চ রাজকর্মচারী যাতে তার পদের সুযোগ নিয়ে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না করে সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হ'বে। শাসন-তন্ত্রের প্রতি আনুগত্য (loyalty to the Constitution), শাসন-পরিচালনার যোগ্যতা (capacity for administrative work) এবং চারিত্রিক সাধুতা (integrity of character) উচ্চ রাজকর্মচারীদের অবশ্যই থাকা উচিত। কোন সরকারের অধীনে সকলে যদি ন্যায়বিচার পায়, শাসকেরা যদি শাসনক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয় না করে এবং উচ্চ রাজকর্মচারীরা যদি সৎ, দক্ষ এবং অনুগত হয় তবে বিপ্লবের প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু, শাসক এবং উচ্চ রাজকর্মচারীরা যদি বিপরীত আচরণ করে তবেই প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয় এবং বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'য়ে ওঠে।

আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটল বলেছেন, (1) রাষ্ট্র খুব বড় বা খুব ছোট হ'বেনা। রাষ্ট্র যদি খুব বড় হয় তবে দক্ষতার সঙ্গে শাসনপরিচালনা সম্ভব নয়। আবার যদি রাষ্ট্র খুব ছোট হয় তবে প্রতি পদক্ষেপে তাকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত হ'বে তা অবশ্য নির্দিষ্ট করে তিনি কিছু বলেননি। রাষ্ট্রকে অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ (self-sufficing) হ'তে হ'বে।

(2) রাষ্ট্রে যাতে অবকাশলাভ সম্ভব হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হ'বে। নাগরিকদের অবকাশ না থাকলে সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারেনা। যে রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক জীবন উপেক্ষিত হয় সে রাষ্ট্র নিন্দনীয়। কিন্তু, সেজন্য বিলাস-ব্যসনও সমর্থনযোগ্য নয়। রাষ্ট্রের নাগরিকেরা শুধু দিন যাপনের, শুধু

প্রাণধারণের প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করবেনা। তাদের এমন আর্থিক অবস্থা থাকবে যাতে তারা জীবনের প্রয়োজনীয় কাজ করার পরও অবকাশ পায়। কিন্তু, সেজন্য নাগরিকেরা বিলাসী হয়ে ব্যসনগ্রস্থ হ'বে তাও কাম্য নয়। অর্থাৎ, অ্যারিষ্টটল বলতে চান যে, আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকেরা এত দরিদ্র হ'বেনা যে তারা সংস্কৃতিচর্চার জন্য কোন অবকাশই পাবেনা, আবার এমন ধনীও হ'বেনা যে তারা প্রচণ্ড বিলাসী হ'য়ে উঠবে। আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকেরা চরম দারিদ্র্য এবং অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যবর্তী অবস্থার অধিকারী হ'বে। রাষ্ট্র অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করবেনা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ তাকে রপ্তানী করতে হ'বে।

(3) অ্যারিষ্টটল বলেন, সমাজে কৃষক এবং শ্রমিকদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু, তাদের নাগরিক অধিকার থাকবেনা। তৃতীয় একশ্রেণীর লোকেরাই পরিপূর্ণভাবে নাগরিক। এরা যৌবনে যোদ্ধা (Warriors), মধ্যবয়সে শাসক এবং বৃদ্ধবয়সে যাজক। প্রত্যেক নাগরিকের দুইখণ্ড জমি থাকবে। একখণ্ড জমি থাকবে নগরের সন্নিকটে, আর একখণ্ড জমি থাকবে সীমান্তের সন্নিকটে। এতে সকল নাগরিকই দেশরক্ষায় উৎসাহিত হ'বে।

(4) প্লেটোর মতই অ্যারিষ্টটল নাগরিকদের শিক্ষার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবার প্লেটোর মতই তিনি শিক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। দেহ এবং আত্মা উভয়েরই শিক্ষা দরকার। দৈহিক শিক্ষা ব্যতীত আত্মিক শিক্ষা সম্ভব নয়। তবে দৈহিক শিক্ষা আত্মিক শিক্ষার জন্যই প্রয়োজন। অ্যারিষ্টটল নৈতিক শিক্ষা (moral education)র ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভাল সৈনিক বা ভাল যাজক (যারাই শুধু নাগরিক হ'তে পারে) হ'তে হ'লে নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য্য। অ্যারিষ্টটল সন্তানজন্মের পূর্বে জননীর প্রতি যত্ন নেবার নির্দেশ দিয়েছেন। সুস্থ জননীই সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম। শিশুদের খেলাধুলার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তাদের যে গল্প বলা হয় তা তাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। সুতরাং গল্প বলার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে, গল্পগুলি যেন যাহা তাহা না হয়। সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটল বলেন—'ঝুনঝুনি শিশুমনের পক্ষে উপযুক্ত খেলনা এবং সঙ্গীত-শিক্ষা বয়স্ক শিশুদের ঝুনঝুনি বা খেলনা।'

'পলিটিক্স' (Politics) গ্রন্থটি দুর্ভাগ্যক্রমে অসমাপ্ত বলে বিজ্ঞান এবং দর্শন শিক্ষার ব্যাপারে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য জানার উপায় নেই। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্যও জানা যায়না। তবে একটা কথা সুস্পষ্ট যে, কারিগরি শিক্ষা এবং প্রয়োজনকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্লেটো বা অ্যারিষ্টটল

কারোই খুব উৎসাহ ছিলনা। তাঁরা উভয়ই শিক্ষার উচ্চ আদর্শের কথা বলেছেন। উভয়েরই মতে ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণতা লাভের জন্যই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অ্যারিষ্টটলের মতে আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকরূপেই এই শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। অবশ্য তাঁর মতে নাগরিকেরা যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত না হ'লে আদর্শ রাষ্ট্রও গড়ে উঠতে পারেনা। অ্যারিষ্টটলের মতে প্রভুত্ব-বিস্তার বা যুদ্ধ করাই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। নাগরিকদের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র। শান্তিস্থাপনের জন্যই মাঝে মাঝে রাষ্ট্রের পক্ষে বলপ্রয়োগ অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়ই পরিপূর্ণ এবং সার্থক জীবন রূপায়ণের সাধনা করে। ব্যক্তির পক্ষে যা মহত্তম রাষ্ট্রের পক্ষেও তা-ই। প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটল উভয়েই সাম্রাজ্য-সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

ললিতকলা সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মত

(Æsthetics of Aristotle)

অ্যারিষ্টটলের মতে যা ইন্দ্রিয়-সুখকর তাই সুন্দর নয়। অ্যারিষ্টটল 'প্রব্লেম্যাটা' (Problemata) গ্রন্থে কামজ মনোনয়ন এবং নান্দনিক নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন, কামনার দৃষ্টিতে সুন্দর আর বস্তুতঃ সুন্দরের মধ্যে পার্থক্য আছে। 'মেটাফিজিক্স' গ্রন্থে তিনি বলেছেন, গাণিতিক বিজ্ঞান সুন্দরের সঙ্গে অসম্পর্কিত নয়।

সুন্দরের সঙ্গে কল্যাণের সম্বন্ধ বিষয়ে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য স্পষ্ট নয়। 'রেটরিক' গ্রন্থে অ্যারিষ্টটল বলেছেন, 'যে কল্যাণ সুখদায়ক তাই সুন্দর, কারণ ইহা কল্যাণ।' এই কথা থেকে সুন্দর ও কল্যাণের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয়না।

আবার 'মেটাফিজিক্স' গ্রন্থে অ্যারিষ্টটল সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, কল্যাণ এবং সুন্দর এক নয়, কারণ কল্যাণ আচরণ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু সুন্দর গতিহীন বস্তুতেও সম্ভব (অর্থাৎ আচরণই শুধু কল্যাণ হ'তে পারে, কিন্তু গতিহীন বস্তুরও সৌন্দর্য্য আছে।)।[1]

সুন্দরের বর্ণনা প্রসঙ্গে অ্যারিষ্টটল 'মেটাফিজিক্স' গ্রন্থে বলেছেন, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য এবং স্পষ্টতা সুন্দরের মুখ্য আকার (the chief forms of beauty are order, symmetry and definiteness)।

'পোয়েটিকস্' গ্রন্থে অ্যারিষ্টটল বলেছেন, সুন্দর আকার এবং শৃঙ্খলার ব্যাপার (beauty is a matter of size and order)। তিনি আরও বলেছেন, একজন সজীব প্রাণী তখনই সুন্দর হয় যখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাসের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা থাকে এবং যখন তার আকার নাতিদীর্ঘ এবং নাতিখর্ব হয়।

অ্যারিষ্টটল 'পোয়েটিকস্' (Poetics) গ্রন্থে কমেডির বিষয়বস্তু 'কুৎসিত' শ্রেণীর অন্তর্গত 'হাস্যাস্পদ' বলে উল্লেখ করেছেন (The ridiculous

1 'The good and the beautiful are different for the former always implies conduct as its subject, while the beautiful is found also in motionless things'—Metaphysics, 1078 a 31-2.

which is a species of the ugly is the subject matter of comedy)। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, অ্যারিষ্টটলের মতে কুৎসিতও ললিত-কলার আলোচ্য হ'তে পারে। কুৎসিতের সঙ্গে সুন্দরের সম্বন্ধ কি, এই বিষয় নিয়ে অ্যারিষ্টটল বিশেষ আলোচনা করেননি।[1]

ললিতকলা (Fine arts) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অ্যারিষ্টটল বলেছেন, ললিতকলার কাজ সৃষ্টি করা। সৃষ্ট বস্তুর উৎকর্ষের ভিত্তিতেই ললিতকলার উৎকর্ষ নিরূপিত হয়। অ্যারিষ্টটলের মতে সাধারণভাবে কলা (Art in general) দ্বিবিধ—(1) যে কলা প্রকৃতির পরিপূরক (Art that aims at completing the work of nature) এবং (2) যে কলা প্রকৃতির অনুকরণ (Art that aims at imitating nature)। প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটল উভয়েই প্রকৃতির অনুকরণকারী কলাকে ললিতকলা বলেছেন। ললিত-কলার জগৎ কল্পনার জগৎ। বস্তুজগতের অনুকরণের ভিত্তিতেই এই কল্পনার জগৎ সৃষ্ট হয়।

কিন্তু, প্লেটো অনুকরণকে যেমন নিন্দনীয় বলে মনে করেছেন, অ্যারিষ্টটল তেমন করেননি। প্লেটোর মতে বস্তুজগৎ সত্য আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিরূপ (copy) এবং ললিতকলায় সৃষ্ট জগৎ এই প্রতিরূপের প্রতিরূপ (A copy of a copy)। অ্যারিষ্টটল এমন কথা বলেননা। তাঁর মতে ললিতকলায় শিল্পী বস্তুর আদর্শরূপ বা সঠিকরূপ (Ideal or the universal element in things) রূপায়িত করতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, ট্র্যাজেডি আধুনিক কালের মানুষদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানুষ এবং কমেডি নিকৃষ্ট মানুষ সৃষ্টি করে[2]। অ্যারিষ্টটলের মতে হোমারের কাব্যের মানুষ আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। কিন্তু, প্লেটো একথা স্বীকার করেননা।

অ্যারিষ্টটল বলেন, অনুকরণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং অনুকরণ-কর্ম থেকে আনন্দ পাওয়াও তার পক্ষে স্বাভাবিক। যে জিনিষ বস্তুতঃ দুঃখের তারও শিল্প-প্রকাশ দর্শন করে আমরা আনন্দ পাই।

অ্যারিষ্টটল সুস্পষ্টভাবেই বলেন, কাব্য ইতিহাস অপেক্ষা গভীরতর অর্থ-জ্ঞাপক এবং দার্শনিকতার বাহক, কারণ কাব্যের কথা জাতি-সম্বন্ধীয়; কিন্তু, ইতিহাসের কথা ব্যক্তি-সম্বন্ধীয়। শিল্পী টাইপ (Type) চরিত্র সৃষ্টি

1 বস্তুতঃ যা কুৎসিত ললিতকলা তাকেও সুন্দর বলে বর্ণনা দিতে পারে, বলেছেন কাণ্ট। 'Beautiful art shows its superiority in this, that it describes as beautiful things which may be in nature ugly or displeasing'—Kant : Critique of Judgment, 1.1.48

2 Poetics 1448 a 16-18 (Tragedy makes its personages better, comedy worse, than the men of the present day.)

করেন। ইতিহাস টাইপ (Type) চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেনা। কবি ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কাব্য রচনা করতে পারেন। ইতিহাসে যা যেমন তা তেমন ভাবেই লেখা হয়। কিন্তু, কবি সম্ভব এবং সম্ভাব্য বস্তুবিন্যাস বর্ণনা করেন।

অ্যারিষ্টটল বলেন, কবি দার্শনিকের মত অমূর্ত জাতি বা প্রত্যয় (Abstract universal) নিয়ে আলোচনা করেননা। ছন্দোবদ্ধ দর্শন কাব্য নয়, কাব্য এবং দর্শন ভিন্ন। কবি যে টাইপ (type) সৃষ্টি করেন তা দার্শনিকের জাতি বা প্রত্যয় (universal) নয়।

'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে অ্যারিষ্টটল মহাকাব্য (Epic), ট্র্যাজেডি এবং কমেডি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। চিত্র, স্থাপত্য এবং সঙ্গীতশিল্প নিয়ে তিনি প্রসঙ্গতঃ মাত্র আলোচনা করেছেন। অ্যারিষ্টটলের মতে সঙ্গীতের মধ্যেই অনুকরণের মাত্রা সবচেয়ে বেশী। সঙ্গীত সাধারণতঃ নাটকের অংশ রূপেই অ্যারিষ্টটলের আলোচনায় গৃহীত হয়েছে। 'পলিটিক্স' গ্রন্থে অ্যারিষ্টটল বলেছেন, মানুষের চরিত্রগঠনের একটা ক্ষমতা সঙ্গীতের আছে, সুতরাং অল্প-বয়স্কদের শিক্ষায় সঙ্গীতের একটা স্থান থাকা উচিত[1]। অ্যারিষ্টলের মতে সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি ললিতকলার বিভিন্ন কার্য্যের মধ্যে নৈতিক শিক্ষাদান একটি। যদিও অ্যারিষ্টটল ললিতকলার নৈতিক শিক্ষার দিকের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তবু তিনি এদের আনন্দদানের ক্ষমতার কথাও স্বীকার করেছেন।

অ্যারিষ্টটল ট্র্যাজেডির লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন—ট্র্যাজেডি এমন কাজের অনুকরণ যা ধীর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। ট্র্যাজেডির অনুষঙ্গ সুখ। ট্র্যাজেডি বিবৃতিমূলক হয়না, হয় নাটকীয় ঢঙের। এখানে এমন ঘটনা সন্নিবেশিত হয় যা করুণা এবং ভীতির উদ্রেক করে এবং ট্র্যাজেডির মধ্যে এই জাতীয় প্রক্ষোভের (emotion) রেচন (catharsis) হয়[2]।

অ্যারিষ্টটলের মতে ট্র্যাজেডির বিষয় হ'বে ধীর (serious), মহৎ (noble) এবং কল্যাণকর (good)। মহাকাব্যের সঙ্গে এইদিক দিয়ে ট্র্যাজেডির সাদৃশ্য আছে। কিন্তু, কমেডি এবং স্যাটায়ারের বিষয় নিকৃষ্ট (inferior) বা

1 Music has a power of forming the character and should therefore, be introduced into the education of the young—Poetics 1338 a 17-19.

2 'A tragedy—is the imitation of an action that is serious and also as having magnitude, complete in itself ; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work ; in a dramatic, not in a narrative form ; with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions.'—Poetics, 1449 b 25-9.

কুৎসিত (ugly) বা হাস্যাস্পদ (ridiculous) বলে ট্র্যাজেডির সঙ্গে কমেডি এবং স্যাটায়ারের বিষয়গত পার্থক্য সুস্পষ্ট। কমেডি স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'বে, অর্থাৎ, কমেডির আখ্যায়িকার মধ্যে একটা ঐক্য (unity of plot) থাকবে এবং কমেডির গঠনের মধ্যে থাকবে আঙ্গিক ঐক্য (organic unity of structure)। ট্র্যাজেডির অনুষঙ্গ হ'বে সুখ, একথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অ্যারিষ্টটল বলেছেন, ট্র্যাজেডিতে থাকবে ছন্দ এবং ঐকতান বা সঙ্গীত (with rhythm and harmony or song superadded)। ট্র্যাজেডিতে কথোপকথন থাকবে আর থাকবে সঙ্গীত। ট্র্যাজেডি বিবৃতিমূলক হ'বেনা, হবে নাটকীয়। একথা বলে অ্যারিষ্টটল বিবৃতিমূলক মহাকাব্য থেকে ট্র্যাজেডির পার্থক্য স্বীকার করেছেন।

অ্যারিষ্টটল ট্র্যাজেডির ছয়টি উপাদানের কথা বলেছেন—আখ্যায়িকা (fable or plot), চরিত্র (characters), ভাষা (diction), চিন্তা (thought), দৃশ্য (spectacle) এবং সুর (melody)[1]।

অ্যারিষ্টটলের মতে আখ্যায়িকাই ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান উপাদান। ট্র্যাজেডির আখ্যায়িকা ব্যক্তির অনুকরণ প্রকাশ করেনা, কাজ এবং জীবনের (action and life) অনুকরণ প্রকাশ করে। চরিত্রচিত্রণ আখ্যায়িকার প্রয়োজনে করা উচিত। চরিত্র চিত্রণের জন্য আখ্যায়িকা রচনা করা হয়, না, আখ্যায়িকার স্বার্থেই চরিত্র চিত্রণ করা হয়। অ্যারিষ্টটলের মতে ট্র্যাজেডিতে আখ্যায়িকার পরেই চরিত্রের স্থান। ট্র্যাজেডিতে চিন্তা থাকবে। অর্থাৎ, কোন বিষয়ের আলোচনা সন্নিবেশিত হ'বে। ট্র্যাজেডির ভাষা হ'বে গদ্য এবং পদ্য। অর্থাৎ, ট্র্যাজেডি খানিকটা হ'বে গদ্যে আর খানিকটা পদ্যে। ট্র্যাজেডিতে সঙ্গীত থাকবেই এবং একেই অ্যারিষ্টটল বলেছেন 'সুর' (Melody)। ট্র্যাজেডির সর্বশেষ উপাদান দৃশ্যপট। লোকের মন আকৃষ্ট করার জন্য এই দৃশ্যপট আবশ্যক। তবে অ্যারিষ্টটল বলেন, জমকালো দৃশ্যপট হলেই ট্র্যাজেডি ভালো হয়না। আখ্যায়িকা এবং চরিত্র এই দু'টি জিনিষই মুখ্য। এদের ওপরই ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে।

অ্যারিষ্টটলের মতে আখ্যায়িকা এমন বড় হ'বেনা যে গল্পের সব কথা মানুষের পক্ষে একসঙ্গে মনে রাখা সম্ভব নয়, আবার আখ্যায়িকা এমন ছোটও হ'বেনা যে তা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। আখ্যায়িকায় নিবদ্ধ ঘটনাবলী এমনভাবে বিন্যস্ত হ'বে যে তাদের ধারাবাহিকতা এবং অনিবার্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

1 Poetics 1450 a 4-16

যে কাজ মানুষের মনে করুণা এবং ভীতির উদ্রেক করে ট্র্যাজেডি তার অনুকরণ বলে অ্যারিষ্টটল নিম্নলিখিত তিনপ্রকার আখ্যায়িকা ট্র্যাজেডির বিষয় নয়, এই মন্তব্য করেছেন।

(1) একজন সৎব্যক্তি সুখ থেকে দুঃখের গভীরে ডুবে যাচ্ছে, এমন ঘটনা ট্র্যাজেডিতে থাকবেনা। কারণ এই জাতীয় ঘটনা আমরা পছন্দ করিনা, সুতরাং এতে আমাদের মনে করুণা জাগ্‌বেনা।

(2) একজন অসৎলোক দুঃখ থেকে মহাসুখের অবস্থায় প্রবেশ করেছে, এমন ঘটনাও ট্র্যাজেডিতে থাক্‌বেনা। কারণ, অ্যারিষ্টটলের মতে এই জাতীয় ঘটনা আমাদের মনে করুণা বা ভীতি কোন প্রক্ষোভই (emotion) সৃষ্টি করেনা।

(3) একজন অত্যন্ত অসৎ ব্যক্তি সুখের জীবন থেকে ক্রমশঃ দুঃখের জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছে, এমন ঘটনাও ট্র্যাজেডিতে থাক্‌বেনা। কারণ, অ্যারিষ্টটলের মতে এই ঘটনা মনে মানবিক অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু করুণা বা ভীতির সৃষ্টি করতে পারেনা। যার দুঃখ পাওয়া উচিত নয় সে দুঃখ পেলে আমাদের মনে করুণা জাগে আর আমাদের মত ব্যক্তিরা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়লেই আমাদের মনে ভয় হয়। আখ্যায়িকার মধ্যেই এমন কিছু থাকা উচিত যাতে মনে করুণা বা ভীতি জাগে।

অ্যারিষ্টটল ট্র্যাজেডিকে করুণা এবং ভীতি এই দুই প্রক্ষোভের রেচন (catharsis of two emotions—pity and fear) বলে উল্লেখ করেছেন। অ্যারিষ্টটলের এই কথার তাৎপর্য্য কি, এই বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। অধ্যাপক রস্ (Ross) তাঁর 'অ্যারিষ্টটল' (Aristotle) গ্রন্থে বলেছেন—এই বিখ্যাত মতবাদ নিয়ে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার লিখিত হয়েছে[1]।

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন, 'পোয়েটিক্স' (Poetics) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (Second Book) অ্যারিষ্টটল রেচন (Catharsis) কথাটির তাৎপর্য্য প্রকাশ করেছেন বলে মনে করার কারণ আছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই খণ্ডটি এখন আর পাওয়া যায়না। ফলে রেচন কথার তাৎপর্য্য নিয়ে পণ্ডিত-মহলে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

'রেচন' (Catharsis) কথাটির দুরকম ভাষ্য দেওয়া হয়েছে।

1 'A whole library has been written on this famous doctrine'—Ross : Aristotle, p. 282. এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার জন্য পাঠক S. H. Butcher (Macmillan) লিখিত 'Aristotle's Theory of Poetry and Fine Arts' এবং Ingram Bywater (Oxford) লিখিত 'Aristotle on the Art of Poetry' গ্রন্থ দু'টি পাঠ করতে পারেন।

(1) রেচন করুণা এবং ভীতি নামক প্রক্ষোভের বিশুদ্ধিকরণ বোঝায় (Catharsis is a purification of the emotions of pity and fear)। উপমাটি আনুষ্ঠানিক বিশুদ্ধিকরণ (Ceremonial purification) থেকে গৃহীত হয়েছে। লেসিং (Lessing) এই মতের সমর্থক। (2) রেচন করুণা এবং ভীতি নামক প্রক্ষোভের সাময়িক অপসারণ (The Catharsis is a temporary elimination of the emotions of pity and fear) বোঝায়। এই উপমাটি চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বার্ণেস (Bernays) এই মতের সমর্থক। দ্বিতীয় মতটিই এখন সাধারণতঃ গৃহীত হ'য়ে থাকে। এই মতানুসারে ট্যাজেডির প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য করুণা এবং ভীতির উদ্রেক করা (নায়কের অতীত দুঃখের জন্য করুণা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দুঃখের জন্য ভীতি) এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য শিল্প-মাধ্যমের সুখদায়ক ও নির্দোষ বহির্গমনের পথ দিয়ে মন থেকে করুণা এবং ভীতির প্রক্ষোভ বের করে দেওয়া। প্লেটো 'রিপাব্লিক' গ্রন্থে ট্র্যাজেডির অনৈতিক প্রতিক্রিয়ার (demoralising effect) কথা বলেছেন। অ্যারিষ্টটল এমত স্বীকার করেননা। ট্র্যাজেডি একটি নির্দোষ শিল্প, এই মত তিনি সমর্থন করেন।

'পলিটিক্স'[1] গ্রন্থটি ভালোভাবে পড়লে মনে হয়, অ্যারিষ্টটল কোন নৈতিক অর্থে রেচন কথাটি ব্যবহার করেননি।

(1) অ্যারিষ্টটলের মতে বাঁশির কোন নৈতিক প্রভাব নেই। মানুষের মন নাড়া দিয়ে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করাই বাঁশির কাজ। এইকথা থেকে বোঝা যায় যে, রেচন নৈতিক প্রভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, সংশ্লিষ্ট প্রক্ষোভের সঙ্গে।

(2) অ্যারিষ্টটল সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—সঙ্গীতের তিনটি কাজ—(ক) শিক্ষাদান (খ) বিশুদ্ধিকরণ (purification) এবং (গ) আনন্দদান, অবকাশ-বিনোদন এবং পরিশ্রমের পর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা। 'বিশুদ্ধিকরণ' কথাটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অ্যারিষ্টটল বলেন, দুশ্চিন্তার বোঝা নামিয়ে মন হাল্‌কা এবং চাঙ্গা করে তোলাই 'বিশুদ্ধিকরণ'। সঙ্গীত একপ্রকার নির্দোষ সুখ এবং এর জন্যই সঙ্গীতের সুখের সাহায্যে মানুষ মনের দুঃখ দূর করে বিশুদ্ধ হ'তে পারে। এখানে 'বিশুদ্ধ' কথাটির সুস্পষ্টভাবেই কোন নৈতিক অর্থ নেই। এইজন্যই অনেকে বলেন, 'রেচন' কথাটির অর্থ আনুষ্ঠানিক বিশুদ্ধিকরণের সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত নয়। 'রেচন'

1 Politics, 1341 a 17 ff.

কথার অর্থ করুণা ও ভীতি নামক প্রক্ষোভের সাময়িক অপসারণ বা দূরীকরণই হ'বে।

অনেকে অবশ্য এমত স্বীকার করেননি। অধ্যাপক স্টেস্ (Stace) বলেছেন, যাঁরা বলেন রেচন অতিরিক্ত ভেদের (diarrhoea) মত আমাদের মন করুণা এবং ভীতির প্রক্ষোভ-মুক্ত করে, তাঁরা পণ্ডিত হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁরা অ্যারিষ্টটলের প্রতি সুবিচার করেননি।[1] এই কথা বলে তিনি নিজে 'রেচন' কথাটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা 'ভেদমতবাদীদের' (Diarrhoea theorists) স্বীকার করতে কোন আপত্তি থাকতে পারেনা। তিনি বলেছেন, সত্যিকারের মহৎ এবং ট্র্যাজিক বেদনার রূপায়ণ দর্শকের মনে করুণা এবং ভীতির প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং তাতে তার মন মুক্ত, শান্ত এবং শুদ্ধ হয়।[2] 'শুদ্ধ' কথাটির কোন নৈতিক অর্থ স্বীকার না করলে ভেদবাদীরা এই ব্যাখ্যায় আপত্তি করবেন কেন?

1 'The theory of certain scholars based upon etymological grounds, that it means that the soul is purged, not through, but of pity and terror, that by means of a diarrhoea of these unpleasant emotions we get rid of them and are left happy, is the thought of men whose scholarship may be great but whose understanding of art is limited. Such a theory would reduce Aristotle's great and illuminating criticism to the meaningless babbles of a philistine.' Stace—Crit. Hist. p, 331.

2 'The representation of truly great and tragic sufferings arouses in the beholder pity and terror which purge his spirit and render it serene and pure'—তদবৎ।

অষ্টম অধ্যায়

প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল

প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটল কেবলমাত্র প্রাচীন গ্রীক দর্শনেই দুজন খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেননা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে তাঁরা অন্যতম। আমরা পূর্বেই বলেছি, অ্যারিষ্টটল ছিলেন প্লেটোর ছাত্র। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের চিন্তায় সাদৃশ্য আছে। তবে তাঁদের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য আছে তাও আমরা পূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

কোপলস্টোন বলেছেন, প্লেটোর মতবাদ যদি হয় বাদ (Thesis) তবে অ্যারিষ্টটলের মতবাদকে বলা যেতে পারে প্রতিবাদ (Anti-thesis)। প্লেটো গুরুত্ব দিয়েছেন ধ্রুব জাতি বা সত্তার (The Idea of Being) ওপর, আর অ্যারিষ্টটল গুরুত্ব দিয়েছেন পরিবর্তন এবং গতির (The Idea of Becoming) ওপর। অবশ্য একথার অর্থ এই নয় যে, প্লেটো পরিবর্তন বা গতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ক্ষেত্রে স্বীকার করেননি বা অ্যারিষ্টটল ধ্রুব সত্তা বলে কিছু গ্রহণ করেননি। আসলে প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের ঝোঁকটা কোনদিকে বেশী তা প্রকাশ করার জন্যই কোপলস্টোন এমন কথা বলেছেন।

সক্রেটিসের মতই প্লেটো নৈতিক বচনের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন এবং নৈতিক মূল্যের প্রকৃতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। প্লেটো বলেছেন, নৈতিক প্রত্যয় এবং নৈতিক বচন যদি বিষয়গত (objective) হয়, তবে নিশ্চয়ই তাদের কোন বিষয়গত ভিত্তি থাকবে। নৈতিক মূল্য স্পষ্টতঃই নৈতিক আদর্শ বোঝায়। কারণ, মানুষের আচরণের মধ্যে নৈতিক মূল্য রূপায়িত হওয়া উচিত। সুতরাং নৈতিক মূল্যের বিষয়তা (objectivity) ভেড়া বা কুকুরের বিষয়তার মত নয়; এই বিষয়তা আদর্শ বিষয়তা (Ideal objectivity) বা আদর্শ জগতের বিষয়তা (objectivity in the ideal order)। প্লেটো আরও বলেছেন, জগতের জড়বস্তুর পরিবর্তন ও ধ্বংস আছে, কিন্তু নৈতিক মূল্য ধ্রুব (unchanging)। সুতরাং প্লেটো সিদ্ধান্ত করেন যে, নৈতিক মূল্য আদর্শরূপ হওয়া সত্ত্বেও বিষয়গত। আবার বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্ন নৈতিক মূল্য এক পরম কল্যাণ বা পরিপূর্ণতার সমান অংশভাগী এবং এদের মূল্য সেই পরম কল্যাণ বা পরিপূর্ণতা থেকেই গৃহীত। এই কল্যাণ বা পরিপূর্ণতা সূর্য্যের সঙ্গে তুলনীয়।[1]

1 These moral values have a common share in goodness or perfection, so that they are rightly said to participate in, to derive their goodness or perfection from, the supreme ideal essence, absolute goodness or perfection, the Idea of the Good, the 'sun' of the Ideal world—Copleston.

এইভাবে সক্রেটিসের নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতে প্লেটো এক বিশেষ প্রকার অধিবিদ্যা (Metaphysics) গড়ে তুললেন। পরে তিনি এই মত আরও বিস্তীর্ণক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বললেন—যেমন বিভিন্ন নৈতিক মূল্য পরম মূল্য বা কল্যাণের অংশভাগী তেমনি বিশেষ বিশেষ বস্তু সেই সেই জাতির (Universal) অংশভাগী হ'বে। এইভাবে প্লেটো তাঁর জাতি ও ব্যক্তি (Universal and particular) সম্পর্কিত বিশিষ্ট মতবাদ গড়ে তুললেন। পরে এইমতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন, 'ব্যক্তি জাতির অংশ-ভাগী' কথার অর্থ 'ব্যক্তি জাতির অনুকরণমাত্র (imitation)। ফলে একদিকে জাতি এবং অন্যদিকে ব্যক্তির (যাদের তিনি মূল সত্তা (original) এবং অনুকরণ বা প্রতিলিপির (imitation or copy) সঙ্গে তুলনা করেছেন) মধ্যে একটি দ্বৈতভাব (dichotomy)-এর সৃষ্টি হ'ল। অনেকে প্লেটোর দর্শনে জাতিকে বলেছেন ধ্রুব সত্তা (Being) এবং ব্যক্তিকে বলেছেন পরিবর্তনশীল (Becoming)। স্পষ্টতঃই প্লেটোর দর্শনে ধ্রুব সত্তা সত্য এবং পরিবর্তনশীল ব্যক্তি ধ্রুব সত্তার প্রতিলিপি মাত্র বলে মিথ্যা। ধ্রুবসত্তার পরিবর্তন নেই, উদ্ভব নেই, ধ্বংসও নেই। কিন্তু, পরিবর্তনশীল ব্যক্তির উৎপত্তি আছে, এবং ধ্বংস আছে। সুতরাং প্লেটো ধ্রুব সত্তা থেকে পরিবর্তনশীল ব্যক্তির সুস্পষ্ট পার্থক্য করেছেন। দার্শনিক হিসেবে তাঁর কাছে ধ্রুব সত্তার গুরুত্ব যত বেশী, পরিবর্তনশীল ব্যক্তির তত নয়।

অনেকে বলতে পারেন, অ্যারিষ্টটল অধিবিদ্যার বিষয় শুদ্ধ সত্তা (Being as Being), সমস্ত পরিবর্তনের নিয়ামক অপরিণামী আদি কারণ বা প্রবর্তক (Unmoved First Mover) এবং মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম অপরিবর্তনীয় বিষয়ের ঔপপত্তিক মনন প্রভৃতি কথা বলে প্লেটোর মতেরই ত প্রতিধ্বনি করেছেন; এই অবস্থায় প্লেটোর দর্শন বাদ (Thesis) এবং অ্যারিষ্টটলের দর্শন প্রতিবাদ (Anti-thesis), একথা বলার তাৎপর্য্য কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্লেটোর সঙ্গে অ্যারিষ্টটলের যে সমস্ত ব্যাপারে সাদৃশ্য দেখান হয়েছে তা আসলে অ্যারিষ্টটলের দর্শনে প্লেটোর প্রভাব। কিন্তু, অ্যারিষ্টটলের যেখানে স্বকীয়তা সেখানে তিনি প্লেটো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অ্যারিষ্টটলের দর্শনের সেই দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্লেটোর দর্শনকে বাদ এবং অ্যারিষ্টটলের দর্শনকে প্রতিবাদ বলা হয়েছে।

প্লেটোর জাতিবাদের (The Platonic theory of Ideas) বিরুদ্ধে অ্যারিষ্টটলের মুখ্য আপত্তি এই যে, এই মতবাদে জাতি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে বোধগম্য

কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়নি। অ্যারিষ্টটল এইজন্য জাতিকে ব্যক্তির অতিবর্তী বা অমূর্ত সত্তা (transcendent essence) না বলে জাতিকে ব্যক্তির মধ্যে অন্তঃস্যূত বা মূর্ত সত্তা (immanent essence) বলে উল্লেখ করেছেন। অ্যারিষ্টটল সমস্ত প্রাকৃতিক গতির উদ্দেশ্যমূলকতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, শক্ত বা অব্যক্ত অবস্থা থেকে শক্য বা ব্যক্ত অবস্থায় পরিণতি (development of the potential to the actual) এবং উপাদানে আকারের রূপায়ণই (embodiment of form in matter) এই উদ্দেশ্য। এইভাবে অ্যারিষ্টটল প্লেটোর মতবাদের ত্রুটি দূর করতে গিয়ে প্লেটোর দর্শনের প্রতিবাদ (Anti-thesis) সৃষ্টি করেছেন। প্লেটো পরিবর্তনশীল বস্তুজগতের মিথ্যাত্ব প্রচার করেছিলেন। অ্যারিষ্টটল এই পরিবর্তনশীল জগতের তাৎপর্য্য এবং সত্তা স্বীকার করে প্লেটোর একদেশদর্শিতার প্রতিবাদ করেছেন। অবশ্য প্রতিবাদ সৃষ্টি করতে গিয়ে প্লেটোর দর্শনের অনেক মূল্যবান কথাও অ্যারিষ্টটল অস্বীকার করেছেন। অ্যারিষ্টটল প্লেটোর ঈশ্বরের বিধান-সম্পর্কিত মতবাদ (Plato's conception of providence) এবং জগতে এই বিধান ক্রিয়াশীল, এই সম্পর্কিত ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরিবর্তনশীলতার প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে অ্যারিষ্টটল বোধহয় পরিপূর্ণ সত্তা বা পরম ধ্রুব সত্তার যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পারেননি। সেজন্যই বলা হয়, এমন কোন দর্শন যদি সৃষ্ট হয় যা পরিবতনশীলতার প্রতি সুবিচার করে (যা অ্যারিষ্টটল করেছেন, কিন্তু প্লেটো করেননি) এবং পরিপূর্ণ সত্তা বা পরম ধ্রুব সত্তার যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করে (যা প্লেটো কথঞ্চিৎ করেছেন কিন্তু, অ্যারিষ্টটল করেননি) তবে সেই সমন্বিত দর্শন (Synthetic Philosophy) সকলের গ্রহণযোগ্য হ'বে। এখানে এই যে সমন্বয়ের কথা বলা হচ্ছে তা মুখ্যতঃ অধিবিদ্যা (Metaphysics) সম্পর্কে প্রযোজ্য। অন্যত্র, যেমন অ্যারিষ্টটলের প্রমাণশাস্ত্র প্রসঙ্গে এই সমন্বয়ের প্রশ্নই উঠতে পারেনা। অ্যারিষ্টটলের প্রমাণশাস্ত্র এত উন্নত যে তার সঙ্গে প্লেটোর প্রমাণশাস্ত্রের সমন্বয়ের কথা বলা অর্থহীন।

অনেকে বলেছেন, প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের অধিবিদ্যার যে সমন্বয় অভিপ্রেত সে সমন্বয় নিয়ো-প্লেটোনিষ্টদের (Neo-Platonists) মধ্যে কথঞ্চিৎ দৃষ্ট হয়, মধ্যযুগীয় পাদ্রী দার্শনিকদের চিন্তায় তারই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং আধুনিককালে হেগেলের দর্শনে তার একটি পরিপূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

গ্রন্থপঞ্জী

প্লেটো

1. All the Works of Plato (in five volumes)—Eng. trans. by B. Jowett (3rd edition, 1892).
2. The Works of Plato under the editorship of J. Burnet (in the Oxford classical texts).
3. Phaedrus—Eng. trans. by W. H. Thompson.
4. Gorgias—Eng. Trans. by W. H. Thompson.
5. The Republic of Plato— Translated with Introduction and Notes (O.U.P.).
6. Plato's Republic : A Philosophical Commentary by Cross and Woozley.
7. Lectures on Plato's Republic by Nettleship.
8. Plato by Taylor.
9. Plato by Friedlander.
10. Greek Philosophy from Thales to Plato by Burnet.
11. An Examination of Plato's Doctrines by Crombi.
12. Greek Political Theory by Barker.
13. A History of Philosophy, Vol. I by Frederick Copleston, S. J.
14. History of Western Philosophy by Bertrand Russell.
15. A Commentary on Plato's Timaeus by A. E. Taylor.
16. Dissertations and Discussions by John Stuart Mill.
17. A Critical History of Greek Philosophy by W. T. Stace.
18. A translation of the Theatetus and Sophist with Commentary by F. M. Cornford (Kegan Paul, 1935).
19. Plato and Parmenides (Kegan Paul, 1939).
20. The Philosophy of Plato by R. Demos (Scribners, 1939)
21. Plato's Theory of Ethics by R. C. Lodge (Kegan Paul, 1928)
22. The Origin and Growth of Plato's Logic by W. Lutoslawski (London, 1905).
23. Plato's Doctrine of Ideas by J. A. Stewart (O.U.P., 1909)

অ্যারিষ্টটল

1. The Oxford translation of the works of Aristotle published in eleven volumes, under the editorship of J. A. Smith and W. D. Ross.
2. Aristotle by Sir W. D. Ross (Methuen, 2nd edition, 1930)
3. Aristotle's Metaphysics, 2 Vols. (O.U.P., 1924).
4. Aristotle's Physics (O. U. P., 1936).
5. Aristotle by A. E. Taylor (Nelson, 1943).
6. Aristotle by Randle.
7. Aristotle by C. Piat (1912).
8. Aristotle by G. R. G. Mure (1932).
9. Aristotle by L. Robin (1944).
10. Aristotle by G. Grote (London, 1883).
11. Aristotle and the earlier Peripatetics. 2 Vols. (Longmans, 1897).
12. The Political Thought of Plato and Aristotle by E. Barker (Methuen, 1906).
13. Aristotle's theory of Poetry and Fine Arts by S. H. Butcher (Macmillan).
14. Aristotle on the Art of Poetry by Ingram Bywater (Oxford).
15. Aristotle's Criticism of Pre-Socratic Philosophy by Cherniss.
16. A History of Philosophy, Vol. I by Frederick Copleston, S. J.
17. History of Western Philosophy by Bertrand Russell.

Acc. No. 12593
Date 6.7.15
Call No.